দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৪৯ ॥ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১২ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৪ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সরকার হাসিনা আমলের নথি চাওয়ার পরই সচিবালয়ে আগুন: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ে লাগা আগুনে জরুরি নথি পুড়ে যাওয়া কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয় উল্লেখ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকার শেখ হাসিনা আমলের নথি চাওয়ার পরই তা গায়েব করতে আগুন দেওয়া হয়েছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় তদন্তের দাবি জানাই। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, জাতীয় পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের চেয়েও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন।

সচিবালয়ে আগুন

পুড়েছে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত পৌনে দুইটার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট। প্রায় ৬ ঘণ্টা চেষ্টার পর সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ভবনে থাকা মন্ত্রণালয়গুলোর বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এরই মধ্যে পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ীড় সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সহ বিভাগের অফিস রয়েছে। যে ভবনে আগুন লেগেছে সেই ভবনেই রয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সচিবালয়ের ৭ নং এ ভবনে এ মন্ত্রণালয়গুলো ছাড়াও রয়েছে অর্থ ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ ভবনের নয় তলায় রয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, আট তলায় রয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়। সাত তলা পুরোটা জুড়ে রয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ছয় তলায় রয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ভবনের পাঁচ তলায় রয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়। তিন তলায় রয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ভবনের দুই তলায় রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ *২-এর পাতায় দেখুন*

সচিবালয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার ফাইটারের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ে আগুন নেভানোর সময় ট্রাকচাপায় আহত হওয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মী মো. সোহানুর জামান নয়নের (২৪) মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আগুন নেভানোর সময় আরেক ফায়ার কর্মী পা কেটে আঘাতপ্রাপ্ত হন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল অগ্নিকাণ্ডের পর বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, "আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর নয়নের মৃত্যু হয়।" তিনি আরো বলেন, "রাত ১টা ৫২ মিনিটে আমরা মেসেজ পাই সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লেগেছে। ১টা ৫৪ মিনিটের মধ্যে আমাদের ইউনিট পৌঁছে যায়। ১৯টি ইউনিটের চেষ্টায় ৫ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।"ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, ফায়ার ফাইটার সোহানুর জামান নয়ন ২০২২ সালে ৬১তম ব্যাচে যোগ দিয়েছিলেন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীতে। তিনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার আটপনিয়া গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে। ২৪ বছর *২-এর পাতায় দেখুন*

সঠিক তথ্য উপস্থাপন গুজব ছড়ানো প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে: পররাষ্ট্র সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র সচিব এম জসীম উদ্দিন বলেছেন, সঠিক তথ্য উপস্থাপন ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিবেদন গুজব ও ভুল তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশকে স্থিতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ সুগম করতে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে আমরা আজ দাঁড়িয়ে রয়েছি যেখানে ১৯৭১ সালের বিজয়ের সঙ্গে আমাদের সামনে রয়েছে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সময়ের যুগান্তকারী মুহূর্তগুলো। এটি দেশের অস্তিত্বে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই অভ্যুত্থানে আমাদের তরুণ সমাজের রাজনৈতিক এবং দেশপ্রেমের চেতনা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে বলেও যোগ করেন এম জসীম উদ্দিন। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, গণমাধ্যম সবসময়ই সরকারের উদ্যোগ ও কূটনৈতিক কার্যক্রমকে জনগণের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে, কূটনীতির জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং সরকারের *২-এর পাতায় দেখুন*

লামায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার নিন্দা

স্টাফ রিপোর্টার : বড় দিনের আগের রাতে বান্দরবানের লামায় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একটি পাড়ায় আগুনে ১৯টি ঘরের মধ্যে ১৭টি বসতঘর ভস্মীভূত হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর পুনঃনির্মাণসহ সব ধরনের সহায়তা প্রদানের নির্দেশও দিয়েছেন। *২-এর পাতায় দেখুন*

নতুন বছরে বিএনপির প্রধান প্রত্যাশা 'নির্বাচন'

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে বিএনপির কতটা সংশ্লিষ্টতা ছিল তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এখনো তুঙ্গে। আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসানে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকা দলটি। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বারবার দ্রুততম সময়ে জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানানো দলটিও বিএনপি। ৫ আগস্টের পর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ অধিকাংশ নেতাকর্মীর নামে থাকা অসংখ্য মামলা নিষ্পত্তির পথে। চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াও এখন মুক্ত। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাকর্মীরা হয় জেলে নতুবা দেশের বাইরে পলাতক। নির্বাচন হলে তাতে অংশ নিতে পারবে কি না কিংবা অংশ নেবে কি না নিশ্চিত নয়। বিএনপির মিত্র জামায়াতও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে- এমনটি মনে করছেন না কেউ। সব মিলিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা দলটি বিএনপিই। গত চার মাসে দলের নেতাকর্মীদের বক্তব্য, আচরণ বলছে অঘোষিতভাবে যেন তারাই ক্ষমতায়, বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা। যদিও তারেক রহমান বারবার নেতাকর্মীদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার বিষয়টি খুব পছন্দ করছেন না। ক্ষমতায় বসার আগেই যারা বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে সাংগঠনিক ব্যবস্থা। দলটির নেতারা বলছেন, নতুন বছরে দ্রুত নির্বাচন হবে, জনগণ তাদের পছন্দের জবাবদিহিতার সরকার নির্বাচন করবে, সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। নতুন বছরে বিএনপির প্রত্যাশা নিয়ে কথা হয় দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার সঙ্গে। জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী বলেন, 'আমরা চাই *২-এর পাতায় দেখুন*

দুর্নীতি রোধে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে চায় ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি প্রতিরোধে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে (ইটিআই) কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটি সম্প্রতি এই সুপারিশ করেছে। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যাদের তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে কোনো কোনো কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন না। এতে যথাসময়ে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত কাজ সম্পন্নের জন্য একটি নির্ধারিত সময় দেওয়া ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করলে তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে *২-এর পাতায় দেখুন*

সেতু মন্ত্রণালয় থেকে বাদ যাচ্ছে ১১১৮৬ কোটি টাকার অপ্রয়োজনীয় ব্যয়

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে সবচেয়ে বেশি কাটছাঁট হচ্ছে উন্নয়ন ব্যয়। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অপ্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থছাড় কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগেই প্রায় ১১ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা কমানো হচ্ছে ব্যয়। সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সময়ে এসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বিশাল অঙ্কের ব্যয় কমানোর জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তাদের সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের চাহিদা চূড়ান্ত করা হয়। এবার একটু আগেভাগেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন জানায়, সভায় সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। মূল এডিপিতে চলতি অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ৮২ *২-এর পাতায় দেখুন*

'সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডে সরকারের বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়া অস্বাভাবিক নয়'

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তির জোর দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান তিনি। বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, সচিবালয়ের মতো *২-এর পাতায় দেখুন*

সচিবালয়ে আগুনের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়, গত বুধবার রাত আড়াইটায় সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অগ্নিকাণ্ডে বিষয় তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। কমিটিতে জননিরাপত্তা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন করে প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে; যারা যুগ্মসচিব থেকে উপরের পদমর্যাদার হবেন বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের একজন করে *২-এর পাতায় দেখুন*

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ১২ দলীয় জোট আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফা জামাল হায়দার।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম কমাচ্ছেন বিদেশি ক্রেতারা

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রমিক অসন্তোষের পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের পোশাক খাত এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন খরচ প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় এই খাতের উদ্যোক্তারা মুনাফা করতে পারছেন না। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতারা রফতানি হওয়া বাংলাদেশের পোশাকের দাম কমিয়েছেন প্রায় ৫ শতাংশ। আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম প্রায় ৮ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম কমে যাওয়ার কারণে তারা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। উদ্বিগ্ন হওয়ার একাধিক কারণ উল্লেখ করে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, পোশাকের দাম বাড়ানো না হলে *২-এর পাতায় দেখুন*

দুদকের মামলা

নসরুল হামিদের ৩৬ কোটি টাকার সম্পদ অস্বাভাবিক লেনদেন ৩১৮১ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : ৩৬ কোটি ৩৭ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ ও ৯৮ ব্যাংক হিসাবে ৩ হাজার ১৮১ কোটি ৫৮ লাখ ৮৩ হাজার টাকা অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ওরফে নসরুল হামিদ বিপুর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। দুদকের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা জানা যায়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ওরফে নসরুল হামিদ বিপুর বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল পদে থেকে অবৈধ উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ ৩৬ কোটি ৩৬ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫৭ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রেখেছেন। অন্যদিকে নিজ নামে ৯৮টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৩ হাজার ১৮১ কোটি ৫৮ লাখ ৮৩ হাজার ৩১৩ টাকা জমা ও অধিকাংশ টাকাই উত্তোলনের মাধ্যমে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। যা মানি লন্ডারিংয়ের সম্পৃক্ত অপরাধ হিসাবেই দুদকের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন *২-এর পাতায় দেখুন*

শেখ হাসিনাকে ফেরতের বিষয়ে যে দুই সংকটে ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করেও এর বেশি কোনো মন্তব্য করেনি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়ার ফলে নয়াদিল্লি নতুন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যা তাদের জন্য বেশ জটিল হয়ে উঠেছে বলেও মনে করা হচ্ছে। ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান বলেছে, শেখ হাসিনাকে ফেরতের বিষয়টি কেবল আইনি বাধ্যবাধকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি রাজনৈতিক কৌশলেরও ব্যাপার। আবার এ বিষয়টি দুদেশের সম্পর্ক এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে একটি ভুল সিদ্ধান্তে অনেক কিছু হতে পারে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দ্য স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত এখন উভয় সংকটে পড়েছে। কারণ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করা হলে *২-এর পাতায় দেখুন*

কাটা-ছেঁড়া ছাড়ছে না ড্যাপকে

স্টাফ রিপোর্টার : এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব বিন্যাস, নগরজীবন রেখা, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ড প্রণয়ন, ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময়-সবমিলিয়ে রাজধানী ঢাকার সমস্যাগুলো কমিয়ে পরিকল্পিত শহর গড়ার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট। ড্যাপ অনুমোদনের আগেও ছিল দীর্ঘ অপেক্ষা, বারবার সেখানে পরিবর্তন আনা হয়। পরে রাজউকের এখতিয়ারভুক্ত এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার জন্য ঢাকা মহানগর এলাকায় ড্যাপের (২০১৬২০৩৫) খসড়া ২০২০ সালে প্রকাশ করা হয়। এরপর খসড়ার ওপর সুপারিশ ও আপত্তি দাখিল করার জন্য সবার কাছে আহ্বান জানানো হয়। পরে আপত্তি ও সুপারিশ বিবেচনা করে মহাপরিকল্পনাটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ড্যাপে জনঘনত্ব ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে ভবনের উচ্চতা বেঁধে দেওয়া হয়। এ জন্য বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে স্থপতি ও আবাসন ব্যবসায়ীরা বেঁকে বসেন। শুরু হয় ড্যাপের নানা সংশোধন। আগে প্রশস্ত রাস্তা না থাকলেও ৮/১০ তলা ভবন করা যেত। কিন্তু গেজেট আকারে প্রকাশ হওয়ার পর ড্যাপে সেই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপ্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে ৪/৫ তলা ভবন নির্মাণের বিধান রাখা হয়। এতে জমির মালিক, হাউজিং প্রতিষ্ঠান, ডেভেলপারদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। বছর ঘুরতেই ড্যাপে ভবনের উচ্চতা নিয়ে ফের ইউটার্ন নেয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। বর্তমানে আবারও ড্যাপ সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে কাটা-ছেঁড়া ছাড়ছে না ড্যাপকে। এর আগেও ২০১৫ সালের মার্চে সংশোধিত ড্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু করে রাজউক। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ড্যাপ চূড়ান্ত করার কথা ছিল। সে সময় কাজ শেষ না হওয়ায় ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। পরে দফায় দফায় সময় আরও বাড়ানো হয়। ড্যাপ কী ঢাকা শহরকে নতুন করে পরিকল্পিত নগরীতে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০১০ সালে। সে জন্য প্রণয়ন করা হয় ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ)। ১৯৫৩ সালের 'টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট'-এর আওতায় ২০১০ সালে ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রথম ড্যাপের মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। পরে মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরবর্তীকালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নতুন ড্যাপ (২০২২-৩৫) তৈরি *২-এর পাতায় দেখুন*

পূর্বাচলে হাসিনা পরিবারের একাধিক প্লট, দুদকের অনুসন্ধান শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ৬টি প্লট বরাদ্দ নেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা। এই অভিযোগে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে দুদকের ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন। প্লট নেওয়া ৬ জন হলেনড়সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজিব ওয়াজেদ (জয়), মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), ছোট বোন শেখ রেহানা, রেহানার ছেলে রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিকী ববি এবং রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকী। ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক বলেন, পূর্বাচলের প্লট অবৈধভাবে নিজেদের নামে করিয়ে নেওয়ায় হাসিনা-রেহানাসহ শেখ পরিবারের ৬ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। এর আগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী *২-এর পাতায় দেখুন*

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে কোনো দেশের সম্পৃক্ততা পেলে দায়ী করা হবে: ফজলুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে নির্মম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদঘাটনে গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান বলেছেন, দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে যে দেশের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদেরকেই দায়ী করা হবে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে বিজিবি সদর দপ্তরের ঢাকা ব্যাটালিয়নের (৫ বিজিবি) সম্মেলন কক্ষে কমিশনের প্রথম বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। ফজলুর রহমান বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তদন্ত শেষ হবে। কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হবো না। এ সময় কমিশনের জন্য সাচিবিক সুবিধা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। স্বাধীন তদন্ত কমিশনের এই চেয়ারম্যান বলেন, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ও শত্রুকে চিহ্নিত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিরাপত্তাসহ নানা সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে। তদন্ত কমিশনের সব কাজ জাতির সামনে খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, দুইজন দেশি ও বিদেশি আইনজ্ঞ আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন। এর আগে, গত ২৪ ডিসেম্বর বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

সচিবালয়ে আগুনের ঘটনায় আসিফ মাহমুদের হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া। সরকারকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে এ ঘটনায় কেউ জড়িত থাকলে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্টে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভূঁইয়া। তিনি লিখেছেন, বিগত সময়ে হওয়া অর্থলোপাট, দুর্নীতি নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কয়েক হাজার কোটি টাকা লুটপাটের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। আগুনে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এখনো জানা যায়নি। আমাদেরকে ব্যর্থ করার এই ষড়যন্ত্রে যে বা যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। আসিফ মাহমুদ আরও লেখেন, এই মুহূর্তে আছি নীলফামারিতে, যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা ব্যাক করছি। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ১টা ৫২ মিনিটে সচিবালয়ে আগুন লাগার খবর পায় *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১২ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

ঢাকায় ঘরের বাতাস বেশি দূষিত হুমকির মুখে জনস্বাস্থ্য

স্টাফ রিপোর্টার : আরমান হোসেন (৪০)। পরিবার নিয়ে থাকেন রাজধানীর মগবাজারে। তার ফ্ল্যাটটি ১ হাজার ২০০ বর্গফুটের। তিনটি কক্ষে চারটি জানালা রয়েছে। রান্নাঘর, ডাইনিং টেবিল থেকে শুরু করে ঘরের সব জায়গায় ধুলাবালিতে ভরা। বাতাসের সঙ্গে ময়লার গন্ধ তো আছেই। গন্ধ ও ধুলাবালির কারণে অতিষ্ঠ তার পরিবার। আরমান হোসেন বলেন, 'শীতে খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। নিয়মিত ঘর ঝাড়ু দিলেও তিন-চার ঘণ্টা পর ফের ধুলাবালিতে ভরে যায়। প্রতিটা দিনই অসহ্য আর বিরক্তির মধ্য দিয়ে কাটছে। জানালা বন্ধ রেখেও কোনো কাজ হয় না। একটু ফাঁকফোকর থাকলে সেখান দিয়ে ধুলা ঢোকে।' দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত কি না এমন প্রশ্নের জবাবে আরমান হোসেন বলেন, 'ধুলাবালির কারণে সর্দি লেগেই থাকে। তাছাড়া হাঁচি-কাশি তো নিত্যদিনের ঘটনা। এদিকে বাবার শ্বাসকষ্ট। বয়সও হয়েছে। বাবা বেশি কষ্টে থাকেন। ঢাকার প্রায় সব মানুষই এভাবে বসবাস করছে। আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'মির-পুরে বন্ধুদের সঙ্গে মেসে থাকেন জোনায়েদ খান। বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। প্রতি সপ্তাহে ইনহেলার নিতে হয়। মেসে থাকায় বাসা সবসময় পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। প্রতিনিয়ত পড়ার টেবিল, বিছানায় ধুলাবালি থাকে। বদ্ধ পরিবেশে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই। মেট্রোরেলের কাজ বন্ধ হলেও ধুলা কমেনি। মাঝেমধ্যে মনে হয় ধুলাময় রাজ্যে বাস করছি।' সম্প্রতি বায়ুদূষণ ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকায় বাইরের বাতাসের চেয়েও বিপজ্জনক ঘরের ভেতরের বাতাস। ঘরের বাতাসে মৃত্যুঝুঁকি বেশি। গবেষণাটি করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে একদল গবেষক। গবেষণায় ঢাকায় ৪৩টি ঘরের ভেতরে দূষণের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। বায়ুর মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘরের গড় দূষণ মাত্রা ছিল ৭৫.৬৯ মাইক্রোগ্রাম/মিটার, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা থেকে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। কিছু ঘরের দূষণ মাত্রা ছিল ২০০ মাইক্রোগ্রাম/মিটারের বেশি, যা বাসিন্দাদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্বের অনেক শহরের তুলনায় ঢাকার ঘরের বায়ু মান অনেক বেশি উদ্বেগজনক। দূষণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ঘরের ভেতরে বায়ুদূষণের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাইরের দূষিত বায়ুর প্রবেশ। ঘরের জানালা বা অন্যান্য ছিদ্র দিয়ে বাইরের দূষিত বায়ু প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তরীণ বায়ুকে প্রভাবিত করে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বে চরম বায়ুদূষণে আক্রান্ত শহরগুলোর মধ্যে ৭-এর পাতায় দেখুন

৬৩৪ কোটি টাকায় এক লাখ ৩০ হাজার টন সার কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাশিয়া, সৌদি আরব, মরক্কো এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) থেকে এক লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন সার কেনার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এরমধ্যে ৬০ হাজার টন ইউরিয়া সার, ৩০ হাজার টন এমওপি সার এবং ডিএপি সার রয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৬৩৪ কোটি ৩২ লাখ ১২ হাজার টাকা।বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্ব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য সৌদি আরবের কৃষি পুষ্টি কোম্পানি (সাবিক) থেকে ১৪তম লটের ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্র্যানুলার (অপশনাল) ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৫ কোটি ৮৮ লাখ ১২ হাজার টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পড়বে ৩৪৯.৬৭ মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জন্য কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো), বাংলাদেশের কাছ থেকে ১০ম লটে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগড গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পড়বে ৩৪৩.২৫ মার্কিন ডলার। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাশিয়ার প্রোডিন্টরগ ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ৬ষ্ঠ লটের ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নয়, শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের সেবাদাসী: জামায়াত আমির

খুলনা প্রতিনিধি : শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নয় বরং তিনি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সেবাদাসী ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তার দাবি, 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ভারতের হাতে ইজারা দিয়েছিলেন।' বৃহস্পতিবার সকালে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার গদাইপুর ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব মন্তব্য করেন জামায়াত আমির। ভারতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনারা শেখ হাসিনাকে বৈধভাবে না অবৈধভাবে আশ্রয় দিয়েছেন সেটি বিশ্ব দেখবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র কেন করেন?' জামায়াতের আমির বলেন, 'শেখ হাসিনা দেশের জনগণকে আগেই ভুলে গিয়েছিলেন। সবশেষ তার দলের নেতাকর্মীদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন।' আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ছিল মুখে মুখে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'উন্নয়নের মহাসড়ক আর রোল মডেল দেশ নয় বরং উন্নয়ন হয়েছিল আওয়ামী লীগের। তারা দেশকে একটি কবরস্থানে পরিণত করেছিল। যেখানে মানুষের হাসি-কান্না দেখা যায় না। শুধু একটি গোষ্ঠী নয়, বরং একটি পরিবারকে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ।' ডা. শফিকুর রহমান বলেন, '২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত যেসব গুম, খুন, হত্যা, গণহত্যা করা হয়েছে, সব খুনের বিচার চায় জনগণ। সেনা হত্যা, আয়নাঘরের হত্যা, জামায়াত নেতাদের হত্যা, সবশেষ ছাত্র-জনতা হত্যাড় সব হত্যার বিচার করতে হবে।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নয়, শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের সেবাদাসী: জামায়াত আমির এর আগে সকাল সাড়ে সাতটায় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার আঠারোমাইল মোড়ে ডুমুরিয়া উপজেলা জামায়াত আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন জামায়াত আমির। পাইকগাছার সমাবেশ ও আঠারোমাইলের পথসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও খুলনা অঞ্চলের পরিচালক মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও খুলনা জেলা আমির মাওলানা এমরান হুসাইন, সাতক্ষীরা জেলা আমির মাওলানা শহিদুল ইসলাম মুকুল। পাইকগাছার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াত আমির মাওলানা শাহীদুর রহমান ও আঠারোমাইলের পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ডুমুরিয়া উপজেলা আমির মাওলানা মোক্তার হোসাইন।

সচিবালয়ে আগুন, ফেসবুকে যা লিখলেন ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে মধ্যরাতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ সকালে তা নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান।

ইশরাক হোসেন লিখেছেন, জ্বলছে সচিবালয়। হাসিনা পরিবার ও তার দোসরদের দুর্নীতির নথিপত্র ধ্বংস করার জন্যে কি এই পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড? তিনি লিখেছেন, দৈনিক সমকাল থেকে পাওয়া খবরের অংশ দেখাচ্ছে, মেগা দুর্নীতির মন্ত্রণালয়ের অফিস পুড়ে গেছে। যতদিন যাবে সংকট আরও গভীর হবে। তাই আমরা নির্বাচনের কথা বার বার বলছি। রাজনৈতিক সরকার ছাড়া আওয়ামী ও বিদেশি ষড়যন্ত্র মোকাবিলা সম্ভব না। বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক ৭-এর পাতায় দেখুন

বর্তমান ঠিকানা ভোটার এলাকা হিসেবে ব্যবহার না করার ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) বর্তমান ঠিকানাই বর্তমানে ভোটার এলাকা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কোনো কারণে বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন হলে ভোটার এলাকাও পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে অনেকেই নিজের এলাকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আবার ভোগান্তিও বাড়ে। তাই এনআইডি থেকে ভোটার এলাকা আলাদা করে ফেলার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, সম্প্রতি ভোটার এলাকা পরিবর্তন বা স্থানান্তর এবং এনআইডি সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে দেয় ইসি। সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে ওই কমিটি একটি সুপারিশ করেছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কমিটি প্রধান ও ইসির উপ-সচিব এম মাজহারুল ইসলামের সই করা সুপারিশ ইতোমধ্যে সচিবের দপ্তরে রয়েছে। কমিশনের অনুমোদন পেলেই তা বাস্তবায়ন করা হবে। কর্মকর্তারা বলছেন, কোনো নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত ভোটার স্থানান্তর কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ওই সময়ে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় না। এ ছাড়া বর্তমানে প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রবাসেই নিবন্ধন করা হচ্ছে। তাদের বর্তমান ঠিকানা বসবাসরত দেশে হলেও কার্ডের পেছনে বাংলাদেশে যে এলাকার ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত আছেন, সে এলাকার ঠিকানা উল্লেখ থাকে। অথচ তাদের নিবন্ধন ফরম পূরণের সময় প্রবাসের ঠিকানার তথ্যও সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বর্তমান ঠিকানা ও ভোটার এলাকা নিয়ে একটি জটিলতা তৈরি হয়। এ ছাড়া নাগরিকদের বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রয়োজন ও বিদেশ গমণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রে ঠিকানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা সম্ভব হয় না। কারণ ভোটার স্থানান্তরের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের ৭-এর পাতায় দেখুন

লিটারে ২১ টাকাই যাচ্ছে ভোজ্যতেল কোম্পানিগুলোর পকেটে

স্টাফ রিপোর্টার : সয়াবিন তেলের বাজারে নৈরাজ্য চলছেই। দাম বাড়ালেও এখনো স্বাভাবিক হয়নি বোতলজাত সয়াবিনের সরবরাহ। যদিও বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে। তবু নানান অজুহাতে দেশের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভোক্তাকে জিম্মি করে গুটিকয়েক ভোজ্যতেল কোম্পানি নানান সুবিধা নিচ্ছে। তারা একদিকে সরকারের কাছ থেকে শুল্ক-কর ছাড়ের সুবিধা নিয়েছে, অন্যদিকে ভোক্তাপর্যায়ে দাম বাড়িয়ে অত্যধিক মুনাফা করছে। এর আগে দেশের বাজারে সয়াবিন তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে সরকার দুই দফায় আমদানি শুল্ক কমায়। যাতে আগের চেয়ে প্রতি লিটারে ১১ টাকা কম খরচ হচ্ছে তেল আমদানিতে। এরপরও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছিল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো। বাধ্য হয়ে গত ৯ ডিসেম্বর তাদের সঙ্গে সভা করে প্রতি লিটারে আট টাকা দাম ৭-এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজের দাম কমছেই খুশি ভোক্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিদিনই কমছে পেঁয়াজের দাম। খুচরায়ও নাগালের মধ্যে আসছে রসনাবিলাসীদের প্রিয় ভোগ্যপণ্যটি। কয়েক সপ্তাহ আগেও যারা পেঁয়াজ কিনতেন ভেবেচিন্তে তারাও এখন বেশি বেশি কিনছেন। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জোগানও। ক্ষেত্রবিশেষে জোগান বা সরবরাহ বেশিও বলছেন বিক্রেতারা। ভারত থেকে আমদানি করা ভালো মানের পেঁয়াজ খাতুনগঞ্জের আড়তে বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪০-৪৫ টাকা। মিশর ও তুরস্কের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা। দেশি নতুন পেঁয়াজ ২৫-৩০ টাকা। অন্যদিকে খুচরায় কাজীর দেউড়ি কাঁচাবাজারের মুদির দোকানে ভারত থেকে আমদানি করা ভালোমানের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা। পুরোনো দেশি পেঁয়াজ ১২০ টাকা। রিকশাভ্যানে দেশি নতুন পেঁয়াজ ৪০ টাকা বিক্রি হতে দেখা গেছে। পেঁয়াজ পাতা বিক্রি হচ্ছে কেজি ২৫ টাকা। খাতুনগঞ্জে পেঁয়াজের বড় বিপণিকেন্দ্র হামিদউল্লাহ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিস বাংলানিউজকে জানান, প্রতিদিনই পেঁয়াজের দাম কমছে। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) খাতুনগঞ্জের আড়তে আকার ও মানভেদে ভারত থেকে আমদানি করা পেঁয়াজ ৪০ থেকে ৪৫ টাকা বিক্রি হয়েছে। তিন দিন আগেও এ পেঁয়াজ ছিল ৫০-৫২ টাকা। ৭-এর পাতায় দেখুন

এত নিরাপত্তার পরও সচিবালয়ে কীভাবে আগুন, প্রশ্ন ফারুকের

স্টাফ রিপোর্টার : এত নিরাপত্তার পরও সচিবালয়ে কীভাবে আগুন লাগল, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে এমন প্রশ্ন রেখেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। তিনি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে আগেই সতর্ক করেছিলাম। এখনো সতর্ক করছি, সচিবালয় থেকে যেন শেখ হাসিনা সরকারের দোসরদের অপসারণ করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণতন্ত্র ফোরামের উদ্যোগে 'মাদার অব মাফিয়া ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের সীমাহীন দুর্নীতির শ্বেতপত্র' প্রকাশের দাবিতে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আমাদের পাশেই গতকাল সচিবালয়ে আগুন লেগেছে, যেখানে দেশের সব গোপনীয় সব দলিলপত্র থাকে। অফিস বন্ধ, অফিসে নিরাপত্তা কর্মী দায়িত্বে থাকেন। তারপরও কীভাবে আগুন লাগল, তা আমি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে আজকের মধ্যেই জানতে চাই। সচিবালয়ে আগুনের সঙ্গে ৭-এর পাতায় দেখুন

দখলদারিত্বের রাজনীতি করলে দেশের পরিবর্তন হবে না: মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, রাজনৈতিক দল যদি কেবল দখলদারিত্বের রাজনীতি করতে চায়, তাহলে দেশের কোনো পরিবর্তন হবে না। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে নাগরিক ঐক্যের উপদেষ্টা এস এম আকরামের মৃত্যুতে আয়োজিত শোকসভায় তিনি এসব কথা বলেন। মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, জেন জি-র আন্দোলনের মূল কথা ছিল বিষাক্ত ও আপোষমুখী জীবনযাপন থেকে মুক্তি। সাহসের সঙ্গে সরকারের নির্মমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল তারা। তিনি বলেন, বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সাহস দেখাতে পারেনি বলে আন্দোলনের সময় মূল নেতৃত্ব ছাত্র-জনতা গ্রহণ করেছিল। তখন কোনো রাজনৈতিক দলই আন্দোলনের মূল ধারায় ছিল না। এটাই ছিল একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য। আন্দোলনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল ৭-এর পাতায় দেখুন

সিংড়ায় আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপন

সামাউন আলী, সিংড়া(নাটোর) প্রতিনিধিঃ- নাটোরের সিংড়ায় আধুনিক যন্ত্র রাইস ট্রান্স প্লান্টারের মাধ্যমে আগাম জাতের বোরো ধানের চারা রোপন শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ১০ ঘটিকায় চলনবিলের বালুভরা - নিংগইন বিলে চারা রোপন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার খন্দকার ফরিদ উদ্দিন। ॥

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মাহমুদুল হাসান, জেলা কৃষি প্রকৌশলী অফিসার মাহবুবুর রহমান,সিংড়া পৌরসভা ব্লকের উপ- সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম রাজু আহমেদ সহ উপ - সহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ। উপজেলা কৃষি অফিসার খন্দকার ফরিদ উদ্দিন জানান, এটা প্রযুক্তির উৎকর্ষ। যা কৃষকদের মাঝে নতুনত্ব এনে দিয়েছে। কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় বালুভরা, নিংগইন বিলে ১৫০ বিঘা জমিতে এই পদ্ধতিতে ইরি বোরো রোপন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ সার্বক্ষণিক কৃষকদের পাশে থেকে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

রিমান্ড শেষে কারাগারে কামরুল ও সোলাইমান

স্টাফ রিপোর্টার : রিমান্ড শেষে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম ও ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. সোলাইমান সেলিমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় চারদিনের রিমান্ড শেষে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মতিঝিল জোনাল টিমের সাব-ইন্সপেক্টর ফেরদৌস জামান তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে বুধবার ১৮ ডিসেম্বর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমান তাদের চারদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৮ নভেম্বর রাজধানীর উত্তরা-১২ নম্বর সেক্টর থেকে কামরুল ইসলামকে ৭-এর পাতায় দেখুন

শৈত্যপ্রবাহ নিয়ে যা জানালো আবহাওয়া অফিস

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসে মৌসুমের প্রথম শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব অনেকটাই কমেছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা বেড়েছে ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। চলতি মাসের বাকি দিনগুলোতে নতুন করে শৈত্যপ্রবাহের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে আবারও শৈত্যপ্রবাহ শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দেশে কোথাও দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কোথাও রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। মাসের বাকি দিনগুলোর তাপমাত্রাও এরকম থাকতে পারে। জানুয়ারির শুরুর দিকে দেশের উত্তারঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে। এরপর অন্যান্য অঞ্চলে এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে সেটা ডিসেম্বরে ৩১ তারিখ নাগাদ বোঝা যাবে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দেশের ৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের নতুন রেজিস্ট্রার হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান বিচারপতির ইচ্ছা অনুযায়ী সিলেট মহানগর দায়রা জজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী হাইকোর্ট বিভাগের নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। আর বর্তমান রেজিস্ট্রার মুন্সী মো. মশিয়ার রহমানকে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এ বদলি করা হয়েছে। মঙ্গলবার এ বিষয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ। আর ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক শাহরিয়ার কবিরকে গাজীপুর মহানগর দায়রা জজ পদে বদলি করা হয়েছে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী ১৮তম বিসিএস (বিচার) ব্যাচের একজন সদস্য। টাঙ্গাইলে জন্ম নেওয়া এ বিচারক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (সম্মান) এবং এলএল এম ডিগ্রি ৭-এর পাতায় দেখুন

১৪ কোটি টাকা আত্মসাতকারী এনজিও মালিকের শাস্তি ও জামানত ফেরতের দাবিতে মানববন্ধন

নাদিম হোসেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিবিড় মানবিক উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি ভুয়া এনজিও মালিকের বিরুদ্ধে গ্রাহকের প্রায় ১৪ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় মালিকের শাস্তি ও জামানত ফেরতের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী গ্রাহকরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে ভুক্তভোগী গ্রাহক ও এনজিও কর্মীরা এই মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধনে ভুক্তভোগী গ্রাহক ও এনজিও কর্মীরা বলেন, ২০১০ সাল থেকে শুধুমাত্র সমাজসেবার লাইসেন্স নিয়ে ভুয়া এনজিও খুলে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন নিবিড় মানবিক উন্নয়ন সংস্থা নির্বাহী পরিচালক ও মালিক মতিউর রহমান। এমনকি অতিরিক্ত মুনাফা দেয়ার নামে ১০ হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ১৪ কোটি টাকা জামানত সংগ্রহ করেন।

তারা আরও বলেন, গ্রাহকের ১৪ কোটি টাকা নিয়ে গত ২ মাস ধরে আত্মগোপনে ছিলেন। পরে হটাৎ করেই গত মঙ্গলবার অফিসে আসলে মালিক মতিউর রহমানকে আটক করে পুলিশে দেয়া হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, নিবিড় মানবিক উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার তাহমিনা খাতুন রুমা, মাঠকর্মী জেসমিন নাহার, দিলারা খাতুন, সিমা খাতুন, গ্রাহক হালিমা খাতুন, হাসনারা বেগম, পারভীন খাতুন, সোহেল রানা, তাজকরা খাতুনসহ অন্যান্যরা।

ময়মনসিংহে ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ, একই পরিবারের ৪ জন নিহত

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গাছতলা বাজারে বালুবোঝাই ড্রামট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৪ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৭টায় জেলার সদর ও তারাকান্দা সীমানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আব্দুর রশিদ (৫৫), তার স্ত্রী বকুল আক্তার (৪৫), শ্যালক বিদ্যা মিয়া (৪২), পুত্রবধূ লাবনী আক্তার (১৮)। তাদের বাড়ি নেত্রকোনা সদরের বাহাদুরপুর এলাকায়। শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সঞ্জয় চক্রবর্তী ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার নাজমুস সাখাওয়াত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকাল ৭টায় ঘনকুয়াশার মধ্যে ময়মনসিংহ থেকে ৭-এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি তেলের দাম কামানোর সুযোগ রয়েছেঃ বিপিসি চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়ার পর ডিজেলে লিটার প্রতি ১.৬৬ টাকা মুনাফা করছে। দাম কিছুটা কমানোর সুযোগ রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান আমিন উল আহসান। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) কারওয়ান বাজার বিপিসি-সর লিয়াজোঁ অফিসে এক সেমিনারে এক প্রশ্নের তিনি মন্তব্য করেছেন। চেয়ারম্যান বলেন, আমার নির্দেশ হচ্ছে কোন কিছু গোপন করার চেষ্টা করা যাবে না। সবকিছু থাকতে হবে স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত। বিপিসির কিছু গ্রে এরিয়া রয়েছে এ কথা স্বীকার করি। এটা হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষতা। আমরা দক্ষতা বাড়ানোর কাজ করে যাচ্ছি, উদ্যোগ ছোট ছোট হতে পারে, কিন্তু যোগফল অনেক বেশি। আমরা প্রতিযোগিতামুলক ক্রয়াদেশ প্রদান এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রিমিয়াম খরচ অনেকটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। জুলাই-ডিসেম্বরে প্রিমিয়াম খরচ ৮.৮৩ ডলারের নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আগে জি টু জি ভিত্তিতে আনা জ্বালানি তেলে ১২.০৩ ডলার এবং দরপত্রের মাধ্যমে আনা তেলে ৯.৩২ ডলার পরিশোধ করা হতো। প্রিমিয়াম খরচ কমে যাওয়ায় বিদায়ী জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ৭৬৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বিপিসির। এভাবে আমরা তেলের দাম কমিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

তিনি বলেন, আমি বিসিআইসিতে কাজ করেছিলাম সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। আমি যোগদান করার পর দেখলাম, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আনা তেলের তুলনায় জি টু জি ভিত্তিতে আনা তেলে প্রিমিয়াম খরচ বেশি। আমরা তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন চালু হলে প্রিমিয়াম খরচ আরও কমে আসবে। পাইপলাইনটি চালু হলে সাগরে আসা বড় জাহাজ থেকে ডিজেল সরাসরি নারায়নগঞ্জ ডিপোতে চলে আসবে। প্রকল্পটি জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এক প্রশ্নের জবাবে বিপিসি চেয়ারম্যান বলেন, ডলারের দাম বেড়ে যাওয়াতে আমাদের খরচ কিছুটা বেড়েছে। ২০২২ সালের ডলারের দর ছিল ৮৬ টাকার মতো, এখন ১২০ টাকার উপরে দিতে হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে দামের উপর। দেশের বাজারে দাম কমানোর আর ৭-এর পাতায় দেখুন

অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক বলরাম পোদ্দার গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের উপ-কমিটির সহ-সম্পাদক, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক অ্যাডভোকেট বলরাম পোদ্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর কাকরাইলের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে রমনা থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ করিম। তিনি বলেন, বলরাম পোদ্দারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে রমনা থানায় দায়ের হওয়া একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হবে। ইতোমধ্যে তাকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বলরাম পোদ্দারের বিরুদ্ধে মামলার বিষয় তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে বরিশালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

সচিবালয়ে আগুনের ঘটনায় আসিফ

ফায়ার সার্ভিস। সচিবালয়ে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে রাত ১টা ৫৪ মিনিট থেকে। আগুনের তীব্রতা বেড়ে গেলে একে একে ১৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। শুরুতে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮টি ইউনিট কাজ করলেও পরে আরও ১১টি ইউনিট যুক্ত হয়। সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম তলায় ছড়িয়ে পড়ে আগুন। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ বা ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে ৭ নম্বর ভবনে থাকা নথিপত্র পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল এ তথ্য দেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ীড় সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ রয়েছে।

পূর্বাচলে হাসিনা পরিবারের একাধিক

শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত হত্যার অভিযোগে আড়াই শতাধিক মামলা হয়েছে। অভিযোগ জমা পড়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিষয়ে একটি প্রাথমিক তদন্ত করে। ২০১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম রিজভী আহমেদ মামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নাম প্রথম নজরে আসে। এফবিআইয়ের তদন্তে সজীব ওয়াজেদ জয়ের গুরুতর আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে, তার নামে থাকা হংকং এবং কেম্যান আইল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব থেকে স্থানীয় একটি মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে টাকা পাচারের তথ্য উঠে আসে। এফবিআই তাদের লন্ডনের প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং প্রমাণ পেয়েছে যে সেখানে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এবং মানি-লন্ডারিংয়ের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের (ডিওজে) সিনিয়র ট্রায়াল এটর্নি লিন্ডা সেমুয়েলস স্পেশাল এজেন্ট লা প্রিভোটের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে। এদিকে ৬ হাজার কোটি টাকা অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারের চাকরির অপরাধে নওগাঁর আত্রাই উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল হোসেনের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। দুদক জানায়, রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের ১৩/এ ধারার ক্ষমতাবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছোট বোন শেখ রেহানা, রেহানার ছেলে রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিকী ববি এবং রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকীর নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ৬টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশ হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কমিশন থেকে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১৫ ডিসেম্বর হাসিনা পরিবারের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। গত ৩ সেপ্টেম্বর এ অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। এর আগে ২২ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। তারও আগে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের টিম গঠন করেছিল প্রতিষ্ঠানটি। ওই দুইটি অভিযোগই একই অনুসন্ধান টিম অনুসন্ধান করেছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরতের বিষয়ে

সমালোচকরা বলবে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লি সম্পর্ক গড়েছে। এছাড়া শেখ হাসিনার প্রতি যারা অনুগত তাদের পর করে দিয়েছে এমন সমালোচনাও তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত শেখ হাসিনাকে ভারত ফেরত না পাঠালে ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। এর ফলে বাণিজ্য, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে দেশটিতেই অবস্থান করছেন তিনি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে শতাধিক হত্যা মামলা হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। দ্য স্টেটসম্যান বলছে, শেখ হাসিনাকে ফেরতের বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলতে পারে। বিরোধী দলগুলো সরকারের রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং স্পর্শকাতর বৈদেশিক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। এছাড়া শেখ হাসিনার ফেরতের বিষয়টি আঞ্চলিক পরাশক্তি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক ভূচিত্রের বিষয়ে ভারত বড় পরীক্ষার মুখে পড়বে। দ্য স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটি ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে ভারত এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়লে কী করবে তার সেটিও এই সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভারত এখন শেখ হাসিনার মতো পুরোনো বন্ধুকে ফেরত দেবে কি না সেটি মোটা দাগে দেখার বিষয়। তবে এই মুহূর্তে ভারত শেখ হাসিনার ফেরতের বিষয়ে মুখ খুলছে না। নয়াদিল্লি নীরব কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারে। কোনো উত্তেজনা তৈরি না করে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান করাই দিল্লির লক্ষ্য। এমনটাই বলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

কাটা-ছেঁড়া ছাড়ছে না ড্যাপকে

করে। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে এ মহাপরিকল্পনা করা হয়। ড্যাপে ছয়টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ঢাকাকে। সেগুলো হচ্ছে: 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল'- ঢাকা শহর, উত্তর অঞ্চল, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন; 'পূর্ব অঞ্চল'- কালীগঞ্জ ও রূপগঞ্জ উপজেলা; 'দক্ষিণ অঞ্চল'- নারায়ণগঞ্জ; 'দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল'- কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং 'পশ্চিম অঞ্চল'- সাভার উপজেলা। এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব বিন্যাস, নগরজীবন রেখা, ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ড প্রণয়ন, ব্লকভিত্তিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময় সবকিছু মিলিয়ে রাজধানী ঢাকার সমস্যাগুলো কমিয়ে পরিকল্পিত শহর গড়ার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। শহরের বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নাগরিক সুবিধাদি ও পরিষেবার বিপরীতে জনসংখ্যা নির্ধারণ করে শহরের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে ক্ষেত্রে কোনো এলাকার উন্নয়নে কতটুকু অনুমোদন দেওয়া হবে, তা নির্ভর করবে ওই এলাকার সুবিধাদিপ্রাপ্তির ওপর। বিতর্কের শুরু যেভাবে নতুন ড্যাপ অনুযায়ী, ঢাকায় ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করা হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক সুবিধা ও সড়কের প্রশস্ততা অনুযায়ী। যে সব এলাকায় প্রশস্ত রাস্তা ও নাগরিক সুবিধা যেমন- পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা বেশি থাকবে সে সব এলাকায় বেশি উচ্চতার ভবন নির্মাণ করা যাবে। সে ক্ষেত্রে ভবনের উচ্চতা নিয়ে বাধা থাকবে না। অন্যদিকে, যে সব এলাকায় বা প্লটের সামনে প্রশস্ত রাস্তা নেই সে সব এলাকায় ভবন নির্মাণে বিভিন্ন ধরনের শর্ত দেওয়া হয় নতুন ড্যাপে। প্লটের সামনে প্রশস্ত রাস্তা কম হলে সে সব ভবন নির্মাণে মানতে হবে ড্যাপের নতুন নিয়ম। এর মানে পাঁচ কাঠার একটি জমির সামনে যদি প্রশস্ত রাস্তা না থাকে তাহলে সেখানে চার তলা ভবন নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যাবে। আগে একই পরিমাণ জমিতে আট তলা ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হতো। নতুন ড্যাপে ১২ থেকে ১৬ ফুট পর্যন্ত রাস্তার পাশে ফ্লোর এরিয়া রেশিও (ফার) ধরা হয়েছে ১.৭৫ অর্থাৎ এমন প্রশস্ত রাস্তার পাশে পাঁচ কাঠার প্লটে পার্কিংসহ পাঁচ তলা ভবন নির্মাণ করা যাবে। এমন হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নতুন ড্যাপে ৬-৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তার পাশে ফ্ল্যাটের ফার ধরা হয়েছে ১.২৫। ৮-১২ ফুট প্রশস্তের রাস্তার ফার ১.৫, ১৬-২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তার ফার ২, ২০ ফুট রাস্তার ফার ২.৫, ৩০ ফুট রাস্তার ফার ৩, ৪০-৬০ ফুট রাস্তার ফার ৩.৫ থেকে ৩.৭৫ ধরা হয়েছে। ফলে পাঁচ কাঠার একটি জমিতে আগে যেখানে আট ও দশ তলার নকশা পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যাবে পাঁচ তলার। ভবনের ব্যবহারযোগ্য স্পেসের পরিমাণও সেই অনুপাতে হবে। আগে যেখানে প্রশস্ত রাস্তা না থাকলেও ৮/১০ তলা ভবন করা যেত, এখন সেখানে অনুমোদন পাওয়া যাবে ৪/৫ তলার। এ কারণে স্বল্প প্রস্থের রাস্তার পাশের জমির মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দাম বেড়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটের। সেই সঙ্গে আবাসন বা ডেভেলপার কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এরপর থেকেই বেঁকে বসেন আবাসন ব্যবসায়ীরা। শুরু হয় ড্যাপ সংশোধনের চাপ। বছর ঘুরতেই ইন্টার্ন ড্যাপের স্বল্প প্রস্থের রাস্তার পাশের জমির মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেই সঙ্গে আবাসন বা ডেভেলপার কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ফ্ল্যাটের দাম বাড়বে, বাড়বে ভাড়াও। অন্যদিকে রাজউক বলেছিল, ঢাকার বাসযোগ্যতা ফেরাতে এটির কোনো বিকল্প নেই। প্রশস্ত রাস্তা না থাকলে এলাকাভেদে ভবনের উচ্চতা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। পরে অবশ্য সেই জায়গা থেকে সরে আসে রাজউক। প্রভাবশালী হাউজিং ও ডেভেলপারদের চাপে রাস্তার প্রশস্ততাসাপেক্ষে ভবনের উচ্চতা নির্ধারণের জায়গা থেকে সরে আসে তারা। আগামী তিন বছরের জন্য আবাসন প্রকল্পে ভবনের উচ্চতায় ছাড় দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বছর ঘুরতেই ড্যাপের ইন্টার্নে ফের উচ্চতা নিয়ে আর কোনো বাধা থাকল না। পরে সংশোধিত ড্যাপের প্রস্তাবে বলা হয়, আগামী তিন বছরের জন্য সরকারি ও রাজউক অনুমোদিত বেসরকারি আবাসন প্রকল্পগুলোতে ভবনের নির্মাণে আগ্রহী আবেদনকারীকে প্রণোদনা হিসেবে অতিরিক্ত দশমিক ৫ এফএআর (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অপরিকল্পিত এলাকার মধ্যে খিলক্ষেত, উত্তরখান, দক্ষিণখান, বাড্ডা, ডেমরা, রায়েরবাজার, কেরানীগঞ্জ ও সাভার এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় দশমিক ৫ এফএআর বাড়ানোর সুযোগ প্রস্তাব করা হয়। অন্যদিকে, ব্লকভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১-৬ বিঘা পর্যন্ত আয়তনের ব্লক ২০ শতাংশ আর ১৫ বিঘার আয়তনের ব্লকে ৩০ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন জমির মালিকরা। ফলে সংশোধিত ড্যাপে ভবনের উচ্চতা বাড়বে। আবারও সংশোধন সম্প্রতি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খসড়া ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০২৪ এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০২২-২০৩৫) সংশোধনের বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে। সেখানে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০২৪ এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০২২-২০৩৫) কোন মূলনীতির ভিত্তিতে সংশোধন করা হবে, তা সংশোধনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনীর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করেছে সরকার। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে সই করেছেন অতিরিক্ত সচিব জাহেদা পারভীন। সাত সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ভূমি উপদেষ্টাকে। এ ছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। এ ছাড়া সহায়তাদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে কমিটিতে থাকছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব; ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব; বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব; আইন ও বিচার বিভাগের সচিব; স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এবং সেতু বিভাগের সচিব। কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন বলে জানানো হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনী আনার সুপারিশ করা। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপট করতে পারবে। কমিটির সভা প্রয়োজন অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। ড্যাপ সংশোধন চান ভূমির মালিক ও ব্যবসায়ীরা ঢাকা শহরের সব এলাকায় ২০০৮ সালের বিধিমালা মোতাবেক ভবন নির্মাণের অনুমতিসহ বিধি অনুসারে রাস্তা অনুযায়ী যেখানে যত তলা পাওয়া যেত, তত তলার অনুমোদন দেওয়া হতো। ঢাকা শহরের সব রাস্তাকে কমপক্ষে ২০ ফিটে উন্নীত করা; জলাশয়, খাল-বিল, নদী-নালা ভরাট বন্ধ করা; ধানি জমিতে ভবন নির্মাণের অনুমতি বন্ধ করা; নির্মাণ অনুমোদন সহজ এবং রাজউকের হয়রানি বন্ধ করাসহ বেশকিছু দাবি জানিয়েছে ঢাকা শহরের ভূমির মালিকরা। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলন করে তারা এসব দাবি জানান। তারা বলেন, ড্যাপ সংশোধন না করলে আগের নির্মাণ করা ১০ তলা বা তার ওপরে করা ভবন ভেঙে সব পাঁচ তলা করতে হবে। কারণ, একই পরিমাণ জমিতে আগে ১০ তলা হলে এখন পাঁচ তলার বেশি হবেড় এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে ঢাকা শহরের ভূমির মালিকদের সমন্বয়ক ড. দেওয়ান এম এ সাজ্জাদ বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে স্বৈরাচারী দলের দোসর ও রাজউকের কতিপয় দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের ছত্রছায়ায় ঢাকা শহরের বহুবিধ সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে একমাত্র ভবন নির্মাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ড্যাপ ২০২২-৩৫ প্রণয়ন করা হয়। যা ঢাকা শহরের নাগরিকদের মধ্যে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, ড্যাপে ঢাকা শহরের মাত্র ২০ শতাংশ পরিকল্পিত এরিয়ায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা রেখে অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ এরিয়াকে অপরিকল্পিত এরিয়ার ট্যাগ দিয়ে ভবনের উচ্চতা ও আয়তন হ্রাস করে দেওয়া হয়, যাতে ঢাকা শহরের প্রকৃত ভূমির মালিকরা কোনোভাবেই ভবন নির্মাণ করতে না পারেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা নগরবাসী নতুন করে কোনো ভবন নির্মাণ করতে গেলে দেখতে পাই যে, একই পরিমাণ জমিতে আগে যেখানে ১০ তলা ভবন হতো এবং যে আয়তন পাওয়া যেত এখন সেখানে পাঁচ তলা ভবন ও অর্ধেক আয়তন পাওয়া যাচ্ছে। এতে আমরা ব্যাপক ক্ষতি ও চরম বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছি। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, আবাসন খাতের কয়েকটা সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বৈষম্যমূলক ড্যাপ। ২০২২ সালে নতুন বৈষম্যমূলক ড্যাপের কার্যক্রম শুরু হয়। দুই বছর আগেই আমরা বলেছিলাম, নতুন ড্যাপের কারণে মৌলিক চাহিদার অন্যতম আবাসনের স্বপ্ন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাবে। ফার (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) হ্রাসের কারণে মূল ঢাকার বেশির ভাগ ভবনের উচ্চতা কমে যাবে। ফলে ভবিষ্যতে আবাসনের সংকট আরও প্রকট হবে। ফ্ল্যাটের দামও বাড়বে। তিনি বলেন, বর্তমানে নির্মাণসামগ্রীর দাম কমলেও ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, আবাসনপ্রতিষ্ঠান ও জমির মালিকরা বাড়ি নির্মাণ করছেন না। সে কারণে অ্যাপার্টমেন্টের চাহিদা বাড়লেও জোগান কম, দামও বাড়তি। বারবার ড্যাপ সংশোধন ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। এ কারণে বাসযোগ্যতার সংকট বাড়বে বলে মনে করছেন পরিকল্পনাবিদরা। এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) পরিচালক অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, আবাসন ব্যবসায়ী ও কিছুসংখ্যক পেশাজীবী ড্যাপ বাতিল বা স্থগিত, সংশোধন চায়। তাদের লক্ষ্য শুধু ভবন নির্মাণে বেশি ফ্লোর এরিয়া রেশিওর (এফএআর) মান বাড়ানো। ফলে ড্যাপে প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ ঢাকা শহরের বাসযোগ্যতাকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে বলে আমি মনে করি। ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হলে দেশের সব অঞ্চলের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কেবল বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকার আবাসন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফরহাদুর রেজা বলেন, একটি শহরের ধারণক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনার সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের কেবল মুনাফা লাভের চিন্তা, শহরের উন্নয়ন নয়। আইপিডির পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, বড় শহরের জনঘনত্ব সাধারণত একরপ্রতি ১০০-১০০ জন বা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৫-৩০ হাজার হয়। এই জনঘনত্বও শহরের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নগর এলাকায় থাকে, যা শহরের প্রান্তের দিকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চূড়ান্ত ড্যাপে ঢাকার অপরিকল্পিত এলাকা জিনজিরার জনঘনত্ব কাঠাপ্রতি পরিবার সংখ্যা ১.২ বা একরপ্রতি ১৫০ দেওয়া থাকলেও ১৮ নভেম্বর রাজউক প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ১৫০ শতাংশ বেড়ে কাঠাপ্রতি পরিবার সংখ্যা ৩.০ বা একরপ্রতি প্রায় ৩৫০ জন প্রস্তাব করা হয়েছে। এই এলাকার আগে প্রস্তাবিত এফএআর মান ১.৩ থেকে ১৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রস্তাব করা হয়েছে ৩.৩। একইসঙ্গে ওয়েবসাইটে আপলোড করা প্লটভিত্তিক ফার সূচকে এ থ্রি (ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি) ক্যাটাগরির ফার মানসমূহ যেভাবে অপরিপক্কভাবে কেটে দিয়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে, তা দুরভিসন্ধিমূলক। ব্লক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ফার বোনাস সাধারণত ১৫-২০ শতাংশ হয়ে থাকে। অথচ রাজউক এলাকাভিত্তিক ফার মানের তুলনায় ব্লকভিত্তিক ফারমান ৯০-১২০ শতাংশ বাড়িয়ে প্রস্তাব করেছে, যা বৈশ্বিক পরিকল্পনা কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এভাবেই অনেক এলাকার ফার মান অযাচিতভাবে বেড়েছে। ফলে এসব এলাকার বাসযোগ্যতা আরও সংকটে পড়বে বলে মনে করে আইপিডি।

এদিকে, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার (ড্যাপ) সংশোধনী প্রস্তাবনার বিষয়ে জনসাধারণের মতামত নিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। রাজউকের পরিচালক (প্রশাসন) মো. কামরুজ্জামান বলেন, গেজেটকৃত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (২০২২-৩৫) কিছু সংশোধনী ও সংযোজন গেজেট আকারে প্রকাশের পূর্বে জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য সংশোধনী খসড়া রাজউকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে। জনস্বার্থ বিবেচনায় ড্যাপ নিয়ে পদক্ষেপ নেবে রাজউক।

নসরুল হামিদের ৩৬ কোটি টাকার

করার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে মামলায়। গত ২২ আগস্ট তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামে দুদক। ওইদিন তার প্রতিষ্ঠান হামিদ গ্রুপে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। ঢাকা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনী এ অভিযান চালায়। এ সময় 'প্রিয় প্রাঙ্গণ' নামে ভবনের ভেতর থেকে বেশ কয়েকটি ভল্টে থাকা নগদ অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা (প্রায় ১০ লাখ টাকা ও ২০০ তুর্কি মুদ্রা) এবং অস্ত্র-গুলিসহ অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। অন্যদিকে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর আত্মগোপনে আছেন সাবেক বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু।

দুর্নীতি রোধে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

পারে বলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ মতামত ব্যক্ত করেন।
এ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলেন তিনি। এরই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তাহমিদা আহমদ ইটিআই মহাপরিচালককে প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেন।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম

বাংলাদেশের গার্মেন্ট খাতে বিপর্যয় নেমে আসবে। নাম প্রকাশ না করে একজন গার্মেন্টস মালিক বলেন, খরচ বেড়ে যাওয়ায় নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন এবং ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দেওয়া তার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের বেতন দিতে গিয়েই তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। এ খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আর্থিক সংকটে পড়েছে বেশিরভাগ গার্মেন্ট কারখানা এবং কিছু কারখানা ইতোমধ্যে বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। বিশেষ করে অতীতে ভালো অবস্থানে থাকা কারখানাগুলোও এখন সংকটে পড়েছে। এই খাতের উদ্যোক্তাদের কয়েকজন বলছেন, বায়াররা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত, পাকিস্তানসহ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। শিল্প মালিকদের মন্তব্যড় জ্বালানি সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ ও ব্যাংক খাতের অস্থিতিশীলতা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি, বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ বেশ কয়েকটি কারণে তৈরি পোশাক রফতানিতে ঝুঁকি বাড়ছে। গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা জানান, বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বড় পোশাক রফতানির গন্তব্য দেশ যুক্তরাষ্ট্র। পোশাক রফতানি আয়ের ২০ থেকে ২২ শতাংশই আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কিন্তু বর্তমানে এই মার্কেটে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, গত ৬ মাসে পোশাক খাতে ১০০ কারখানা বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক। শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারছে না অন্তত ১৫৮টি কারখানা। এদিকে ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবরড় এই ১০ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম কমিয়েছে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বাংলাদেশের পোশাকের দাম কমানোর পর আমাদের উৎপাদন খরচ আরও বেড়েছে। এটি দেশের পোশাকশিল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেক কারখানা মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন করতে পারেনি। পোশাকের দাম না বাড়ানো হলে অনেক কারখানাই ৯ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এখনও পোশাকের দাম নিয়ে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কম মূল্যের কারণে অনেক ক্রয়াদেশই নেওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো না গেলে ক্রয়াদেশ থাকলেও রফতানি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা কমে গেছে। বেশিরভাগ কারখানার মালিক লোকসান দিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছেন। বড় লোকসান থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ কারখানার মালিক কম দামে পোশাক বিক্রি করছেন। আগে যে পোশাক বিক্রি করে আমরা ১০০ টাকা পেতাম, এখন সেই একই পোশাক বিক্রি করে পাচ্ছি ৯৫ টাকা। অথচ আগে যে পোশাক তৈরি করতে আমাদের খরচ ১০০ টাকা, এখন সেই একই পোশাক তৈরি করতে খরচ করতে হচ্ছে ১৫০ টাকা। 'প্রায় ৫০ শতাংশের মতো উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই খাতের বেশিরভাগ উদ্যোক্তার মুনাফা হচ্ছে না। হয়তো হাতে গোনা কেউ কেউ ১ থেকে ২ শতাংশ প্রোফিট করছেন', উল্লেখ করেন এই উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে পোশাকের দাম বাড়ানো জরুরি ছিল, অথচ ক্রেতারা উল্টো দাম কমিয়েছে। এতে অনেক কারখানা, বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি সাইজের প্রতিষ্ঠানগুলো এখন লোকসানে চলছে। ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদনের তথ্যই বলছেড় ইউরোপে বাংলাদেশের পোশাকের দাম কমেছে প্রায় ৫ শতাংশের মতো। ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুসারে, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর এই ১০ মাসে তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ১ হাজার ৬৫২ কোটি ডলার। আগের বছরের একই সময়ে তারা বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি করছিল ১ হাজার ৬২৮ কোটি ডলারের। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে পোশাক রফতান বেড়েছে মাত্র ২৪ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এদিকে ওটেক্সার তথ্যে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি এসব পোশাকের দাম বর্তমানে ৩ দশমিক ৮ থেকে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। বিশেষ করে ছেলেদের কটন ওভেন ট্রাউজার ৪ দশমিক ৪ শতাংশ, কটন ওভেন শার্ট ৩ দশমিক ৮ শতাংশ এবং কটন নিট টি-শার্টের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ। এক বছর আগে এসব পণ্যের দাম যা ছিল, এখন সেই একই পণ্য তার থেকে প্রায় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ কম দামে আমদানি করছে দেশটি। এই দাম কমানোর ফলে বাংলাদেশি পোশাকের রফতানি আয়ও কমেছে। গত বছর যেখানে ৬ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছিল, সেখানে চলতি বছর একই সময়ের মধ্যে রফতানি হয়েছে ৬ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ কম। চলতি অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দেশের পোশাক রফতানি কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই সময়ে ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানি কম হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে প্রায় ৬১ কোটি ৩২ লাখ ইউরো, ফেব্রুয়ারিতে ২৯ কোটি ১০ লাখ ইউরো এবং মার্চে রফতানি কমেছে ১৫ কোটি ৭০ লাখ ইউরো। তবে এপ্রিল ও মে মাসে রফতানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪০ কোটি ১৭ লাখ ও ২৭ কোটি ৩৭ লাখ ইউরোতে দাঁড়িয়েছে। পোশাক রফতানিতে ছন্দপতন ঘটে চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ে। এর মধ্যে জুনে প্রায় ৭ কোটি ইউরো এবং জুলাইয়ে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লাখ ইউরো রফতানি কম হয়েছে। তবে আগস্টে প্রায় ৬ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো, সেপ্টেম্বরে প্রায় ১০ কোটি ৫৫ লাখ ইউরো এবং অক্টোবরে রফতানি বৃদ্ধি বেড়েছে প্রায় ৪৪ কোটি ২৩ লাখ ইউরোতে দাঁড়িয়েছে।

সচিবালয়ে আগুনের ঘটনা তদন্তে

প্রতিনিধিও থাকবেন। কমিটির সদস্য সচিব হবে হবেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। তবে কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলেও আদেশে বলা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই কমিটি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের 'উৎস ও কারণ' উদ্ঘাটন; অগ্নিদুর্ঘটনার পেছনে কারও ব্যক্তিগত বা পেশাগত দায়দায়িত্ব আছে কিনা, তা উদঘাটন এবং এ জাতীয় দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন। কমিটি আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবে বলে অফিস আদেশে জানানো হয়।

'সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডে সরকারের

স্পর্শকাতর ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির জোর দাবি জানান। নিহতের পরিবারসহ আহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও জোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সেতু মন্ত্রণালয় থেকে বাদ যাচ্ছে

কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ কমছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। সংস্থাটির জন্য বরাদ্দকৃত ১৮ হাজার ৯৩ কোটি টাকার মধ্যে সাত হাজার ১২৭ কোটি টাকা কাটছাঁট করা হচ্ছে। ডিটিসিএ'র কোনো বরাদ্দ না কমলেও বিআরটিসির প্রায় পুরো টাকাই কেটে নেওয়া হচ্ছে। ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের (এমআরটি) চার প্রকল্প থেকে কাটছাঁট হচ্ছে এক হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে এমআরটি লাইন-১ থেকে যাচ্ছে এক হাজার ৪৬৮ কোটি। আর এমআরটি লাইন-৬ থেকে কাটছাঁট হচ্ছে ৩২৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে সচিবালয় থোক বরাদ্দ হিসেবে এক হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা মূল উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখা হলেও সেটি বাদ যাচ্ছে। এমআরটির চার প্রকল্প বরাদ্দ পাচ্ছে চার হাজার ৮১১ কোটি টাকা। এদিকে খরচ কমাতে এবার সরকার আগে থেকেই অর্থছাড় কমিয়ে দিয়েছে। পাঁচ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে ১২.২৯ শতাংশ। গত পাঁচ মাসে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা অর্থছাড় হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এডিপির আকার ধরা হয় দুই লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে এডিপির আওতায় এক হাজার ৩২৬টি প্রকল্প আছে।

নতুন বছরে বিএনপির প্রধান

বৈষম্যহীন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমরা চাই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, দখলবাজমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। আমরা চাই জিয়াউর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।'

তিনি বলেন, 'রাজনীতি যখন করি লক্ষ্য তো থাকবেই। আমি নিজে আগেও দুবার পার্লামেন্ট ইলেকশন করেছি, পার্লামেন্টে যেতে চাই, মানুষের পক্ষে কথা বলতে চাই, দেশের জন্য কাজ করতে চাই।' বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিমুজ্জামান সেলিম বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি নতুন বছরে এদেশের মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নতুন বছরেই তাদের পছন্দের সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে।' বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'রাজনীতি অবারিত থাকবে। জনগণ গণতন্ত্রের বাতাসে উদ্বেলিত হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক যে রূপান্তর সেটা হবে। সংস্কারের পথে দেশ এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্র সংস্কারে যে ৩১ দফা আমাদের তারেক রহমান দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে। একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ে বিএনপি দায়িত্ব পেলে অবশ্যই জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেই কাঙ্ক্ষিত নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।' বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, 'যে গণতান্ত্রিক লড়াই ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রক্ত দিলাম, জীবন দিলাম, আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ কোটি নেতাকর্মী নির্যাতিত হলো তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী যেন ভোটের সেই অধিকার আমরা তাড়াতাড়ি ফেরত পাই। একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য ও সাধারণ মানুষের জীবনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের যে আকাঙ্ক্ষা এবং জুলাই আগস্ট বিপ্লবের পরবর্তী যে ফসল সেটা যেন কোনোক্রমেই এই সরকার অবহেলা না করে মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে এটাই আমার প্রত্যাশা।' বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, 'নতুন বছরে আশা করছি দেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা হবে। বিগত দিনে জনগণ যে ভোটের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল সে অধিকার ফিরে পাবে এবং বিদেশি রেমিট্যান্স বাড়বে। দেশে জিনিসপত্রের দাম কমে আসবে।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেন, 'নতুন বছরে আমাদের প্রত্যাশা তো একটাই। নতুন বছরে আমরা চাই একটা নতুন নির্বাচন। কারণ জনগণের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করেছি এবং জনগণকে সুন্দর একটা বাংলাদেশ দেবো নতুন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।' তিনি বলেন, 'আমরা চাই জবাবদিহিমূলক একটি সরকার। যে সরকারই আসুক না কেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, জনগণ ভোট দেবে। বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সবকিছু দিয়ে বাংলাদেশ যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে।'

লামায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রধান

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ সব তথ্য জানানো হয়। এতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, ঘটনাস্থলে পুলিশ কর্মকর্তারা গেছেন এবং সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা করেছে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বার্তায় আরও বলা হয়, এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার আজই তংঙঝিরি যাবেন।

সঠিক তথ্য উপস্থাপন গুজব ছড়ানো

গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করার কাজ তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করছেন। এই সকল প্রচেষ্টা শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের উদ্যোগ সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তিনি বলেন, ডিক্যাবের সময়োপযোগী প্রতিবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বিস্তৃত করতে এবং বিভিন্ন বিষয়কে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। একইসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ডিক্যাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জসীম উদ্দিন বলেন, আপনাদের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠা শুধু দেশের জনগণকে সঠিক তথ্য জানাতে সহায়তা করছে না, বরং বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থান আরও সুসংহত করছে। তিন সাংবাদিক পেলেন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বিজয়ী তিনজন সাংবাদিককে ডিক্যাব মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন জসীম উদ্দিন। প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী হয়েছেন দৈনিক মানবজমিনের মিজানুর রহমান, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে মাশরেক রাহাত ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে ঢাকা পোস্টের নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম, ডিক্যাব সভাপতি নূরুল ইসলাম হাসিব ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান অপু।

সচিবালয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে

বয়সী নয়ন ছিলেন দুই ভাইবোনের মধ্যে ছোট। তিনি তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনে দায়িত্বরত ছিলেন। জানা যায়, বুধবার গভীর রাতে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত ফায়ার ফাইটার নয়ন পানির লাইন দিতে রাস্তা পার হওয়ার সময় সচিবালয়ের দক্ষিণ দিকে ১ নম্বর ফটকের সামনে ট্রাকচাপায় গুরুতর আহত হন। পরে তাকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিসের ১৯ ইউনিট। অন্যদিকে, উদ্ধারে সহায়তা করেছে সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রথমে আটটি ইউনিট কাজ করলেও পরে ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়। গভীর রাতে 'ভয়াবহ' এ আগুন লাগার পর সচিবালয় এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। রাতেই সেখানে ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয় বলে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম জানান। আগুন লাগার পরপরই জিপিও থেকে শিক্ষা ভবন পর্যন্ত সচিবালয়ের সামনের রাস্তায় সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুড়েছে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র

বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ। সর্বশেষ নিচতলায় রয়েছে কেয়ারটেকার অফিস, গণপূর্ত বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেছেন, সচিবালয়ে আগুনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আট ও নয়তলা। সেখানে থাকা নথিপত্র পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা হচ্ছে।

সচিবালয়ে ফায়ার ফাইটারকে চাপা দেওয়া ট্রাক চালক ও সহকারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ের সামনে ফায়ার সার্ভিস কর্মী সোয়ানুর জামান নয়নকে (২৪) চাপা দেওয়া ট্রাকচালক বেলাল হোসেন সুমন ও তার সহকারী ফরহাদকে আটক করা হয়েছে। গত বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে দ্রুতগতির একটি ট্রাক নয়নকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় গণপূর্ত অধিদফতরের সামনে জনতা তাদের আটক করে। পরে তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, রাতে ট্রাক চালক সুমন (৩৫) ও সহকারী ফরহাদে (২০) আটক করে থানা আনা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস জানান, গত বুধবার দিবাগত রাত ১টা ৫২ মিনিটে সচিবালয়ে ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগার সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে দুই মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে আটটি ইউনিট কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে একে একে আরও ১২টি ইউনিট যোগ করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ইউনিটের প্রায় ছয় ঘণ্টা চেষ্টায় সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সচিবালয়ে আগুন নেভানোর সময় রাত পৌনে ৩টার দিকে ফায়ার ফাইটার নয়ন পানির লাইন দিতে রাস্তা পারাপার হতে গিয়ে ট্রাক চাপায় গুরুতর আহত হন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীকে চাপা দিয়ে পালানোর জন্য চালক ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দেন। পরে ট্রাকটি গণপূর্ত ভবনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সচিবালয়ে আগুন দেখতে আসা শিক্ষার্থীরা ও জনতা ব্যারিকেড দেয়। পরে ট্রাক থামিয়ে চালক ও তার সহকারীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এসময় উত্তেজিত জনতা চালককে মারধর করতে চাইলে সেনাবাহিনী সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফায়ার ফাইটার সোয়ানুর জামান নয়ন ২০২২ সালে ৬১তম ব্যাচে ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপক বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার আটপনিয়া গ্রামের আক্তারুজ্জামানের ছেলে। দুই ভাই-বোনের মধ্যে নয়ন ছিলেন ছোট। ফায়ার ফাইটার সোয়ানুর জামান নয়নের জানাজা বাদ জোহর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর উপস্থিত ছিলেন।

সচিবালয়ের কিছু ভবন বিদ্যুৎহীন দাফতরিক কার্যক্রম ব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : অগ্নিকাণ্ডের পর নিরাপত্তার স্বার্থে সচিবালয়ের কিছু কিছু ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এতে সেই ভবনগুলোতে ওঠার জন্য লিফটগুলো বন্ধ থাকে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেও দাফতরিক কাজকর্ম হয়নি। তবে যেসব ভবনে বিদ্যুৎ আছে, সেগুলোতে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল বেলা ১২টা পর্যন্ত অনেক দফতরেই কার্যক্রম শুরু হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষগুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সাত নম্বর ভবন পরিষ্কার করার কাজ চলছে। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) রমনা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহসীন আব্দুল্লাহ বলেন, আগুন লাগার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা বিদ্যুৎ বিতরণ বন্ধ করেছি। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অনেক পানি ছিটিয়েছেন, এতে করে অনেক কক্ষের আসবাবপত্রসহ সব কিছু ভেজা অবস্থায় রয়েছে। এতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে আবারও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই গণপূর্ত অধিদফতর পিডব্লিউডি ও বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন এখন সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পর বিদ্যুৎ লাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবার সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানান এই কর্মকর্তা। এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে রাত ১টা ৫০ মিনিটে ছয় তলায় প্রথমে আগুন লাগে। ১টা ৫২ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। ১টা ৫৪ মিনিট থেকে ফায়ার সার্ভিস তাদের কাজ শুরু করে। সকাল ৮টা ৫ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে সচিবালয় ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাত থেকেই সেখানে অবস্থান নিয়েছেন সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা। তারা সচিবালয়ের বিভিন্ন ফটকে অবস্থান নিয়েছেন।

শর্টসার্কিটে নয়, সচিবালয়ের আগুন পরিকল্পিত: নৌবাহিনীর কর্মকর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ের লাগা আগুন শর্টসার্কিটে নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে কেউ হয়তো আগুন লাগিয়েছে বলে মনে করছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সিনিয়র চিফ পেটি অফিসার মো. আমিনুল ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ের ভেতরে পরিদর্শন শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। আমিনুল ইসলাম বলেন, ভেতরের পরিস্থিতি দেখে ধারণা করছি, কোনও শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগেনি। এখানে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্থান থেকে আগুনটা লেগেছে বলে আমাদের প্রাথমিক ধারণা। তিনি বলেন, আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। রাতে সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের ফায়ার টিম সচিবালয়ে চলে আসি। সচিবালয়ে মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটা ভবনের নানান জায়গায় কীভাবে আগুন লাগলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি তো দেখিনি কীভাবে আগুন লেগেছে। তবে আমরা ভেতরের পরিস্থিতি দেখে ধারণা করছি, কোনও শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগেনি। যদি শর্টসার্কিট থেকে আগুণ লাগতো তাহলে নানান স্থানে আগুন লাগতো না। কে, কারা বা কীভাবে আগুন লাগলো সেটা সঠিক তথ্য এখনও আমাদের হাতে আসেনি। প্রাথমিকভাবে আমার মনে হয় কেউ পরিকল্পিতভাবে এই কাজটি করেছে। আপনার এ ধারণা কেন হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখানে যে আগুনটা লেগেছে সেটা বিভিন্ন স্থান থেকে লেগেছে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগলে যে কোনও এক পাস থেকে লাগতো। এখানে দেখা গেছে বিভিন্ন স্থান থেকে আগুনটা লেগেছে বলে আমাদের প্রাথমিক ধারণা। শর্টসার্কিটে হয়নি পরিকল্পিতভাবে কেউ হয়তো আগুন লাগিয়েছে। ভেতরে কী রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্ষয়ক্ষতি কী পরিমাণ হয়েছে সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। যে সব স্থানে আগুন লেগেছে সেখানে কোনও নথিপত্র নেই, সব পুড়ে ছাই হয়েছে। যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে মোটামুটি সবই পুড়েছে। আমরা সব এখনও চিহ্নিত করতে পারিনি। আমরা কাজ করছি। আপনাদের কোনও সদস্য এখন ভেতরে আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কিছু সদস্য এখনও ভেতরে রয়েছে তারা কাজ করছে। আমাদের পুরো টিম আছে।

অগ্রণী ও জনতা ব্যাংকের সাবেক

মামলা রয়েছে। এছাড়া রাজধানীর পুরান ঢাকার কোতোয়ালি থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হত্যা মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর

কোন সম্ভাবনা আছে কি-না। এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারদর কমে গেলে অবশ্যই কমে আসবে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় মাথায় রাখতে হয়, আমাদের প্রতিবেশি দেশের তুলনায় এখনই ২০ টাকার মতো দর কম রয়েছে। আরও বেশি কমে গেলে চোরাচালান হওয়ার একটা শঙ্কা থেকে যায়। এ ছাড়া দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্যও একটি কৌশল প্রয়োগ করা হয়। হঠাৎ বেড়ে গেলে যাতে ভোক্তার উপর বড় চাপ না পড়ে। বিপিসির জেনারেল ম্যানেজার (বন্টন ও বিপণন) মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন বলেন, তেলের মূল্য এখন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ট্যাগ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারদর বেড়ে গেলে বাড়বে, কমে গেলে কমবে। একটি প্রাইসিং ফর্মুলার অধীনে বিপিসি এখন ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিনের দাম নির্ধারণ করছে। আগে ৩ মাস পর পর জেট ফুয়েল ও ফার্নেস অয়েলের দাম নির্ধারণ করলেও এখন ওই দুটি পণ্যের দাম বিইআরসি নির্ধারণ করবে। বিপিসি ফার্নেস অয়েল ও জেট ফুয়েলের দাম সমন্বয়ের প্রস্তাব বিইআরসিতে প্রেরণ করবে। সেমিনারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এতে দেখা গেছে ওই অর্থবছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহার ৫ লাখ ৮৪ হাজার মে. টন কমে এসেছে। দু'একটি পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেলেও সবচেয়ে বেশি ডিজেলের প্রায় ৭ লাখ টনের মতো কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজেলের ব্যবহার ছিল ৪৯ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৩ টন। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যবহৃত হয়েছে ৪২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৭৯ টন। ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া এর প্রধান কারণ বলে মনে করছে বিপিসি। ডিজেলের পাশাপাশি অল্প পরিমাণে অকটেনের ব্যবহার কমেছে। আগের অর্থবছরে অকটেনের ব্যবহার ছিল ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৫৫৫৭ টন, যা গত অর্থবছরে হয়েছে ৩ লাখ ৮৭ হাজার ২৫৬ টন। তবে ব্যবহার বেড়েছে উড়োজাহাজের জ্বালানি জেট-এ-১ এর। আগের বছরের তুলনায় ৬৯ হাজার ৪৯৪ টন ব্যবহার বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৭ লাখ ৬১ হাজার ৩২০ টন জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র ৮ শতাংশ এসেছে দেশীয় উৎস থেকে, আর ৯২ শতাংশ জ্বালানি যোগান এসেছে আমদানি থেকে। ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের মধ্যে ৬৩ শতাংশ হচ্ছে ডিজেল। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ১৪ শতাংশ। সেমিনারে বিপিসির পরিচালক (বিপণন) কবীর মাহমুদ, পরিচালক (অপরেশন ও পরিচালন) অনুপম বড়ুয়া, বিপিসির সচিব শাহিনা সুলতানা, সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (হিসাব) এটিএম সেলিম অংশ নেন।

ময়মনসিংহে ট্রাক-সিএনজির

নেত্রকোনাগামী সিএনজিতে বাড়ি যাচ্ছিল আব্দুর রশিদের পরিবার। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবোঝাই ড্রামট্রাকের সঙ্গে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ আরও জানায়, ঘটনাস্থলে নিহত লাবনী ও বিদ্যা মিয়ার লাশ শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে ফাঁড়িতে রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আব্দুর রশীদ ও তার স্ত্রী বকুল আক্তার।

চীনে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে চীনের লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই প্রকল্প। এটি বাস্তবায়ন হলে প্রকৌশলের মতো বাঁধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও তিব্বতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। প্রাকৃতিক কারণে ইয়ারলুং ঝাংবো নদী নতুন প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে মাত্র ৫০ কিলোমিটার গতিপথের মধ্যে ২০০০ মিটারের বেশি গভীরতায় নদীটির পানি পতিত হয়। ফলে এখানকার স্থিতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের বিপুল সম্ভাবনার পাশাপাশি অসংখ্য কারিগরি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এই প্রকল্পের কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হওয়া মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তুসংস্থান এই তিব্বত উপত্যকায় প্রস্তাবিত বাঁধের পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য চীনা কর্মকর্তাদের দাবি, প্রস্তাবিত প্রকল্পে পরিবেশ বা ভাটির পানি প্রবাহে মারাত্মক কোনও প্রভাব পড়বে না। আঞ্চলিক বাস্তুসংস্থানের নকশা পালটে দেওয়া ও ভাটির দিকে নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও, বাংলাদেশ ও ভারতের দিক থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি। তিব্বতের সীমানার বাইরে এই ইয়ারলুং ঝাংবো নদীটি ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। এটি ভারতের অরুণাচল ও আসাম প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তারপর বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের বাণিজ্যে

প্রথম পাঁচ মাসে ৪৭.৫৫ শতাংশ বেড়ে ৪.৪৭৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ে ৩.০৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

বাণিজ্য বিশ্লেষকরা এর পেছনে চীন ও ভারত থেকে অনেক বেশি পরিমাণে আমদানিকে দায়ী করেছেন। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে চীন থেকে আমদানি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, অন্যদিকে একই দেশে রপ্তানিও কমেছে পাকিস্তানের। দ্য ডন বলছে, গত বছরের তুলনায় আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। মূলত এই তিন দেশে পাকিস্তানের রপ্তানির এই প্রবৃদ্ধি চীনে দেশটির রপ্তানি হ্রাসের প্রভাবকে অনেকাংশেই কমিয়ে দিয়েছে বা ভারসাম্যপূর্ণ করেছে। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় পণ্য রপ্তানি চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর মাসে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখেছে। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সংকলিত তথ্য অনুসারে, এখনও অন্যান্য দেশে বিশেষ করে চীনে পাকিস্তানি পণ্য রপ্তানি হ্রাস অব্যাহত রয়েছে।

আফগানিস্তান, চীন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত, ইরান, নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপ ড় এই ৯টি দেশে চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের রপ্তানির মোট পরিমাণ ৫ দশমিক ৯৯ শতাংশ বেড়ে ১.৯৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরে ছিল ১.৮৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীন-ভারতে কমলেও বাংলাদেশে রপ্তানি বেড়েছে পাকিস্তানের এর বিপরীতে এসব দেশ থেকে পাকিস্তানে পণ্য আমদানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৬ দশমিক ৪৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রপ্তানি বেড়েছে ২৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। মূলত জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে বাংলাদেশে রপ্তানির পরিমাণ ৩১৩.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৪১.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি বেড়েছে ১৮ শতাংশ। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমাণ ৩০.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৬.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঢাকায় হাসিনা সরকারের পতনের পর বাণিজ্যের এই বৃদ্ধি ঘটেছে বলেও জানিয়েছে দ্য ডন। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে ৯১ হাজার ৭১১ টিইইউস পাকিস্তানের এই সংবাদমাধ্যমটি বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে চীন থেকে পাকিস্তানে পণ্য আমদানি প্রায় সাড়ে ৩২ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী এই দেশটিতে পাকিস্তানের রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৪ শতাংশ। এছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ভারত থেকে পাকিস্তানের পণ্য আমদানি ৬ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে পাকিস্তান থেকে দেশটিতে রপ্তানি গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। এদিকে আরেক প্রতিবেশী আফগানিস্তানে পাকিস্তানের রপ্তানি ৭৩.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৬.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যেখানে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আমদানি করা হয়েছে ৮৫ লাখেরও বেশি মার্কিন ডলারের পণ্য। অন্যদিকে ইরানের সাথে পাকিস্তানের বেশিরভাগ বাণিজ্য পরিচালিত হয় অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে। আর তাই দেশটির সঙ্গে ইসলামাবাদের বাণিজ্যের কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের সীমান্ত দিয়ে ইরানি পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং এলপিজির ক্রমবর্ধমান চোরাচালানের মাধ্যমে এই বাণিজ্য হয়ে থাকে। এছাড়া পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি গত বছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে ২৫.৩ শতাংশ বেড়েছে। নিজেদের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার পর শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের রপ্তানিতে এই উল্লম্ফন হয়েছে। আর মালদ্বীপে একই সময়ে পাকিস্তানের রপ্তানি প্রায় ৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে পাকিস্তান ও ভুটানের মধ্যে কোনো বাণিজ্য পরিলক্ষিত হয়নি বলে জানিয়েছে দ্য ডন।

হাইকোর্টের নতুন রেজিস্ট্রার হাবিবুর

অর্জন করেন। পরে তিনি জাপানিজ ডেভেলপমেন্ট স্কলার (জে ডি এস) হিসেবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি আইনে জাপানের ইয়োকোহামা ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলএম (রিসার্চ) ডিগ্রি অর্জন করেন। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী সহকারী জজ হিসেবে শেরপুর, সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর; মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকা মহানগর; যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ঝালকাঠি; অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে শেরপুর; অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ হিসেবে খুলনা মহানগর; চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নাটোর; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫ এর বিচারক হিসেবে চট্টগ্রাম; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক হিসেবে ঢাকা; প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি আইনের ওপর জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এবং বিচার প্রশাসনের ওপর ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি ও কেরালার স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ নেন।

শৈত্যপ্রবাহ নিয়ে যা জানালো

পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাসের বাকি দিনগুলোতে দু'এক জায়গা ছাড়া আর কোথাও শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই। দেশের অন্যত্র হালকা শীতল আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। একইভাবে রাজধানীতেও হালকা শীত থাকতে পারে। তবে শীত কম হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে মধ্যরাত থেকে কুয়াশা পড়তে পারে। বিশেষ করে নদীতীরবর্তী এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে ভোররাত পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

রিমান্ড শেষে কারাগারে কামরুল ও

গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। গত ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে সোলাইমান সেলিমকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-২। যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকা হয়। মহাসমাবেশকে পণ্ড করার জন্য একই দিনে আওয়ামী লীগ পাল্টা সমাবেশ ডাকে। বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা ও গুম করার উদ্দেশ্যে পুলিশের সহায়তায় মহাসমাবেশে হামলা চালানো হয়। হামলায় যুবদল নেতা শামীম নিহত হন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পল্টন থানায় একটি মামলা করা হয়।

দখলদারিত্বের রাজনীতি করলে

শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যহীন একটি নতুন দেশ গড়ার। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন, আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি আশা করি পারবেন। সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। একতাই দেশ গড়ার মূলমন্ত্র। একপাক্ষিক উদ্যোগে কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দেশের মানুষ এখন পরিবর্তিত নেতৃত্ব, পরিবর্তিত দল ও নতুন ধরনের রাজনীতি চায়। শোকসভায় আরও বক্তব্য রাখেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রেলপথ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। তিনি এস এম আকরামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। এছাড়াও নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর কাদিরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন।

এত নিরাপত্তার পরও সচিবালয়ে

যারা সম্পৃক্ত তাদের কেন আইনের আওতায় আনা হলো না? তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে আরও জানতে চাই, ওবায়দুল কাদের কী করে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ইন্ডিয়া গেল? এখনো যে শেখ হাসিনা ভারতে বসে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে সতর্ক করে বিরোধীদলের সাবেক এ চিফ হুইপ বলেন, শেখ হাসিনার দোসরারা আবারো ষড়যন্ত্র করে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করছে। এটি আমরা কোনোভাবেই হতে দেব না। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস রাখার জন্য স্পষ্ট করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করুন। নির্বাচিত সরকার এদেশের পরবর্তী বৃহত্তর সংস্কার সম্পন্ন করবে। তিনি আরও বলেন, শুধু দুদকের মামলা দিলে হবে না, শেখ হাসিনা পরিবারের সবার দুর্নীতির শ্বেতপত্র জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। সামনে রোজা, নিত্যপণ্যের সিন্ডিকেট আপনাদের ভাঙতে হবে। সেই আওয়ামী লীগের দোসরা রমজানে গরিব মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবার সিন্ডিকেট করতে পারে। আবার পরিকল্পনা করছে। সেই পরিকল্পনা নষ্ট করতে হবে। তাই যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করুন। ডিপি ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আব্দুস সালাম আজাদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মো. রহমাতুল্লাহ, মাও নেসারুল হোক, কৃষকদলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক কাদের সিদ্দিকী, চালক দলের সভাপতি জসিম উদ্দিন কবির, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

পেঁয়াজের দাম কমছেই

তিনি বলেন, ভারতের পেঁয়াজের সরবরাহ বাজারে বেশি। আশাকরি, মুড়িকাটাসহ দেশি নতুন পেঁয়াজ পর্যাপ্ত ঢুকবে ১০ দিনের মধ্যে। মেসার্স আবদুল মাবুদ খান সওদাগর নামের আড়তের নজরুল ইসলাম জানান, ভারতের পেঁয়াজ ৪০-৪২ টাকা, মিশরি পেঁয়াজ ৩০ টাকা, মেহেরপুরের দেশি নতুন পেঁয়াজ ২৫-৩০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। একজন আড়তদার জানান, পাবনা, ঢাকা, সিলেটসহ দেশের বড় একটি অংশে দেশি পেঁয়াজের চাহিদা থাকে বেশি। এ কারণে চট্টগ্রামের বাজারে ভারতের পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে। চট্টগ্রামের মানুষ সুন্দর মাঝারি আকারের পেঁয়াজ পছন্দ করে বেশি। চেরাগি মোড়ে রিকশাভ্যান থেকে ২ কেজি পেঁয়াজ কেনেন গৃহিণী উম্মে হাবিবা। তিনি বলেন, পেঁয়াজের মূল্য এত বেশি হয়েছিল যে একটি পেঁয়াজ দুই ভাগ করে সকাল সন্ধ্যা দুবেলা তরকারি রান্না করেছি। প্রতিবেশীদের কাছে একটি পেঁয়াজ ধার চাইলে নেই বলতো। এখন ৬০ টাকা করে দুই কেজি ভালো মানের পেঁয়াজ কিনলাম। আশাকরি দাম আরও কমবে। কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) চট্টগ্রাম সভাপতি এসএম নাজের হোসাইন বাংলানিউজকে বলেন, পেঁয়াজের দাম কমছে এটা ভালো খবর। সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির সুযোগ হওয়ায় সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। তবে দেশে পেঁয়াজসহ সব অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপণ্যের চাহিদা, জোগান, উৎপাদন, আমদানির সঠিক পরিসংখ্যান দরকার। যাতে কৃত্রিম সংকট, সিন্ডিকেট না থাকে। পাশাপাশি আমাদের চাষিরা যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তাদের ঋণ, ভর্তুকি, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করে সরকারকে পাশে থাকতে হবে। যদি চাষিরা দাদনের কারণে নামমাত্র মূল্যে আগাম পেঁয়াজ বিক্রি করে ফেলে তাহলে পরবর্তীতে চাষে আগ্রহ হারাবে।

লিটারে ২১ টাকাই যাচ্ছে ভোজ্যতেল

বাড়ানোর ঘোষণা দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৬৭ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৫ টাকায়। প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেলের দাম ১৪৯ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৭ টাকা। খোলা পাম তেলের দাম ১৪৯ থেকে বাড়িয়ে ১৫৭ টাকা করা হয়েছে। এতে শুল্ক ছাড় ও মূল্যবৃদ্ধি মিলিয়ে প্রতি লিটারে প্রায় ১৯ টাকা দাম বাড়িয়েছে তেল আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যদিকে খুচরা ব্যবসায়ীদেরও আগের চেয়ে বাড়তি দামে তেল কিনতে হচ্ছে। তারা জানিয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধির পর তাদের কাছ থেকে কোম্পানিগুলো অর্ডার (ডিউ) নিয়েছে। এখন যে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে প্রতি লিটারে খুচরা বিক্রেতার মুনাফা দুই টাকা কমানো হয়েছে। আগে প্রতি লিটার তেল বিক্রিতে খুচরা বিক্রেতার মুনাফা চার টাকা থাকলেও এখন সেটা দুই টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ হিসাব বলছে, প্রতি লিটারে শুল্ক-কর ছাড়ের ১১ টাকা, মূল্যবৃদ্ধির আট টাকা ও খুচরা বিক্রেতার মুনাফার দুই টাকা মিলিয়ে মোট ২১ টাকা যাচ্ছে কোম্পানির পকেটে। এ ব্যাপারে রামপুরার আল্লাহর দান ও তোপখানার শহিদ স্টোরের বিক্রেতারা জানিয়েছেন, আগে প্রতি লিটার তেল বিক্রি করে তাদের চার টাকা লাভ থাকতো। এখন এক লিটারের বোতলে দুই টাকা, দুই লিটারে চার টাকা ও পাঁচ লিটারের বোতলে সাত টাকা লাভ দিচ্ছে কোম্পানিগুলো। বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম কমছে বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম কমছে। পণ্যের তথ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক পোর্টাল ইনডেক্স মুন্ডির তথ্য বলছে, এখন প্রতি টন সয়াবিন তেল এক হাজার ৯৯ ডলারে বিক্রি হচ্ছে, যা গত মাসে এক হাজার ৩০০ ডলার ছিল। এদিকে বিশ্ববাজারের এক হাজার ৩০০ ডলার দামের ওপর ভিত্তি করেই সয়াবিনের দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিল কোম্পানিগুলো। সেজন্য বাজারে তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তারা। তখন সরকার বাধ্য হয়ে প্রতি লিটার তেলের দাম আট টাকা বাড়ানোর অনুমতি দেয়। এরপরও সয়াবিন তেলের বাজার এখনো স্বাভাবিক হয়নি। বরং রমজান সামনে রেখে কোম্পানিগুলো বাজারে সরবরাহ কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি করার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে তারা দাম আরও বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে বলে জানিয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা। তেলের সঙ্গে অন্যান্য পণ্য নেওয়ার শর্ত এখনো বাজারে বেশ কিছু দোকানে সয়াবিন তেল নেই। যেসব দোকানে আছে, সেখানেও দেখা গেছে স্বল্পতা। এক কোম্পানির তেল থাকলেও অন্য কোনো কোম্পানির তেল নেই। আবার কোথাও এক লিটারের বোতল থাকলেও দুই বা পাঁচ লিটারের বোতল নেই। রামপুরা বৌবাজার এলাকায় আল্লাহর দান স্টোরের আবুল হোসেনের দোকানে কিছু সয়াবিন তেল মিলেছে। জানতে চাইলে দোকানি জানান, বেশ কয়েক সপ্তাহ বাদে একটি কোম্পানি তেল দিয়ে গেছে। আরও দুটি কোম্পানির অর্ডার দেওয়া আছে, তাদের কোনো হদিস নেই। তিনি এ-ও জানান, যে কোম্পানি তেল দিয়েছে, তারা তেলের সঙ্গে অন্যান্য পণ্য নেওয়ার শর্তে দিয়েছে। অর্থাৎ তেল নেওয়ার জন্য ডাল ও চাপাতা নিতে হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে। এমন পরিস্থিতিতে খুচরা বিক্রেতারাও সয়াবিন তেলের বোতলের সঙ্গে ক্রেতাদের অন্যান্য পণ্য কেনার শর্ত দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সে বিষয়ে বিক্রেতারা বলছেন, কোম্পানির পরিবেশকেরাই তাদের এসব পণ্য কিনতে বাধ্য করছেন। তাই তারাও ক্রেতাদের তেলের সঙ্গে ওই সব পণ্য কেনার শর্ত আরোপ করছেন। হাজিপাড়া বৌবাজার এলাকায় ক্রেতা ফরিদ উদ্দিন বলেন, 'সয়াবিন তেলের পাঁচ লিটারের একটি বোতল কিনতে গেলে দোকানি অন্যান্য পণ্য নেবেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করেন। আমাকে একটি চায়ের প্যাকেট ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। আমি সেটা নেইনি বলে তেল দেয়নি। পরে পরিচিত অন্য একটি দোকানে গিয়ে তেল কিনেছি।' একই অবস্থা দেখা গেছে তোপখানা রোডেও। সেখানে শহিদ স্টোরের বিক্রেতা বলেন, অন্যান্য পণ্য বেশি করে অর্ডার না দিলে এখনো শুধু তেল দিচ্ছে না কোম্পানিগুলো। কৃত্রিম সংকটের নেপথ্যে কী বাজারে ভোজ্যতেলের সংকটের কথা স্বীকার করে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও টিকে গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা হায়দার বলেন, 'দেশের বাজারে প্রতি মাসে দুই লাখ টন তেলের চাহিদা রয়েছে। সে সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি আছে। সেটা আমরা বাজারে দেখছি, পেপার পত্রিকায় খবর আসছে।' তবে টিকে গ্রুপের তেল সরবরাহের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আমরা (টিকে গ্রুপ) আগের মাসে আট থেকে নয় হাজার টন তেল সরবরাহ করতাম, এখন সেটা কমপক্ষে ১৮ হাজার টন করেছি। অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। অন্য কোম্পানি কী করছে, এ প্রসঙ্গে আমার জানা নেই।' বিশ্ববাজারে দাম কমা প্রসঙ্গে মোস্তফা হায়দার বলেন, 'বিশ্ববাজারে দাম কমছে এটা ঠিক। তবে সরকার যে ফর্মুলার মাধ্যমে আমাদের তেলের দাম সমন্বয় করে, সেটা থেকে এখনো বিশ্ববাজারে দাম বেশি। এছাড়া সয়াবিনের দাম কমলেও পাম তেলের দাম বিশ্ববাজারে বেড়েছে। এরও একটি প্রভাব পড়েছে।' 'বাজারে ৬০ শতাংশ পাম তেল, বাকিটা সয়াবিন। পাম তেলের দাম বাড়ায় সয়াবিনের ওপর চাপ পড়ছে, সেটাও সরবরাহ সংকটের একটি কারণ হতে পারে।' জানান মোস্তফা হায়দার। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আসন্ন রমজান মাসে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ও দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এরই অংশ হিসেবে ভ্যাট ও অগ্রিম কর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দামও এক রকম ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে বাড়ানো হয়েছে। তারপরও কোম্পানিগুলো নানান কৌশলে বাজার অস্থিতিশীল রেখেছে, যেটা মোটেও কাম্য নয়। তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে ট্যারিফ কমিশনকে বলা হয়েছে।' ট্যারিফ কমিশন দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা যাচাইয়ে ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করেছে। তারা যৌক্তিক দাম পর্যালোচনা করছে বলেও জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার আশায় সয়াবিন তেল মজুত করে এখন কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। আবার তারাই বিক্রয় প্রতিনিধিদের দিয়ে গুজব ছড়িয়েছে যে, বাজারে তেল নেই। সয়াবিন তেল সরবরাহ দিচ্ছে না, বাধ্য হয়ে ভোক্তারা বেশি টাকায় তেল কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, 'এত সুবিধা, দাম বাড়ানোর পরেও কোম্পানিগুলো তেল সরবরাহ বন্ধ রেখে ভোক্তাদের সঙ্গে নৈরাজ্য করছে। তাদের সরবরাহ ও মজুত খতিয়ে দেখা দরকার।' গুটিকয়েক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পরে ভোজ্যতেল শিল্পে কিছু পরিবর্তন এসেছে। এ বাজারের একটি বড় অংশীদার এস আলম গ্রুপ তেল সরবরাহ থেকে সরে গেছে। বর্তমানে ভোজ্যতেলের বাজারে ১০ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তবে নিয়ন্ত্রণ টিকে, সিটি, মেঘনা ও বসুন্ধরা গ্রুপের কাছে। এ চার কোম্পানি আমদানি করা ভোজ্যতেলের বাজারের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। দেশে এখন বছরে ৩০ লাখ টন ভোজ্যতেলের চাহিদা। যার দুই-তৃতীয়াংশ এসব প্রতিষ্ঠান আমদানি করছে। বাকিটা দেশে উৎপাদনকারী ও অন্য প্রতিষ্ঠান আনছে। ফলে ভোজ্যতেলের বাজারে চলমান সংকটে এ চার প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করছেন কেউ কেউ।

বর্তমান ঠিকানা ভোটার এলাকা

বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে কেস টু কেস নথিতে উপস্থাপন করে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে স্থানান্তর কার্যক্রমে অনেক সময় প্রয়োজন হয় এবং নাগরিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সেবা সহজীকরণ কমিটি ওই সুপারিশ করেছে। কমিটির সুপারিশে এনআইডি নেওয়ার সময় বা নতুন ভোটার হওয়ার সময় নির্ধারিত ফরমে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানার পাশাপাশি ভোটার এলাকা লিপিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ভোটারের তথ্য সংগ্রহের সময় ভোটারের তিনটি ঠিকানা থাকবে, যথা বর্তমান বা যোগাযোগ, স্থায়ী ও ভোটার ঠিকানা। একজন নাগরিকের তিনটি ঠিকানা একই হতে পারে অথবা একাধিক স্থান হতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্রের পেছনে বর্তমান বা যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ থাকবে। এটা দেশে বা প্রবাসের ঠিকানা হতে পারে। ভোটার ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা ডাটাবেজে থাকবে। তবে ভোটার ঠিকানা মুদ্রিত ভোটার তালিকায় উল্লেখ থাকবে। এতে করে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রথমত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলেও জাতীয় পরিচয়পত্রের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ভোটার মাইগ্রেশন প্রয়োজন হবে না। বর্তমান বা যোগাযোগের ঠিকানা সংশোধন করলেই হবে। তাতে ভোটার তালিকায় কোনো প্রভাব পড়বে না। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে একই ব্যক্তি একাধিকবার ভোটার স্থানান্তর করে থাকে। ডাটাবেজে বর্তমান ঠিকানা ও ভোটার ঠিকানা ফিল্ড একটাই হওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তির দাপ্তরিক প্রয়োজনে ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে বাধ্য হয়ে তাকে ভোটার স্থানান্তরও করতে হয়। আবার নির্বাচনের আগে আগে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরে চাপ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে স্থানান্তর করছেন, নাকি দাপ্তরিক প্রয়োজনে স্থানান্তর করছেন, তা বোঝার উপায় থাকে না। ডাটাবেজে তিনটি ঠিকানা থাকার ফলে আবেদনের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে এবং বিভিন্ন নির্বাচনের আগে বারবার স্থানান্তর রোধ করা সম্ভব হবে। এমনকি ভোটার স্থানান্তর কতবার করা যাবে, তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, তিনটি ঠিকানা থাকার ফলে প্রবাসী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রের পেছনে বর্তমান বা যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে প্রবাসের ঠিকানা উল্লেখ থাকবে। এতে করে প্রবাসীদের সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং তারা সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সেবা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত হবেন। ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, এনআইডি সেবাকে সহজীকরণের জন্য আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এজন্য প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন, পরিমার্জনের বিষয়টি ভাবা হচ্ছে। মূলত, ভোগান্তি কমিয়ে নাগরিকদের সেবা বৃদ্ধির জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সচিবালয়ে আগুন, ফেসবুকে যা

কমিটির এই সদস্য লিখেছেন, নির্বাচন শব্দটি শুনলেই যারা মহাবিরক্ত হোন, দয়া করে বোঝেন। বিএনপি অভিজ্ঞতা থেকেই দেশ রক্ষার্থে পরামর্শ দিচ্ছে। অন্য কাউকে বিশ্বাস না করলেও তারেক রহমানের ওপর ভরসা করুন। স্ট্যাটাসে দৈনিক সমকালের উদ্ধৃতি দিয়ে ইশরাক হোসেন আরও লিখেছেন, সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সহ বিভাগের অফিস রয়েছে। এই ভবনে রয়েছে- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্ট্যাটাসটিতে দেড় হাজারেরও বেশি পাঠক মন্তব্য করেছেন। ফরহাদ হোসেন নামে একজন লিখেছেন, নির্বাচিত একটি সরকারই পারে দেশকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। কারণ, দেশের ভেতরে ও বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলোই পারবে এসব ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে। আহসান আহমেদ ফকির লিখেছেন, ১০০% পরিকল্পিত। আবু তালহা লিখেছেন, আগুন লাগলো কিভাবে সেটা আমার প্রশ্ন। মোহাম্মদ লাবু ইসলাম নামে আরেকজন লিখেছেন, সচিবালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আগুন তো আর উড়ে এসে লাগেনি, এটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র।

৬৩৪ কোটি টাকায় এক লাখ ৩০

৩০ হাজার মেট্রিক টন এমওপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকার। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এ সার আনবে। এতে ব্যয় বে ১০৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পড়বে ৪৮৯.৭৫ মার্কিন ডলার। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কো ওসিপি নিউট্রিক্রপসের এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ১০ম (ঐচ্ছিক-১ম) লটের ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এ সার আনবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮০ কোটি ৫৬ হাজার টাকা। প্রতি মেট্রিক টন সারের দাম পড়বে ৫৮৪.৫০ মার্কিন ডলার।

ঢাকায় ঘরের বাতাস বেশি দূষিত

অন্যতম হচ্ছে ঢাকা। কারণ নগরীর বেশিরভাগ ভবন পরিবেশ উপযোগী নয়। বাসা-বাড়িগুলোতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা কম। ফলে দূষণের প্রভাব অনেক বেশি থাকে। পরিবেশবান্ধব করে যদি বাড়ি নির্মাণ করা হয় তবেই এই দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক ও স্থাপত্য পরিবেশবিদ সজল চৌধুরী বলেন, 'আধুনিক নগরায়ণের যুগে মানুষের বেশিরভাগ সময় কাটে ঘরের মধ্যে। তাই ঘরের ভেতরের বায়ুর মান সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণে যেমন- ভাসমান ধূলিকণা, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফরমালডিহাইড ও উদ্বায়ী জৈব যৌগের উপস্থিতি শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ও দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে। 'এই সমস্যাগুলোর সমাধানে স্থাপত্য ডিজাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থাপত্য ডিজাইনের মাধ্যমে ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সঠিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল বাড়াতে স্থাপত্যে বড় জানালা, ক্রস-ভেন্টিলেশন ডিজাইন এবং বায়ু-প্রবাহের দিক বিবেচনা করা আবশ্যক। বাড়ির ভেতরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য উইন্ডো শেড, ভেন্টিলেটর এবং আঙিনা ব্যবহারের মাধ্যমে বাতাসের প্রবাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্থাপত্য ডিজাইন শুধু সৌন্দর্যের বিষয় নয়, আরামদায়কও। পরিকল্পিত বায়ুচলাচল, পরিবেশবান্ধব উপাদান ব্যবহার, সবুজায়ন এবং প্রযুক্তিগত সমাধানের মাধ্যমে ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি উন্নত করা সম্ভব। একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল তৈরির জন্য স্থপতিদের পরিবেশ-সংবেদনশীল নকশা ও ব্যবহারিক সমাধান অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি।' যোগ করেন সজল চৌধুরী। ঢাকার বায়ুর মান রাজধানীর বাতাস কতটা স্বাস্থ্যকর সেটা প্রতিদিনই আইকিউ এয়ার মান সূচকে তুলে ধরা হয়। এই মান বা স্কোর ৩০০-এর ওপরে চলে গেলে সেই বায়ুকে দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। চলতি (ডিসেম্বর) মাসে এরই মধ্যে একাধিকবার ঢাকার বায়ুর মান ৩০০এর বেশি হয়ে গেছে। নভেম্বরে ঢাকার মানুষ একদিনও ভালো বা নির্মল বায়ুতে শ্বাস নিতে সক্ষম হয়নি।

বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ুদূষণে ঢাকায় প্রথম ১০টি স্থানের মধ্যে শীর্ষে শাহবাগ। এর পরই মতিঝিল, আগারগাঁও, আব্দুল্লাহপুর, ধানমন্ডি-৩২, মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর, গুলশান-২, আহসান মঞ্জিল ও তেজগাঁও। গবেষণায় যা আছে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ঘরের ভেতরের বায়ু দূষণের প্রায় ৪০ শতাংশ বাইরের বায়ুর কারণে ঘটে। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উঠে এসেছে দীর্ঘ সময় রান্না করা। রান্নার সময় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে যখন প্রতিবার রান্নার সময়কাল দেড় ঘণ্টার বেশি হয় বলে গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। যারা নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করেন, তাদের ঘরের দূষণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এক হাজার ২০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের ঘরে দূষণের মাত্রা বেশি ছিল বলে গবেষণায় জানানো হয়েছে। গবেষণা থেকে জানা যায়, দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এই দূষণের ফলে শ্বাসযন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যানসার, কম ওজনের শিশু জন্মদান, মস্তিষ্ক বিকাশজনিত সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য অবনতি এবং অপমৃত্যুর মতো গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। গবেষণাটির প্রধান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আমরা ৪৩টি বাসায় এই গবেষণাটা করেছি। বাইরের বায়ুদূষণ আর ধুলাবালি নিয়ে সবসময় কথা হয়, গণমাধ্যমে আসে। কিন্তু ঘরের ভেতরের দূষণ নিয়ে কথা হয় না। বায়ুদূষণ পুরোটাই স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রতিটা মুহূর্তে আমরা শ্বাস নিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'একটা মানুষ ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের বায়ু গ্রহণ করে। মানুষ দিনের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ ঘরে থাকে। বাকি ৩০ শতাংশ পেশা অনুযায়ী ঘরের বাইরে থাকে। ১০ শতাংশ মানুষ ভ্রমণ করে। যারা গৃহিণী, শিশু ও বৃদ্ধ তারা তো সারাদিনই ঘরে থাকে। তাই বাসার বায়ু গুরুত্ব বহন করে। কোন বায়ু আমরা দীর্ঘক্ষণ নিচ্ছি, সেটা বিশুদ্ধ কি না জানাটা খুবই জরুরি। সাধারণত বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভবতী বা শ্বাসকষ্টের রোগী আছে, তাদের ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু ঘরের বায়ু তো আরও খারাপ।' 'গবেষণায় ঘরে গড় দূষণমাত্রা ছিল ৭৫ দশমিক ৬৯ মাইক্রোগ্রাম/মিটার, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা থেকে প্রায় পাঁচগুণ বেশি। কিছু ঘরে দূষণের মাত্রা ২০০ মাইক্রোগ্রাম/মিটারের বেশি, যা বাসিন্দাদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে বাইরের গড় দূষণের মাত্রা ছিল ৬৯ দশমিক ৩ মাইক্রোগ্রাম।' সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমরা দূষণের উৎস হিসেবে পেয়েছি রান্না-বান্না, সিগারেটের ধোঁয়া ও কয়েল। অপরিচ্ছন্নতা থেকেও বায়ুদূষণ হয়। সেই সঙ্গে ঘরের দরজা-জানালা, ভেন্টিলেটর দিয়ে বায়ু চলাচলের অবস্থা ও চারপাশে গাছপালার অবস্থা। আমাদের গবেষণায় ছিল, ঘরে কী ধরনের গ্যাস দিনে রান্না হয়, কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা হয়, জানালা কতক্ষণ বন্ধ থাকে, কতক্ষণ খোলা থাকে। এছাড়া বাসার ভেতরের দৃশ্যটা কেমন। সেটাও তুলে ধরেছি।' জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, দেশে যত মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয় তার চার ভাগের একভাগ হয় বায়ু দূষণের কারণে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার ও ফুসফুসের সমস্যা তো আছেই। এগুলো সবই মৃত্যুঝুঁকি। দূষণের কারণে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, মনোযোগে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, বায়ু হলো একটা অখণ্ড প্রবাহিত বিষয়। ঘরের বাতাস বায়ুমণ্ডলের একটা অংশ। আমরা তো বায়ুর সমুদ্রে বাস করছি। বাসা-বাড়িতে বায়ুপ্রবাহ ঠিকমতো না হলে, বাতাস এসে যদি বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পারে তাহলে সেখানে দূষণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর রাজধানীর অধিকাংশ বাসা-বাড়ি এমনই। এজন্য বাইরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করাটা জরুরি। বাইরে দূষণের সব সূত্র বন্ধ করতে হবে। যে কারণে বায়ুদূষণ বায়ুদূষণ অধ্যয়ন গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, 'আমরা গবেষণা করে ঢাকায় বায়ুদূষণের পাঁচটি উৎস পেয়েছি। বিশেষ করে নির্মাণকাজ, যত্রতত্র নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া, ইটভাটার ধোঁয়া এবং যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা। এগুলো বন্ধ করতে পারলে দূষণ কমানো সম্ভব। সরকারকে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে হাইকোর্টের যে ১৯ দফা নির্দেশনা সেটি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।'স্থাপত্য পরিবেশবিদ সজল চৌধুরী বলেন, গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী, যেমন প্লাস্টিক বা নির্দিষ্ট ধরনের রঙ, বায়ুতে ক্ষতিকর রাসায়নিক নির্গত করে। স্থপতিরা যদি পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী এবং পরিবেশবান্ধব বিল্ডিং উপাদান ব্যবহার করেন, তবে তা ইনডোর এয়ার কোয়ালিটিকে উন্নত করতে সহায়ক হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশে গাছপালা রাখলে তা বায়ু পরিশোধনে সহায়ক হতে পারে। যেমন- অ্যালোভেরা, স্পাইডার প্ল্যান্ট বা পম্প লিলি ইনডোর বায়ুর গুণগত মান উন্নত করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। স্থাপত্য ডিজাইনে 'গ্রিন ওয়াল' বা 'লিভিং রুফ' অন্তর্ভুক্ত করলে তা শুধু সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, বায়ুর মানও উন্নত করে। প্রাকৃতিক আলোকায়ন বায়ুদূষণ কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, বর্তমানে বায়ুদূষণ এমন পর্যায়ে গেছে ঘরের ভেতরে সব জায়গার মানুষ আক্রান্ত। এখন ঘর এবং বাইরে দুটিই মৃত্যুকূপ। শহরে প্রায়ই বাতাসের মান এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স-৩০০ তে পৌঁছাচ্ছে। এটার সমাধান বাইরে থেকে হওয়া উচিত। শহরের এত ঘেঁষাঘেঁষি করে ভবন গড়ে উঠেছে এক বাসায় লাগানো এসির বাতাস অন্য প্রতিবেশীর দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, অনেকে এয়ার পিউরিফিকেশন লাগানোর পরামর্শ দেয়। যেটা দূষণ শুষে নেয়। কিন্তু সেটা তো ব্যয়বহুল। সব মানুষ ব্যবহার করতে পারবে না। সমাধানের বিষয় হচ্ছে বাইরের দূষণ কমাতে হবে। তবেই ভেতরের দূষণ কমবে। অপরিকল্পিত এসি লাগানো বন্ধ করতে হবে। জনগণকে সচেতন হতে হবে। ঘরের আশপাশে দূষণের যে কোনো সোর্স বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি ছাদ বাগানে গুরুত্ব দিতে হবে।

ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহে বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে একই পরিবারের ৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলার তারাকান্দা উপজেলার গাছতলা এলাকায় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আব্দুর রশিদ (৫৫), তার স্ত্রী বকুল আক্তার (৪৫), শ্যালক বিদ?্যা মিয়া (৪২) ও বিদ্যা মিয়ার ছেলের বউ লাবনী আক্তার (১৮)। তারা সবাই নেত্রকোনা সদর উপজেলার বাহাদুরপুর এলাকার বাসিন্দা। নিহত বিদ্যা মিয়ার স্ত্রী লাভলী বেগম ও অটোরিকশাচালক অন্তর মিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তারাকান্দা থানার ওসি টিপু সুলতান জানান, ময়মনসিংহ থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নেত্রকোনায় যাচ্ছিল। পথে তারাকান্দার গাছতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীতমুখী একটি বালুবাহী ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। পরে আহত অবস্থায় আরও চার জনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে আরও দুজনের মৃত্যু হয়। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার নাজমুস সাখাওয়াত বলেন, এ ঘটনায় আহত আরও দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। চিকিৎসাধীন রয়েছেন দুজন। নিহতদের স্বজন সেলিনা আক্তার জানান, অসুস্থ শ্বশুর খোরশেদ আলমকে দেখতে গাজীপুরের শ্রীপুরের গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ী এলাকা থেকে আব্দুর রশিদ ও পরিবারের অন্যান্যরা ভোর ৪টার দিকে নেত্রকোনার শিমুলকান্দির উদ্দেশে রওনা হন। ময়মনসিংহ পৌঁছে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাড়া করেন তারা। অটোরিকশাটি তারাকান্দা গাছতলা এলাকায় পৌঁছালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুর রশিদ গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি পোশাক কারখানায় ও তার শ্যালক বিদ্যা মিয়া রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলায় কনস্টেবল মুকুল কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন ঢাকার আশুলিয়ায় ছয় ছাত্রকে হত্যার পর লাশ পোড়ানোর মামলায় পুলিশ কনস্টেবল মো. মুকুল চৌকিদারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মুকুলকে হাজিরের পর প্রসিকিউশনের আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার চেয়ারম?্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। এসময় ট্রাইব্যুনালে অপর প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকার আশুলিয়ায় ৬ ছাত্রকে হত্যার পর লাশ পোড়ানোর অভিযোগে গত ২৪ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা-১৯ আসনের সাবেক এমপি সাইফুল ইসলাম ও চার পুলিশকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে আগামী ২৬ জানুয়ারি এদের বিষয়ে তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল ও হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব জমার সময় বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের সময়সীমা আরেক দফা বাড়িয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণীর তথ্য সিলগালাকৃত খামে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলের সময়সীমা ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হলো। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সরকারি ১৫ লাখ কর্মচারীকে সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসা হয়। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দেওয়ার সময় ছিল। পরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

হেনস্তার শিকার সেই মুক্তিযোদ্ধাকে এবার গ্রেপ্তারের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের বিচার এবং দেশবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় কেন্দ্রীয় কৃষক লীগ নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই কানুর গ্রেপ্তার দাবিতে চৌদ্দগ্রামে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্রসমাজের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজারে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মামুন মজুমদার। বিক্ষোভ মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিবাদ সরকারের সময়ের সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী এবং হত্যা মামলার আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। জুতার মালা পরানোর ঘটনাকে পুঁজি করে মুক্তিযোদ্ধা কানু দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। অথচ তিনি নিজেই ৯ মামলার আসামি। অনতিবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। এ সময় ছাত্রনেতা জাহিদ তালুকদার, আবুল হাসনাত সিয়ামসহ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ২২ ডিসেম্বর সকালে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কৃষক লীগ নেতা আব্দুল হাই কানু বাজার করতে বের হন। এ সময় তাকে স্থানীয় কয়েকজন ধরে নিয়ে যায় কুলিয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে তার গলায় জুতার মালা পরিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করা হয়। এ ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পালিয়েছেন। ঘটনার পর দেশজুড়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় ১০০ কোটি টাকার একটি মানহানি মামলা করেছেন সেই মুক্তিযোদ্ধা। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি ভারতের একটি গণমাধ্যমে তিনি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারের বিতর্কিত মন্তব্য করার পরই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র সমাবেশের ডাক দেয়।

সম্পাদকীয়

ঝুঁকিতে কৃষি খাত
কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

দেশে দিন দিন কমছে জমির উর্বরতা। ফলে বেড়ে যাচ্ছে ধানের উৎপাদন খরচ। এদিকে কমছে উৎপাদকদের লাভের অংশও। এজন্য ধান চাষ অব্যাহত রাখা কৃষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জমির উর্বরতা ছিল ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। তবে ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত উর্বরতা শক্তি কিছুটা বেড়ে হয়েছিল ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ। কিন্তু ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাপক কমে উর্বরতা শক্তি দাঁড়ায় শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সার, কীটনাশক এবং ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক ব্যবহার পরিবেশের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষণায় আরও বলা হয়, ধীরে ধীরে কমছে শ্রমিকের দক্ষতাও। গবেষণায় বলা হয়েছে, ধানের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। প্রতিকেজি চালের উৎপাদন খরচ ২০১২ সালে ছিল ১০ টাকা ৫১ পয়সা। সেটি বেড়ে ২০১৫ সালে হয়েছে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা, ২০১৮ সালে ১২ টাকা ৮৮ পয়সা। অন্যদিকে এক কেজি চাল বিক্রি করে লাভ হতো ২০১২ সালে ১৬ টাকা ১৭ পয়সা; ২০১৫ সালে ১৬ টাকা ৫২ পয়সা এবং ২০১৮ সালে ১৭ টাকা ৪৮ পয়সা। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে ধান উৎপাদন করে কৃষকের লাভের অংশ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে কৃষক ধান চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। গবেষণা প্রতিবেদনে দেশের কৃষি খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়। তবে কৃষি খাতে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ খাতের টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে এ খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকবান্ধব বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপাদান মাটি ও পানির দূষণ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা সমস্যার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আগামীতে এ ধরনের আরও যেসব সমস্যা ফসল উৎপাদনে প্রভাব ফেলতে পারে, তা চিহ্নিত করে সে সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। শস্যের নতুন জাত আবিষ্কার করতে হবে। জমির উর্বরা শক্তি বাড়াতে মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করা দরকার। বস্তুত এ সবকিছুর জন্য প্রয়োজন গবেষণা বাড়ানো। উর্বরতা পুনরুদ্ধারে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, কৃষকদেরও সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। সময়মতো সহজ শর্তে ঋণ ও প্রশিক্ষণ না পেলে কৃষকদের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব হবে না। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি এ খাতের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

নারী শিক্ষার্থীদের জন্য চাই নিরাপদ ক্যাম্পাস

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। নারী-পুরুষ সবার সম্মিলিত চেষ্টাই পারে আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে। বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতির পিছনে বড় যে শক্তিটি কাজ করছে তা হলো নারী শক্তি। দেশের নারীর এক বিশাল অংশ আজ গার্মেন্ট শিল্পের সাথে জড়িত। যা গার্মেন্ট সেক্টর তথা আমাদের দেশকে করেছে সমৃদ্ধ। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, গবেষণায়ও কিন্তু নারীরা পিছিয়ে নেই। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া গণ-অভ্যুত্থানেও কিন্তু নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। সে হিসেবে নারীরা কি সঠিক মূল্যায়ন পাচ্ছে? বিশেষ করে সরকার পতনে ক্যাম্পাসের মেয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তারা মৃত্যুকে ভয় না করে রাজপথে নেমেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। সে হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে নারী শিক্ষার্থীরা কতটুকু নিরাপদ তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। বিশেষ করে বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছিল ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য। এতে করে নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অন্যায়-অত্যাচারের ঘটনা প্রতিনিয়ত শিক্ষাঙ্গনে সক্রিয় থাকতো। তবে এই সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। এখন সবার প্রত্যাশা নিরাপদ ক্যাম্পাসের। সম্প্রতি রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নারী শিক্ষার্থীদের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং শিক্ষাঙ্গনে নারীদের নিরাপত্তা প্রদানের থাকার বিষয়ে জোর দাবি জানান। আমরা তাঁদের এমন বক্তব্যকে সমর্থন করছি সেই সাথে সাধুবাদ জানাচ্ছি। পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলা আন্দোলনের সময় গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিনথিয়া মেহেরিন। তিনি বলেন, পেছন থেকে মাথায় রড দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়। মাথা ফেটে যাওয়ায় ১০টি সেলাই দিতে হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েও আন্দোলনকারী কি না, সে প্রশ্ন বারবার শুনতে হয়েছে। এমনকি পরিবারের সদস্যরাও হেনস্থার শিকার হয়েছেন। শুধু সিনথিয়া নয়, এমন ঘটনা নারী শিক্ষার্থীদের সাথে অনেক ঘটেছে। নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে নারী শিক্ষার্থীরা অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় নারীরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তাতেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ভিত্তি তৈরি হয়। নারী শিক্ষার্থীদের এমন অবদানের দিক বিবেচনায় শিক্ষাঙ্গনকে নারীদের জন্য নিরাপদ গড়ে তোলা জরুরি বলে আমরা মনে করছি। একজন নারী শিক্ষার্থী যখন প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, সে সময়টা তাঁর জন্য নাজুক থাকে। এ সময়েই তাঁদের জন্য হলে আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের নারীরা স্বস্তিতে নেই। শুধু নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কথা বললে হবে না, শিক্ষাঙ্গ থেকেই পরিবর্তনের আসতে হবে। শিক্ষায় নারীর আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রবণশক্তি হারাচ্ছেন অধিকাংশ
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি

আমাদের দেশে প্রতিবছর উচ্চ শব্দদূষণে শ্রবণশক্তি হারাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় শব্দের মাত্রা বেশি। এক দিকে রাজধানীতে জনসংখ্যা অধিক বসবাস করে অন্যদিকে উচ্চ শব্দদূষণ। যার ফলে রাজধানীতে শ্রবণশক্তি হারানোর সংখ্যাও বেশি। ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)-এর এনুয়াল ফনট্রিয়ার রিপোর্ট ২০২২ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ঢাকা সবচেয়ে উচ্চশব্দের শহর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহনীয় শব্দের মাত্রা যেখানে ৫৫ ডেসিবেল সেখানে ঢাকার বেশ কিছু জায়গা এ মাত্রা সহনীয় মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ। তা ১১০-১৩২ ডেসিবেল। এর ফলে শহরের বেশির ভাগ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শব্দদূষণের কারণে ঢাকার পথচারী, গাড়িচালক রিকশাচালক ও ট্রাফিক পুলিশসহ যারা সড়কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় সড়কে কাটাচ্ছেন তাদের অনেকেই শ্রবণশক্তি তথা কানে কম শোনার সমস্যায় ভুগছেন। শব্দদূষণ এখন এতই মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শব্দদূষণের শিকার গর্ভজাত মায়েদের নবজাতকও অটিজমে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নিচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এতে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মানসিক অবসাদগ্রস্ততা ও বিষণ্ণতা বাড়ছে। রাতে ঘুম কম হচ্ছে। সব মিলিয়ে মানুষের কর্মক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। 'নয়েজ পলিউশনে ইন ঢাকা; কারেন্ট সিচুয়েশন অ্যান্ড সাজেশনস ফর অ্যাকশন' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, শব্দদূষণের কারণে ৭৮ শতাংশ মানুষ উত্তেজনা বোধ করেন। ৭১ শতাংশের মাথাব্যথা, ৪৯ শতাংশ খারাপ মেজাজের শিকার, ৪৩ শতাংশ অমনোযোগ এবং নিদ্রাহীনতায় ভোগেন। ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থীর উচ্চ হর্নের কারণে লেখাপড়ায় মনযোগ দিতে সমস্যা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ হিসেবে এরই মধ্যে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং এর আশপাশের ৩ কি.মি. এলাকাকে 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয় এবং গত ১ অক্টোবর থেকে যানবাহনের হর্ন বাজানো বন্ধ করার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু গাড়ির চালকরা এরপরও এ এলাকায় ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছেন। কেউই নিয়ম মানছেন না। এর আগেও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকার যেসব এলাকাকে 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয় সেখানেও নির্ধারিত সীমার চেয়ে দ্বিগুণ মাত্রার উচ্চ শব্দ ছিল। সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, প্রথমে মানুষকে সচেতন করা হবে। এরপর আইনের কঠোর প্রয়োগ করা হবে। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে, পরে পুরো ঢাকা শহর এবং ধীরে ধীরে বিভাগীয় শহরগুলোতেও শব্দদূষণ বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমরা তার এমন উদ্যোগী হওয়ার চিন্তা ধারাকে সাধুবাদ জানায়। এখন প্রত্যাশা উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন রূপ দেখা। শব্দদূষণ শুধু শ্রবণশক্তির ক্ষতিই করছে না এটি হৃদরোগীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঢাকার অনিয়ন্ত্রিত যানজট, গাড়িচালকদের সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব এবং এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নমনীয় অবস্থান শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে না আসার অন্যতম কারণ। তাই এসব দিক বিবেচনা মাথায় রেখে সরকারকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

রবীন্দ্রনাথের 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলো'কে বড় বড় অশান্তির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। হাজার বছর ধরে এই বাংলার মাটিতে প্রীতি আর সম্প্রীতিতে বসবাস করে আসছে মানুষেরা। সেখানে শাসক শ্রেণীর শোষণ ছিল ত্রাসন ছিল কিন্তু ছিল না ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া। এই প্রশ্ন ছিল না যে, কে হিন্দু কে মুসলমান কিংবা বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবারই পিতৃভূমি ছিল অবারিত বাংলা। এই দেশটি যখন থেকে অধীন হতে শুরু করে তখন থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াতে শুরু করে বিদেশী প্রভুরা। অবশেষে ভেদ বুদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িকতা এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে, ভাগ হয় দেশ। তবুও স্থানীয় পর্যায়ে ন্যূনতম শান্তিশৃঙ্খলা ও সমতা দীর্ঘকাল বহমান ছিল। কবি ফজলুল করিম বলেন,

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর?
মানুষেরই মাঝেই স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়েঘরে।'

বাংলার সেই আবহমান বেহেশতি পরিবেশকে আওয়ামী শাসকরা দোজখে পরিণত করেছে। মনে পরে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির শাহসী উক্তি 'আপনারা তো দেশটাকে জাহান্নামে পরিণত করেছেন'। সেই জাহান্নাম থেকে ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী আন্দোলন মানুষকে রক্ষা করেছে। শত কষ্টের মধ্যেও সুখ শান্তির স্বপ্ন দেখছে তারা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। গঠিত হয়েছে নানাবিধ কমিটি ও কমিশন। জাতীয় নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের অন্যতম সদস্য হলেন তোফায়েল আহমেদ। আবার তিনিই স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনেরও প্রধান। স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংস্কারব্যবস্থা সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি এই দায়িত্ব লাভ করেছেন। জনাব তোফায়েল এবং কমিশন স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে নানা সংস্কার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছেন। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনীতিক, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ বিষয়ে মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। কমিশন ও প্রদত্ত মতামত থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা গ্রাম-বাংলার সেই হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করছেন। গ্রাম-বাংলার মানুষেরা 'আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন মিলেমিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন'। সেই পরিবেশ ও সেই আত্মীয়তা উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তোফায়েল কমিশন। কিন্তু কাজটি বাংলাদেশের জটিল ও কুটিল জনমনস্তত্ত্বের মতোই কঠিন। কোনো বিষয় ঐকমত্য অর্জন করা প্রায় অসম্ভব বিষয়। যাযাবরের দৃষ্টিতে এ অঞ্চলের লোকেরা দ্বন্দ্বমুখর। অন্যান্য জাতির গুণাগুণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শেষে তিনি বলেছেন দলাদলি বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য। এখনো দেখা যায় তিনজন একত্র হলে দুই দল হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ আমাদের যেমন উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে দিয়েছিল, তেমনি দলাদলির পাক পংকে নিমজ্জিত করেছিল। এর বড় প্রমাণ হলো দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা গ্রামীণ সরকারব্যবস্থা তথা স্থানীয় সরকারব্যবস্থার দলীয়করণ। ২০১১ সালে ঘোষিত এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। এর ফলে শহরের দলীয় কর্তৃত্ব গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এতদিন ধরে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হতো, তা নিরঙ্কুশভাবে দলীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না। সেখানে গ্রামীণ নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা হতো। দলীয় পরিচয়টি মুখ্য হয়ে দেখা দিতো না। ব্যক্তির পরিচয়, গোষ্ঠী ও এলাকাকেন্দ্রিকতা লাভ করত। আওয়ামী লীগ যেমন কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এক দল এক দেশ নীতি অনুসরণ করছিল, এবার তারা গ্রামেও একদল, এক মত ও এক নেতা চাপিয়ে দিয়েছিল। গ্রামে নির্বাচনের সময় স্লোগান উত্থিত হয়েছে 'চেয়ারম্যান ওপেনে মেম্বার গোপনে'। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে গতানুগতিক বর্ণনা এরকম বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা একটি বহুমুখী এবং বহুতলীয় কাঠামো যা বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক ইউনিট দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি স্থানীয় জনগণের সেবা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারিভাবে নির্ধারিত একটি সিস্টেম। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোতে রয়েছে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় স্তর, যা জনগণের মধ্যে সরকারের কার্যক্রম পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধিত্ব বা কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আওয়ামী লীগের বিগত ১৫ বছরে আরো সর্বনাশ এই ভালোমন্দ নির্বাচনব্যবস্থাটিও নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। এ সম্পর্কে তোফায়েল আহমেদের মন্তব্য নির্বাচনের পর স্থানীয় সরকার আমাদের মনোজগৎ থেকে 'নির্বাসনে' চলে যায়। পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন এলে একই 'হইচই' বৃত্তাকারে ফিরে আসে। এ কয় বছর নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান বা মেয়রদের এক ধরনের তালুক বা জমিদারির মতো চলে। দেশে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আইনে পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এই পাঁচ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন। প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন কাঠামো, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপদ্ধতি, কর্মচারী কাঠামো, অর্থায়ন, আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক এরকম অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু কোনো সংস্কার বা প্রতিকার নেই; বরং রয়েছে এক ধরনের সর্বগ্রাসী উদাসীনতা। নবগঠিত কমিশন স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে চায়। এ লক্ষ্যে নানা ধরনের প্রক্রিয়া, নীতিগত ও আইনগত সংস্কার প্রস্তাবনা রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা ও প্রস্তাবনার অবকাশ রয়েছে। আজকে এই মুহূর্তের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গত ৮ ডিসেম্বর নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সাথে বৈঠকে জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এসব প্রতিনিধি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার প্রস্তাব দিয়েছেন। জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে ২০ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনব্যবস্থা কমিশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সামনে বিভিন্ন প্রস্তাবের কথা তুলে ধরেন কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, মতবিনিময়ে প্রায় সবাই বলেছেন, স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া উচিত। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা এবং এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ছয় মাস করা, জেলা প্রশাসকদের বদলে নির্বাচন কমিশনে নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা করার প্রস্তাব এসেছে বলে সাংবাদিকদের জানানো হয়। এ ছাড়া মতবিনিময় করে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব দিয়েছেন। মতবিনিময়কালে প্রতিনিধিদের প্রায় সবাই স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এসব নীতিগত প্রস্তাবনার বাইরে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা হচ্ছে– জাতীয় নির্বাচনের আগেই স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। এর আগে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তোফায়েল আহমেদ জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে মত দিয়েছে নাগরিক সমাজ। তিনি বলেন, 'আমরা যে মতবিনিময় করেছি সেখানে নাগরিক সমাজের অভিমত হচ্ছে– জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন হওয়া উচিত।' তবে সংস্কারের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেতে নারাজ জনাব তোফায়েল। তিনি মনে করেন, 'এখন সংস্কারের আগে যদি নির্বাচনে যাই, তাহলে যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে তা ঝুলে যাবে।' স্থানীয় সরকার কাঠামো সম্পর্কে তিনি বলেন, এখন যে কাঠামো রয়েছে তা কোনোভাবেই সিস্টেম নয়। আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান, আলাদা আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো কম্প্রিহেনসিভ সিস্টেম নেই। এই সংস্কারের বড় কাজ হবে একটি সিস্টেম ডেভেলপ করে দেয়া। এই সিস্টেম করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কে তোফায়েল আহমেদ মোক্ষম সময় মনে করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, একটি কম্প্রিহেনসিভ আইন হবে। সেই আইনের মধ্যে সব প্রতিষ্ঠান চলে আসবে। একটি তফসিল নিয়ে সবগুলো নির্বাচন করা যাবে। স্থানীয় সরকারের বারবার নির্বাচন করার ব্যবস্থার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তথ্য দেন, গত নির্বাচন কমিশন যে স্থানীয় নির্বাচন করেছে এতে ২৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ১৯-২০ লাখ লোক লেগেছে। ২২৫ দিনের মতো সময় লেগেছে। তাই স্থানীয় নির্বাচন যদি পার্লামেন্টারি সিস্টেমে নিয়ে আসি এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন যদি একই সিস্টেমে করতে পারি, তাহলে খরচ আসবে ৬০০ কোটি টাকার মতো। লোক লাগবে আট লাখ। সময় লাগবে ৪৫ দিন। এই সিস্টেমে যাওয়ার জন্য যদি একটি অধ্যাদেশ জারি করা যায়, তাহলে জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচনে যাওয়া সম্ভব। এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে পাঁচটি আইন দিয়ে পাঁচটি নির্বাচন করতে হবে। জনাব তোফায়েল স্থানীয় সরকার বিষয়ে এমপিদের তদারকি এবং তহবিল তছরুপের তীব্র সমালোচনা করেন। গত সংস্কার কমিশনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যে শেষ স্থানীয় নির্বাচন করেছে তাতে ২৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। অর্থহীনভাবে ১৯-২০ লাখ লোকের এরেজমেন্ট হয়েছে। একটি শিডিউল করতে গিয়ে প্রায় ২২৫ দিন সময় লেগেছে। তিনি অভিমত দেন, লোকাল গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টারি সিস্টেমে এলে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন একই শিডিউলে করতে পারলে খরচ চলে আসবে ৬০০ কোটি টাকার মধ্যে। লোক লাগবে মাত্র আট লাখ। সময় লাগবে মাত্র ৪৫ দিন। এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্ভব কি না! বর্তমান বিধিব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করতে গেলে পাঁচটি শিডিউলে পাঁচটি নির্বাচন করতে হবে। সঙ্গতভাবেই যা সম্ভব নয়। তবে এখনই যদি একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংস্কার সাধনপূর্বক স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেয়া হয় তা বর্তমান অস্থিরতা দূরীকরণ, স্থিতিশীলতা অর্জন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বিধানে অবদান রাখবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, স্থানীয় নির্বাচন আগে করতে পারলে সরকারের সক্ষমতা বাড়বে। নির্বাচন কমিশনের টেস্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের জন্য যে স্থানীয় সাপোর্ট দরকার তা নিশ্চিত হবে। যেকোনো রাজনৈতিক সরকার যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তাহলে সেই রাজনৈতিক দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। আওয়ামী লীগ যেভাবে স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে এবং নির্বাচনকে শত্রুতায় পরিণত করেছে তার প্রভাব সমাজ থেকে দূরীভূত হতে সময় লাগবে। বাংলাদেশে যদি কেউ গণতন্ত্রের সত্যিকার নির্মাণ চায়, সমঝোতা ও জাতীয় সংহতি নির্মাণ চায় তাহলে অতি অবশ্যই স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করতে হবে। জাতীয় সরকার নির্বাচন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত করার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই জাতীয় ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বোচ্চ কোর্টের আদেশ যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুকূলে আসে তাহলে গোটা জাতি নির্বাচনব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কারের লক্ষ্যে বড় একটি ধাপ অতিক্রম করবে। সেই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংস্কার সাধনপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হলে গ্রামগঞ্জের শান্তির নীড়ে আওয়ামী আয়োজিত ঝগড়া ফ্যাসাদের অবসান ঘটবে। গ্রাম-বাংলা আগের মতো না হলেও অধিকতর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার পথে এগিয়ে যাবে। সুতরাং জাতীয় নির্বাচনের আগেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সবারই জানা কথা, এই সময়ে বিপ্লব-পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। এসব পর্যায় ও প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ না করে, সরাসরি স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে পারলে গোটা জাতি সত্যিকার গণতন্ত্রের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবে। **লেখক : অধ্যাপক (অব:), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়**

> অর্থহীনভাবে ১৯-২০ লাখ লোকের এরেজমেন্ট হয়েছে। একটি শিডিউল করতে গিয়ে প্রায় ২২৫ দিন সময় লেগেছে। তিনি অভিমত দেন, লোকাল গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টারি সিস্টেমে এলে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন একই শিডিউলে করতে পারলে খরচ চলে আসবে ৬০০ কোটি টাকার মধ্যে। লোক লাগবে মাত্র আট লাখ। সময় লাগবে মাত্র ৪৫ দিন। এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্ভব কি না! বর্তমান বিধিব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করতে গেলে পাঁচটি শিডিউলে পাঁচটি নির্বাচন করতে হবে। সঙ্গতভাবেই যা সম্ভব নয়। তবে এখনই যদি একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সংস্কার সাধনপূর্বক স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেয়া হয় তা বর্তমান অস্থিরতা দূরীকরণ, স্থিতিশীলতা অর্জন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বিধানে অবদান রাখবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, স্থানীয় নির্বাচন আগে করতে পারলে সরকারের সক্ষমতা বাড়বে। নির্বাচন কমিশনের টেস্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনের জন্য যে স্থানীয় সাপোর্ট দরকার তা নিশ্চিত হবে। যেকোনো রাজনৈতিক সরকার যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তাহলে সেই রাজনৈতিক দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। আওয়ামী লীগ যেভাবে স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে এবং নির্বাচনকে শত্রুতায় পরিণত করেছে তার প্রভাব সমাজ থেকে দূরীভূত হতে সময় লাগবে। বাংলাদেশে যদি কেউ গণতন্ত্রের সত্যিকার নির্মাণ চায়, সমঝোতা ও জাতীয় সংহতি নির্মাণ চায় তাহলে অতি অবশ্যই স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করতে হবে। জাতীয় সরকার নির্বাচন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত করার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই জাতীয় ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বোচ্চ কোর্টের আদেশ যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুকূলে আসে তাহলে গোটা জাতি নির্বাচনব্যবস্থার স্থায়ী সংস্কারের লক্ষ্যে বড় একটি ধাপ অতিক্রম করবে। সেই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংস্কার সাধনপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হলে গ্রামগঞ্জের শান্তির নীড়ে আওয়ামী আয়োজিত ঝগড়া ফ্যাসাদের অবসান ঘটবে। গ্রাম-বাংলা আগের মতো না হলেও অধিকতর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সহমর্মিতার পথে এগিয়ে যাবে। সুতরাং জাতীয় নির্বাচনের আগেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

বিগত পতিত সরকারের আমলে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে অর্থ পাচারের এত পরিসংখ্যান কখনো প্রকাশ পায়নি। জুলাই ২৪ ছাত্র-জনতার অন্দোলনের ফলশ্রুতিতে রক্ত স্নাত গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অসাধারণ মেধা-প্রজ্ঞার সমীকরণে দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর উদ্ভাবনী তত্ত্ব বিশ্বদরবারে তাঁকে সুমহান মর্যাদায় করেছে সমাসীন। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি রাষ্ট্র মেরামতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমের কঠিন দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে বিগত সরকারের আমলে সকল স্তরের অসঙ্গতিগুলোকে উপস্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক যাবতীয় দুর্নীতি, লুটপাট ও ভয়ংকর চৌর্যবৃত্তির উদ্ঘাটন জরুরি হয়ে পড়ে। ২৮ আগস্ট দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র জানতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতি উঁচুমার্গের গবেষণা কেন্দ্র সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে প্রধান করে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। অর্থনৈতিক খবরের সাবস্ক্রিপশন দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশের সুধীজনসহ আপামর জনসাধারণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারে ছিল। বিভিন্ন সূত্রে সামান্য কিছু অবগত হলেও এত কদর্য বর্বরতায় অর্থ লুণ্ঠনের দৃশ্যপট কখনো কল্পনাই করা যায়নি। অতিসম্প্রতি ৩০ অধ্যায় সংবলিত প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ শ্বেতপত্র প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি এ প্রতিবেদনকে একটি যুগান্তকারী কাজ হিসেবে অভিহিত করেন। প্রতিবেদন গ্রহণকালে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যে অর্থনীতি পেয়েছি, তা এখানে দেখা যাবে। এই দলিল থেকে জাতি উপকৃত হবে। এতে আমরা জানব, আমাদের রক্ত চুষে তারা কীভাবে অর্থনীতিকে লুণ্ঠন করেছে। দুঃখের বিষয় হলো, তারা প্রকাশ্যে অর্থনীতি লুট করেছে এবং আমরা বেশিরভাগই এর মোকাবিলা করার সাহস করতে পারিনি। এমনকি লুণ্ঠনের ঘটনার সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি পযবেক্ষণকারী বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোও অনেকাংশে ছিল নীরব।' উক্ত প্রতিবেদনে বিগত সরকারের আমলের টাকা পাচারের আনুমানিক চিত্র তুলে ধরা হয়। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি রিপোর্টস (জিএফআইআরএস), আইএমএফের উপাত্ত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা, প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং কিছু নির্দিষ্ট পূর্বানুমানের ভিত্তিতে করা শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে অর্থপাচার বাংলাদেশে উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। টাকা পাচারের বিষয়টি অর্থনীতিতে ক্ষতিকর টিউমার। বিগত সরকারের আমলে অর্থনীতি ও সম্পদের বড় অংশ এই ক্ষতিকর টিউমার চুষে নেয়। শ্বেতপত্রে উপস্থাপিত তথ্যানুসারে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। বর্তমান বাজারদরে (প্রতি ডলারের দাম ১২০ টাকা) এর পরিমাণ ২৮ লাখ কোটি টাকা। এই হিসেবে প্রতিবছর গড়ে পাচার হয়েছে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির মতে, প্রতিবছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩ দশমিক ৪ শতাংশ পরিমাণ অর্থ পাচার হয়। তাছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয় থেকে যত অর্থ এসেছে, তার এক-পঞ্চমাংশ এবং বিদেশী ঋণ ও বিনিয়োগ হিসেবে আসা অর্থের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা এক বছরে পাচার হয়েছে। অর্থনৈতিক খবরের সাবস্ক্রিপশন

দেশ থেকে কারা-কীভাবে-কোথায় টাকা পাচার করেছে, শ্বেতপত্রে তার বিশদ বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, টাকা পাচারের জন্য দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ী-আর্থিক খাতের ক্রীড়নক-আমলাদের মধ্যে এক ধরনের অনৈতিক চক্র গড়ে ওঠে। ঘুষ-দুর্নীতি, আর্থিক অপরাধ, মিথ্যা ঘোষণার আড়ালে বাণিজ্য, ব্যাংক থেকে চুরি করা টাকা, খেলাপি ঋণের অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে দেখানো, শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি, কর ফাঁকি ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থপাচার করা হয়। অর্থপাচার হওয়া দেশের তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারতসহ করের অভয়ারণ্য নামে পরিচিত দেশ। মূলত বাড়ি ক্রয় এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকা পাচার করা হয়। শ্বেতপত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য-উপাত্তের উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি রিপোর্টের (২০২৪) তথ্য অনুযায়ী, দুবাইতে ৪৫৯ বাংলাদেশীর ৯৭২টি আবাসিক স্থাপনা রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। উক্ত সংস্থার ২০২৩ সালের প্রতিবেদন মতে, 'করের স্বর্গ' বলে পরিচিত বিভিন্ন দেশে রয়েছে বাংলাদেশীদের প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার সম্পদ। 'এন্ড ওয়াশিং' নামক সংস্থার প্রতিবেদনে কানাডায় বাংলাদেশীদের ৫ লাখ ৬৪ কোটি থেকে ১২ লাখ কোটি টাকার মতো সম্পদের প্রাক্কলন করা হয়েছে। গত মার্চ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার 'সেকেন্ড হোম' প্রকল্পে বাংলাদেশীদের ৩ হাজার ৬০০-এর বেশি স্থাপনা রয়েছে।

১ ডিসেম্বর ২০২৪ শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মারনীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প থেকে দুর্নীতি করার মাধ্যমে অর্জিত যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে তার বোঝা পরবর্তী কয়েক প্রজন্মকে তাদের ঘাড়ে বহন করতে হতে পারে। দেশের যত ধরনের ক্ষতি করা যায় তার সবটা করেই তারা অর্থ বাইরে নিয়ে গেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আগে দুর্নীতির অর্থের বড় অংশ দেশের অভ্যন্তরে ছায়া অর্থনীতিতে (শ্যাডো ইকোনমি) থাকত। অর্থাৎ দুর্নীতির টাকা দেশেই বিনিয়োগ হয়েছে। এতে সরকার হয়তো রাজস্ব পায়নি কিংবা মূলধারার অর্থনীতিতে ওই অর্থ আসেনি; কিন্তু তা কর্মসংস্থানে অবদান রেখেছে। পরবর্তীতে দেখা যায়, দুর্নীতির বড় একটি অংশ দেশের বাইরে চলে গেছে।' বিশ্লেষকদের দাবি, গত দেড় দশকে টাকা পাচারের স্বর্গরাজ্য ছিল বাংলাদেশ। সরকারের অন্তত সাতটি নজরদারি সংস্থা থাকার পরও সবার নাকের ডগায় এই বিপুল অঙ্কের টাকা চলে গেছে বিদেশে। মূলত দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, নজরদারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা আর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবসহ অন্তত এক ডজন কারণে টাকা পাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক খবরের সাবস্ক্রিপশন

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশীদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ১৫ বছরে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপিসহ প্রভাবশালীরা যে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, তার বেশিরভাগই তারা বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের ৭০ জনের বেশি মন্ত্রী-এমপি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তা এই পাচারের সঙ্গে জড়িত। অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট দুদক কর্মকর্তাদের মতে, দুদকের আমলে নেওয়া অভিযোগ এবং কমিশনের গোয়েন্দা অনুসন্ধানে প্রায় সব মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বিএফআইইউতে তথ্য চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিদেশে সম্পদের তথ্য চেয়েও এমএলএআর করা হয়েছে।

আশাজাগানিয়া বিষয় হচ্ছে, বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের জোরালো উদ্যোগ পরিলক্ষিত। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চকিত। উভয়েই আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের সময় পাচার হওয়া অর্থ ফেরতে সহায়তা চেয়েছেন। বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থসম্পদ সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন দেশে চিঠি দেওয়া শুরু করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় টাস্কফোর্স গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সিআইডি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), কাস্টমস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসইসি ও দুদকের মতো ৭টি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যমান মানি লন্ডারিং আইনের ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদক শুধু 'ঘুষ ও দুর্নীতি'র মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থের মানি লন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করছে। বাকি ২৬টি সম্পূরক অপরাধের তদন্তভার সিআইডি, এনবিআরসহ অন্য সংস্থাসমূহের নিকট ন্যস্ত রয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, চিহ্নিত স্বল্পসংখ্যক ক্ষমতার সুবিধাভোগীরাই দেশবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত ছিল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অর্থলিপ্সু হিংস্র মাফিয়াচক্র অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সাধারণ জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ বা রাজস্ব আয় নানা কারসাজিতে ব্যাংক লুণ্ঠনের সমান্তরাল অর্থপাচারের কদর্য চিত্রপট তৈরি করেছে। দ্রুততর সময়ের মধ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য। বিপুল অঙ্কের এই অর্থ দেশের আর্থিক খাতকে অবশ্যই সুদৃঢ় অবস্থানে উন্নীত করবে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই অর্থের জোগান কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেই।

> বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের জোরালো উদ্যোগ পরিলক্ষিত। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও অর্থ উপদেষ্টার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চকিত। উভয়েই আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের সময় পাচার হওয়া অর্থ ফেরতে সহায়তা চেয়েছেন। বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থসম্পদ সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন দেশে চিঠি দেওয়া শুরু করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় টাস্কফোর্স গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সিআইডি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), কাস্টমস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসইসি ও দুদকের মতো ৭টি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যমান মানি লন্ডারিং আইনের ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে দুদক শুধু 'ঘুষ ও দুর্নীতি'র মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থের মানি লন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত করছে। বাকি ২৬টি সম্পূরক অপরাধের তদন্তভার সিআইডি, এনবিআরসহ অন্য সংস্থাসমূহের নিকট ন্যস্ত রয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, চিহ্নিত স্বল্পসংখ্যক ক্ষমতার সুবিধাভোগীরাই দেশবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত ছিল

অবশেষে শাটডাউন এড়ালো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বিল পাস করে শাটডাউন এড়ালো যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে পাস হওয়ার পর ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রত সিনেটেও বিলটি পাস হয়েছে। এখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের স্বাক্ষর করলেই এটি চূড়ান্ত হবে। নতুন এই বিলটি পাস না হলে শাটডাউনের মুখে পড়তো মার্কিন সরকার। বিবিসি বলছে, শাটডাউনে পড়লে কিছু জরুরি সেবা বাদে অন্যান্য সেবা খাতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত যুক্তরাষ্ট্রে। এতে অনেক সরকারি কর্মীর বেতন পর্যন্ত বন্ধ যাওয়ার শঙ্কা ছিল। বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের ছুটির মুখে লাখ লাখ মার্কিনির দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠতে পারতো ফেডারেল গভর্নমেন্ট শাটডাউন। এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানের পরও (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) প্রতিনিধি পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন এড়াতে আনা সংশোধিত বিল পাসে ব্যর্থ হয় রিপাবলিকানরা। এমনকি দলটির কিছু প্রতিনিধিও বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। বিলটি পাসে সংসদের নিম্নকক্ষ হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

বিল কীভাবে আইনে পরিণত হয়?

তৃতীয় দফা চেষ্টার পর হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ শাটডাউন রোধে অর্থ বিলটি পাস করার পরও শাটডাউন রোধে মার্কিন সিনেটরদের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। একজন সিনেটর আপত্তি তুললেও শেষ পর্যন্ত অনুমোদন মিলেছে।

নিয়ম অনুযায়ী, বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে কংগ্রেসের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও সিনেট উভয় জায়গা থেকেই অনুমোদন পেতে হয়। পরে সেটিতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর করতে হয়। মেয়াদ শেষে আগামী ২০ জানুয়ারি জো বাইডেন হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করবেন। বিলটি পাসের পর রাতে হোয়াইট হাউজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা এই আইনটিকে সমর্থন করেন। -বিবিসি

ইসরায়েলে আকস্মিক রকেট হামলা, আহত ১৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলে গভীররাতে এক আকস্মিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। ইয়েমেন থেকে নিক্ষিপ্ত রকেটে তেল আবিবের একটি এলাকায় বেশ কিছু ভবনের জানালার কাচ ভেঙে ১৬ জন সামান্য আহত হয়েছেন বলে গতকাল শনিবার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার আগেই গতকাল শনিবার ভোর ৪টার দিকে সতর্ক সংকেত জারি করা হয়। আতঙ্কিত মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে দৌড়ানোর সময় পড়ে গিয়ে আরও ১৪ জন সামান্য আহত হন। এদিকে, ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথিদের পক্ষ থেকে তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, তারা একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। অবশ্য লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি তারা। ইয়েমেনে হুথিদের দখলে থাকা সানা ও হোদেইদা শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলার দুদিন পার না

হতেই এই হামলা হলো। ওই হামলায় কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, এর আগে হুথিদের একটি দীর্ঘপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র একটি ইসরায়েলি স্কুল ভবনে আঘাত হানে। তার প্রতিক্রিয়াতেই হামলা চালিয়েছে তারা। এদিকে, হুতিরাও দাবি করেছে যে, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ইসরায়েলের একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। দুপক্ষের দাবি থেকে হামলার সত্যতা নিশ্চিত হওয়া গেলেও লক্ষ্যবস্তু নিয়ে বিবৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, ইরান-সমর্থিত হুথিরা গাজা যুদ্ধ চলাকালে ওই এলাকায় দুশতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও, হুথিরা লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের বাণিজ্যিক জাহাজে নিয়মিত হামলা চালিয়ে আসছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত সাগরে তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম চলবে বলে ঘোষণা করেছে তারা। বৃহস্পতিবার হুথি নিয়ন্ত্রিত লোহিত সাগরের বন্দরগুলোতে ইসরায়েলি হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বিশ্বে ‘থিনেস্ট স্বাস্থ্যের’ দেশের তালিকায় ভিয়েতনাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বে থিনেস্ট স্বাস্থ্যের মানুষের দেশের তালিকায় অন্যতম ভিয়েতনাম। দেশটির জনসংখ্যার মধ্যে স্থূলতার হার দুই দশমিক এক শতাংশ। গতকাল শনিবার সিসিয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, ভিয়েতনামের ১০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। ভালো খেতে না পারার কারণে দেশটির একাংশ রোগা। এর বাইরে দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ভারসাম্য আছে। এই কারণে দেশটিতে মোটা মানুষের সংখ্যা কম। খবরে বলা হয়েছে, দেশটির মানুষ ঐতিহ্যবাহী ডায়েট অনুসরণ করে- যার মধ্যে ফ্রেস সবজিতে মানুষ বেশি অভ্যস্ত। এ ছাড়া ভিয়েতনামের লোকেরা সাইকেলিং, হাঁটাচলাসহ দৈনন্দিন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে যুক্ত থাকায় স্থূলতায় হার কম। চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বে মুটিয়ে যাওয়া মানুষের ওপর জরিপ চালিয়ে দেশভিত্তিক তালিকা প্রকাশ পেয়েছে ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস সংস্থার ওয়েবসাইটে। সেখানে বলা হয়, টোঙ্গা দ্বীপরাষ্ট্রের নাগরিকরা স্থূলতার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে। একই তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ১৮২ নম্বরে। অর্থাৎ দেশে স্থূল মানুষের সংখ্যা কম। সতর্ক হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে অন্তত ২৫ কোটি শিশু স্থূলতায় আক্রান্ত হবে। নগরায়ন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার অভাবে মানুষের স্থূলতা দেখা দেয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো যতবেশি শিল্পখাতে উন্নতি করবে, স্থূলতাও বাড়বে পাল্লা দিয়ে।

বলিভিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বলিভিয়ার আন্দেস এলাকার একটি হাইওয়েতে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল শনিবার বলিভিয়ার পুলিশের বরাত দিয়ে এএফপি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, বলিভিয়ার রাজধানী লা পাজের উরুরো শহরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তায় চলাচলের সময় একটি ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে একটি বাসের সঙ্গে ট্রাকটির সংঘর্ষ হয়। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়।

পাকিস্তানে দাঙ্গায় জড়িতের অভিযোগে ২৫ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছে সামরিক আদালত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত বছর ৯ মে পাকিস্তানজুড়ে দাঙ্গার সময় সামরিক স্থাপনায় সহিংস হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২৫ বেসামরিক ব্যক্তিকে দুই থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিয়েছে সামরিক আদালত। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন এ খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের গ্রেপ্তার পরবর্তী সময়ে ৯ মে’র দাঙ্গা ঘটেছিল। আইএসপিআর ওই দাঙ্গাকে ‘রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হামলা’ হিসেবে উল্লেখ করেছে যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর স্থাপনায় হামলা এবং ‘শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের অবমাননা’ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে সামরিক আদালতে বিচার কার্যক্রমের অনুমতি পাওয়ার পর ওই ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘ব্ল্যাক ডে’ নামে পরিচিত সেই দিনের পর তদন্তকারীরা অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং অভিযুক্তদের বিচার করার জন্য আইন অনুযায়ী মামলাগুলি ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শালের কাছে পাঠানো হয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়া ২৫ জনের মধ্যে ১৪ জনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে যাদের বেশিরভাগই জিন্নাহ হাউজে দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত। আইএসপিআর জানিয়েছে, ‘অপর অভিযুক্তদের সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে এবং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে শিগগিরই তা ঘোষণা করা হবে।’ আইএসপিআর এই শাস্তিকে ‘একটি কড়া সতর্কবার্তা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে যারা স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক অপপ্রচার এবং মিথ্যা তথ্যের ফাঁদে পড়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। রায় ঘোষণার পর পিটিআইয়ের যুক্তরাষ্ট্র শাখা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দাবি করে,সামরিক কর্মকর্তারা বিচারক হিসেবে কাজ করে সামরিক আদালতে বেসামরিকদের শাস্তি দিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এই বেসামরিক নাগরিকদের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠিন অবস্থায় আটক রাখা।

যুক্তরাষ্ট্রে স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য প্রথম ওষুধের অনুমোদন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা শুক্রবার স্লিপ অ্যাপনি-নয়ার (ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া) চিকিৎসার জন্য প্রথমবার ওষুধের অনুমোদন দিয়েছে। লাখ লাখ আমেরিকান এই জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ায় এই অনুমোদন দেওয়া হলো। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) কর্মকর্তা স্যালি সিমুর স্থূল রোগীদের মাঝারি থেকে গুরুতর স্লিপ অ্যাপনি-নয়ার চিকিৎসার জন্য জেপবাউন্ডের অনুমোদনের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগীদের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ। যারা স্থূল বা অতিরিক্ত ওজন এবং এ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাদের, যেমন টাইপ-২ ডায়াবেটিক, উচ্চ কোলেস্টেরল বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেনড়এমন লোকেদের জন্য ওষুধ প্রস্তুতকারক কম্পানি এলি লিলির কাছ থেকে।

জার্মানিতে ক্রিসমাস মার্কেটে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি, নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জার্মানির মাগডেবার্গ শহরের একটি ক্রিসমাস মার্কেটে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এক শিশুসহ দুইজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে ৬৮ জন। এদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা গুরুতর। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মধ্যে জার্মানির স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী মাগডেবার্গে এ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। এ ঘটনায় ওই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে জার্মান পুলিশ। তিনি সৌদি আরবের এক নাগরিক। এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত হামলা হিসেবে বর্ণনা করেছেন কর্মকর্তারা। ঘটনার তদন্ত চলছে। স্যাক্সোনির প্রধানমন্ত্রী রেইনার হাসেলফ জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ৫০ বছর বয়সী একজন সৌদি আরবীয় ডাক্তার বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভিডিও ফুটেজে তার গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তটি দেখা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম তালেব এ। তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। ২০০৬ সাল থেকে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন তিনি। সম্প্রতি বার্নবার্গে একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ গাড়িতে শুধু একজন লোকই ছিল। এছাড়া গাড়িতে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। তবে একজন সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এর সঙ্গে বড় নেটওয়ার্কের সংশ্লিষ্টতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ আরও জানিয়েছে, সন্ধ্যা ৭টার কিছু পরেই একজন গাড়িচালক অসংখ্য মানুষের মধ্য দিয়ে মার্কেটের ভেতরে প্রায় ৪০০ মিটার পথ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান। এরপর জার্মানির নানা শহরে ‘ক্রিসমাস মার্কেটগুলো’ আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হামলার ঘটনার পর ম্যাগডেবুর্গ পুলিশ এলাকাটি ঘেরাও করে রাখে। কারণ, পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ওই গাড়িতে বিস্ফোরক রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়ছে। হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। হামলাকে নৃশংস এবং কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে এর নিন্দা

জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি আগামীকাল রোববার ম্যাগডেবুর্গ শহরে যাবেন বলে জানিয়েছেন। ২০১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর বার্লিনে ‘ক্রিসমাস মার্কেটে’ তিউনিসিয়ার এক নাগরিক গাড়ি চালিয়ে হামলা করে। ওই ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছিল।

বিনোদন

সুপারম্যানকে নিয়ে ফিরছে ডিসি ইউনিভার্স

বিনোদন ডেস্ক : শেষের দিকে ২০২৪ সাল। বিশ্বজুড়ে সিনেমাপ্রেমীদের চোখ এখন নতুন বছরের দিকে। বিশেষ করে হলিউডপ্রেমীদের। নতুন বছরে আসছে বেশ কিছু ধামাকার সিনেমা। নির্মাতা ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোও একের পর এক ঘোষণা দিয়ে চলছে। তবে যতগুলো নাম নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের পারদ তুঙ্গে, সে তালিকায় প্রথম দিকেই রয়েছে ‘সুপারম্যান’। চিরচেনা সুপারম্যানকে নিয়ে বক্স অফিসে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে ডিসি ইউনিভার্স। গত বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে জেমস গান পরিচালিত সিনেমাটির ট্রেলার। এতে সুপারম্যান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডেভিড কোরেন্সওয়েট। ট্রেলারে দেখা যায়, বরফে ঢাকা স্থানে সুপারম্যান এসে পড়েন এবং ক্রিপ্টো ‘দ্য সুপারডগ’ তাকে পুনর্জীবিত করে।

ধারণা করা হচ্ছে, ক্রিপ্টো দর্শকের প্রিয় চরিত্র হয়ে উঠবে। ২ মিনিটের ট্রেলারে নতুন লোইস লেন হিসেবে র‍্যাচেল ব্রসনাহান ও খলনায়ক লেক্স লুথর চরিত্রে ব্রিটিশ অভিনেতা নিকোলাস হল্টকে দেখা গেছে। ২০২২ সালে গান ও প্রযোজক পিটার সাফরান স্টুডিওর দায়িত্ব নেন। সে জন্য সুপারম্যানকে ডিসির স্টুডিওর জন্য বিশেষ সিনেমা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা তুলে ধরার পর গানের এ মুভি সামনে এলো; যা মূলত ‘সুপারম্যান : লেগেসি’ নামে পরিচিত।

থাপ্পড় মেরেছিলেন শাহরুখ, মুখ খুললেন হানি সিং

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসঙ্গে শো করতে গিয়ে হোটেল রুমে ঢুকে সংগীতশিল্পী হানি সিংকে থাপ্পড় মেরেছেন শাহরুখ খান- এই শিরোনামে ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যমে বছর কয়েক আগে খবর বেরিয়েছিল। ঘটনাটি সেসময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তুলেছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো এমন দাবিও করেছিল- হানি সিংকে শাহরুখ এত জোরে চড় মারেন, যে আহত হন গায়ক। তার কপাল ফেটে নাকি অঝোরে রক্তও বেরিয়েছিল। যে কারণে সেদিন আর মঞ্চে পারফর্ম করতে পারেননি হানি। সেই সময় এই ঘটনা নিয়ে বি-টাউনে আলোচনা হয়েছিল প্রচুর। এবার সেই ঘটনার ৯ বছর পর, ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন, তা নিয়ে মুখ খুললেন হানি সিং। প্রকাশ্যে আনলেন রটে যাওয়া ঘটনার সত্যতা। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে হানি সিংয়ের জীবনের উপর তৈরি তথ্যচিত্র ‘ইয়ো ইয়ো হানি সিং’। আর সেই তথ্যচিত্রেই আসল গল্পটা ফাঁস করলেন হানি সিং। গায়ক জানালেন, ‘শাহরুখ কখনই আমার গায়ে হাত তুলবেন না। উনি এমন মানুষই নন। আমাকে খুবই ভালোবাসেন কিং খান। আমাদের মধ্যে দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক। তাই শাহরুখ আমাকে মেরেছে, সেটা একেবারেই মিথ্যা।’ এরপর সেই ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন হানি। বলেন, ‘যখন আমাকে শিকাগো গিয়ে শো করতে বলা হয়েছিলো, আমি রাজি হইনি। আমার মনে হয়েছিলো, ওই শোতে গেলে আমি আর ফিরবো না। আমাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু সবাই আমাকে জোর করছিলো। তারা বলছিলো আমার শো করতে যাওয়া উচিত। এরপর আমার ম্যানেজার এসে বারবার তাড়া দিচ্ছিলো যে, কেন আমি রেডি হচ্ছি না। আমি যাচ্ছি না, এটা তাকে জানিয়ে দিলাম। এরপর ট্রিমার নিয়ে ওয়াশরুমে গেলাম। আমার মাথার সব চুল কামিয়ে ফেললাম। বাইরে এসে তাদের বললাম, ‘দেখো, আমি কীভাবে এখন শো করতে যাবো?’ আমার ম্যানেজার বললো, ‘মাথায় ক্যাপ পরে চলে যাও।’ হাতের কাছেই একটা কফির মগ ছিলো। মগটি নিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলাম এবং মাথা ফেটে গেল!’ তথ্যচিত্রটিতে হানি সিংয়ের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন, তার বোনও। তিনি জানান, ‘এই ঘটনার পরই মাথায় রক্ত নিয়ে ফোন করে হানি। আমরা তো খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এর নেপথ্যে শাহরুখের কোনও দোষ নেই।’

বিয়ের জন্য যেমন পাত্র খুঁজছেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : ঘটনা ২০২০ সালের। মার্চ মাসে পারিবারিকভাবে বাগদান সেরেছিলেন ঢালিউড অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। কিন্তু বছরখানেক পরই অভিনেত্রী জানান, রনির সঙ্গে তার বিয়েটা আর হচ্ছে না। তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ হয়েছে। অথচ ১০ বছর প্রেমের পর রনি রিয়াদ রশীদের সঙ্গে আংটিবদল করেছিলেন তিনি। সেই থেকে অভিনেত্রী সিঙ্গেল জীবনযাপন করছেন। নতুন করে কোনো সম্পর্কে জড়াননি ফারিয়া। অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়াকে সবশেষ দেখা গেছে ‘আবারও বিবাহ অভিযান’ সিনেমায়। টালিউডের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। এ ছাড়া ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমায় আইটেম গানে নাচতে দেখা যায় এ অভিনেত্রীকে। সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে রনির সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণও পরিষ্কার করেছেন অভিনেত্রী। ফারিয়া বলেন, ‘দীর্ঘ ১০ বছর প্রেম করেছি। তবে শেষ দিকে ভালোবাসা ছিল না প্রেমসম্পর্কে। দুজনের কেউ-ই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করিনি। তিনি বলেন, আমি ভালো আছি। উনি নতুন জীবন শুরু করেছেন। এখন সুন্দর পরিবার আছে। নিজেকে সিঙ্গেল দাবি করে অভিনেত্রী বলেন, গত দুই বছর ধরে আমি সিঙ্গেল। সময়টা দারুণ কাটছে। একা অনেক ভালো আছি। ভালোবেসে বিয়ে করব। এখন কাজ ও জীবন নিয়ে ভাবছি। তিনি বলেন, সামনে নতুন যে আসবে, তাকে অবশ্যই আমার থেকে শিক্ষিত হতে হবে। স্মার্ট ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। ব্যক্তিত্ব থাকাটা খুবই জরুরি। তাকে নারীদের সম্মান করতে জানতে হবে। কিছু বলার আগেই আমার চোখের ইশারায় সব কিছু বুঝে নেবে। এমন একজন মানুষ চাই। নতুন সম্পর্কে বেশি সময় নেবেন না বলে জানান নুসরাত। মনের মতো কাউকে পেলে দ্রুত বিয়ে করে ফেলবেন তিনি। ফারিয়া আরও বলেন, এবার প্রেমে জড়ালে বেশি সময় নেব না।

সুরের মুর্ছণা ছড়াল জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট

বিনোদন ডেস্ক : আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত চ্যারিটি কনসার্টে রক গানে আফটারম্যা?থের উন্মাদনা ছড়া?নোর পর সুরের মূর্ছনা ছড়াল জনপ্রিয় ব্যান্ড চিরকুট। গত শনিবার সন্ধ্যায় ইকোস অব রেভল্যুশন কনসার্টে মঞ্চে আসে ব্যান্ডটি। শুরুতে বাদ্যযন্ত্রীরা জাতীয় সংগীতের সুর তোলেন। স্টেডিয়ামে দর্শকের আসনে বসে থাকা শ্রোতারা জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এরপর দেশাত্মবোধক গান ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ দিয়ে পরিবেশনা শুরু করে ব্যান্ডের ভোকা?লিস্ট সু?মি। এরপর ‘ম?রে যাব’, ‘জাদুর শহর’, ‘আহা?রে জীবন’-এর ম?তো গান দিয়ে ঘোরলাগা ছড়িয়ে দেয় ব্যান্ড?টি। মোলায়েম সু?রের এসব গানে যাতনা খুঁজে খুঁজে ফিরেছেন শ্রোতারা। পরিবেশনা শেষে চিরকুট মঞ্চ ছাড়ার আগে দর্শকেরা মুহুর্মুহু করতালিতে ব্যান্ডটির প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন। চিরকুটের আগে আফটারম্যাথ, সেজান, হান্নান ও

সিল?সিলা গেয়েছে। চিরকুটের পর আর্ট?সে?লের মঞ্চে আসার কথা রয়েছে। শেষ আকর্ষণ হি?সে?বে রাতে মঞ্চে আসবেন রাহাত ফ?তেহ আলী খান। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সহায়তার জন্য কনসার্টটি আয়োজন করছে ‘স্পিরিটস অব জুলাই’ প্ল্যাটফর্ম। গত শনিবার বেলা দুইটায় কনসার্টের দরজা খুলেছে। আগে থেকে আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে সংগীত অনুরাগীদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নামতে নামতে শ্রোতাদের উপস্থিতি বেড়েছে। কনসার্টে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলমসহ অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। আয়োজনটি উপস্থাপনা করেছেন জুলহাজ জুবা?য়ের ও দীপ্তি চৌধুরী।

ওবামার পছন্দের সিনেমার তালিকা প্রকাশ

বিনোদন ডেস্ক : সিনেমা-সিরিজের নিয়মিত দর্শক সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত তিনি। প্রতিবছরই নিজের প্রিয় সিনেমার তালিকা ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন। গত শুক্রবার রাতে ২০২৪ সালে তাঁর দেখা প্রিয় ১০টি সিনেমার তালিকা শেয়ার করেছেন ওবামা। যে তালিকার শীর্ষ সিনেমায় রয়েছে চমক। ওবামার প্রিয় সিনেমার তালিকার দশে রয়েছে ‘আ কমপ্লিট আননোন’। জেমস ম্যানগোল্ড পরিচালিত সিনেমাটি তৈরি হয়েছে তরুণ বয়সের বব ডিলানের গল্প নিয়ে। ২৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এরপর ওবামা বেছে নিয়েছেন ‘সুগারকেন’। একটি ভারতীয় আবাসিক স্কুলে শিশুদের যৌন নির্যাতন ও নিখোঁজের ঘটনা নিয়ে তথ্যচিত্রটি বানিয়েছেন এমিলি ক্যাসি ও হুলিয়ান ব্রেভ নোসিক্যাট। ওবামার করা তালিকার অষ্টম স্থানে রয়েছে চলতি বছরের আলোচিত কামিং অব এজ কমেডি সিনেমা ‘ডিডি’। সানড্যান্স উৎসবে প্রিমিয়ারের পর গত জুলাই মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় শন ওয়াং। তালিকার সাতে রয়েছে চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপামজয়ী সিনেমা ‘আনোরা’। একজন যৌনকর্মীর জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে শন বেকারের সিনেমাটি ‘আনোরা’। ওবামার প্রিয় দশ সিনেমার তালিকার ছয় ও পাঁচে রয়েছে ‘ডুন: পার্ট ২’ ও ‘দ্য সিড অব দ্য স্যাক্রেড ফিগ’। ডেনিস ভিলেনিউভের ‘ডুন ২’ চলতি বছর মুক্তির পর ব্যাপক ব্যবসা করে। অন্যদিকে প্রখ্যাত ইরানি পরিচালক মোহাম্মদ রাসুলফের ‘দ্য সিড অব দ্য স্যাক্রেড ফিগ’ তৈরি হয়েছে দেশটির বিচারব্যবস্থা নিয়ে। সিনেমাটি অস্কারে মনোনীত করেছে জার্মানি। তালিকার চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্থানে আছে ‘দ্য প্রমিস ল্যান্ড’, ‘দ্য পিয়ানো লেসন’ ও ‘কনক্লেভ’। ‘দ্য প্রমিস ল্যান্ড’ ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইডেনের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমা। নিকোলাজ আর্সেল পরিচালিত এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছে ম্যাডস মিকেলসেন। অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটনের ছেলে ম্যালকম ওয়াশিংটন পরিচালনা করেছেন ‘দ্য পিয়ানো লেসন’ সিনেমাটি। ‘কনক্লেভ’ হলো মিস্ট্রি-থ্রিলার ঘরানার সিনেমা। পিটার স্ট্রগনের ছবিটি তৈরি হয়েছে ২০১৬ সালে প্রকাশিত রবার্ট হ্যারিসের একই

নামের উপন্যাস অবলম্বনে। তালিকার শীর্ষ রয়েছে চমক। চলতি বছর ওবামার পছন্দের শীর্ষে রয়েছে দুই ভারতীয় নার্সের গল্প নিয়ে নির্মিত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট’। চলতি বছর কান উৎসবে গ্রাঁ প্রি জেতে ছবিটি।

এর গল্প প্রভা ও অনু নামের দুই নার্সকে ঘিরে। ভারতের অন্য শহর থেকে কাজের সূত্রে মুম্বাই আসার পর তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্বের গল্প নিয়েই এগিয়েছে সিনেমাটি। পায়েল কাপাডিয়া পরিচালিত সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ভারত, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ ও ইতালির যৌথ প্রযোজনায়।

আসছে ‘টু ইডিয়টস’ ও ‘মুন্না ভাই থ্রি’

বিনোদন ডেস্ক : হিন্দি ছবির অন্যতম দুই জনপ্রিয় এবং আইকনিক ছবি ‘থ্রি ইডিয়টস’ ও ‘মুন্না ভাই’-এর সিক্যুয়েল আসতে চলেছে। ছবির প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়া এমনই এক সুখবর দিয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বিধু বিনোদ চোপড়া তার একটি ডকুমেন্টারি ছবির প্রচারে এসে এই দুই ছবির সিক্যুয়েল নিয়ে কথা বলেন। তিনি এদিন কথা প্রসঙ্গে জানান, ‘আমি ‘টু ইডিয়টস’ এবং ‘মুন্নাভাই থ্রি’, দুটো ছবিই লিখছি। আর তাছাড়া আমি চেষ্টা করছি যাতে বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি বানানো যায়। যদিও এখনও সেই ছবির নাম ঠিক করা হয়নি। এছাড়া আমি একটা হরর কমেডি লিখছি, সেটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে।’ বিনোদ আরও বলেন,

‘প্রথমে আমরা ১ থেকে ২ বছর ধরে লিখব, তারপর সেটা থেকে ছবি বানানো হবে। আশা করি ‘টু ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই থ্রি শীঘ্রই আসবে।’ উল্লেখ্য, ‘থ্রি ইডিয়টস’ এবং মুন্নাভাই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুটি ছবি অর্থাৎ ‘লাগে রাহো মুন্নাভাই’ এবং ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস’ ছবি তিনটিই রাজকুমার হিরানি পরিচালনা করেছেন এবং প্রযোজক ছিলেন বিধু বিনোদ চোপড়া। মুন্নাভাই হিসেবে সঞ্জয় দত্তকে দেখা গিয়েছিল, অন্যদিকে থ্রি ইডিয়টস ছবিটিতে আমির খান, আর মাধবন এবং শর্মন যোশী ছিলেন। উক্ত এই তিনটি ছবি শুধু বক্স অফিসে দারুণভাবে সফল, এমনও নয়; এই তিন ভারতীয় ছবি সারা বিশ্বে আইকনিক ছবি হিসেবেও পরিচিতি। বলা বাহুল্য, নতুন সিক্যুয়েলের এই তথ্য দর্শকদের কাছে দারুণ একটি খবর। কারণ, বহুদিনের জল্পনা-কল্পনা চলার পর এবার স্বয়ং ছবির প্রযোজক সিলমোহর দিলেন।

ভোর থেকেই বৈরী আবহাওয়া। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। সকাল ১০টা বাজলেও কাজ না পেয়ে সড়কের পাশে কাজের অপেক্ষায় এই শ্রমজীবীরা। টাউন হলের সামনের সড়ক, কুমিল্লা।

হাওরে বোরোর চারা রোপণের ধুম

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জ জেলায় ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৬ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চারা রোপণ শুরু হয়েছে। এসব জমির জন্য জেলায় বীজতলা করা হয়েছে তৈরি ৫ হাজার ৬৫২ হেক্টর। রোববার (২২ ডিসেম্বর) সকালে হবিগঞ্জে লাখাই উপজেলার হাওর ঘুরে দেখা যায়, কৃষকররা বীজতলা থেকে চারা উত্তোলন করছেন। কিছু জায়গায় বীজতলা তৈরি করা হয়েছে ট্রেতেও। উত্তোলনের পর চাষাবাদ করা জমিতে নিয়ে শ্রমিক এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দ্বারা ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে লাখাই উপজেলায় ১১ হাজার ২০৮ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আর জেলার ৯ উপজেলা মিলে মোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৬ হেক্টর জমিতে ৩ ধরনের বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা।

তার মধ্যে ৫০ হাজার ৮৮৫ হেক্টর হাইব্রিড, উফসী জাতের ৭২ হাজার ৮০১ হেক্টর এবং স্থানীয় জাতের ধান আবাদ হবে ৫০ হেক্টর জমিতে। হাইব্রিড জাতে হেক্টরপ্রতি ৪ দশমিক ৬৮ টন, উফসীতে ৬ দশমিক ৯৩ টন ও স্থানীয় জাত থেকে প্রতি হেক্টর থেকে ১ দশমিক ৯ টন চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সে অনুযায়ী বোরো থেকে হবিগঞ্জে ৫ লাখ ২৪ হাজার ৩৪৫ টন চাল উৎপাদন হওয়ার কথা। ধানের হিসাবে গেলে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭ লাখ ৮৬ হাজার ৫১৮ টনে।

গাইবান্ধায় আমিরের আগমন উপলক্ষে লিফলেট বিতরণ

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধায় আগামীকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান এর আগমন উপলক্ষে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে পৌর শহরের অলি গলিতে ও উপজেলার সর্বত্রই এ লিফলেট বিতরণ উদ্বোধন করেন উপজেলা জামায়াতি ইসলামের সেক্রেটারী অধ্যাপক আতাউর রহমান ও পৌর আমির অধ্যক্ষ একরামুল হক। এ সময় তাদের সাথে ছিলেন পৌর জামায়াত এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীগণ। লিফলেট বিতরণ কালে নেতৃবৃন্দ সকল স্তরের জনগণকে জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে আহব্বান জানান।

বিরল শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন উপজেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে পূণরায় সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সম্পাদক সেলিম রেজাকে নিযুক্ত করে আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে বিরল উপজেলা মডেল মসজিদ হলরুমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরল উপজেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি নাজমুল ইসলাম ও সম্পাদক সেলিম রেজাকে নিযুক্ত করে আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করে দিনাজপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম। পরে নবনিযুক্ত সকল সদস্যকে শপথ পাঠ করান সভাপতি নাজমুল ইসলাম। শপথ বাক্য পাঠ শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সভাপতি মোঃ জাকিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর প্রধান উপদেষ্টা ও উপজেলা জামায়াতের আমীর হাফেজ মোঃ আব্দুর রশিদ, সেক্রেটারি আজমির হোসাইন ও জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সেক্রেটারি মোঃ এনামুল হোক। আলোচনা শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ আব্দুর রশিদ। পরে নাজমুল ইসলাম এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাঁথিয়ায় মাছের সাথে এ কেমন শত্রুতা

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সাঁথিয়ায় সরকারি ইজারাকৃত সোনাই বিলে রাতের আঁধারে বিষ প্রয়োগ করে প্রায় কোটি টাকা মুল্যের শতশত মণ মাছ মেরে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার গৌরীগ্রাম ও নন্দনপুর ইউনিয়নের সোনাই বিলে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে,সাঁথিয়া উপজেলায় প্রায় ৭৫একর জমি নিয়ে সরকারী একটি বিল কল্যাণপুর মৎজীবি সমবায় সমিতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ইজারা নেয়। তারা ওই বিল এলাকার বেকার যুবকদের নিয়ে বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় মাছ উৎপাদন ও রক্ষাণাবেক্ষণে অংশ নেয়। দীর্ঘদিন সেখানে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে পোনা উৎপাদনসহ নানা প্রজাতির মাছ ছাড়ে ওই বিলে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে দুস্কৃতিকারীরা বিলে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করে সমস্ত মাছ মেরে ফেলে। বিষ প্রয়োগের ফলে বিলের শোল, টাকি, শিং, বাইন, ভেদা, রুই, কাতল, জাপানি রুইসহ বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ মরে ভেসে উঠেছে এবং থকিছু মাছ মরে পঁচে ডুবে রয়েছে। সরজমিন সোনাই বিলে গিয়ে দেখা যায়, বিলের পাড়ে গ্যাসট্যাবলেট পড়ে রয়েছে। মাছ মরে সব ভেসে উঠেছে। স্থানীয়রা ওই পানি থেকে পঁচা মরা মাছ মেরে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় বিলের মৎস্য উৎপাদনকারী ও ইজারাদার কল্যাণপুর মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি আক্কাস আলীসহ এলাকার যুবক সাইফুল, রিপন,আসাদুল, আলীম জানান, আমরা এলাকার কতিপয় বেকার যুবকেরা মিলে দেশীয় মাছ উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করি। যখন ঠিক মাছটা মারবো, বিক্রি করবো ঠিক সেই মূহুর্তে দুস্কৃতিকারীরা আমাদের এতবড় ক্ষতিটা করলো। এটা শুধু আমাদের ক্ষতিই নয় এরা দেশেরও ক্ষতি করলো। সাইফুল ইসলাম বলেন,বিষয়টা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি । সাঁথিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) সাইদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিশান এনজিও শত কোটি টাকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা

মাধবপুর, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুরের তেলিয়াপাড়ায় নিশান এনজিও শত কোটি টাকা নিয়ে পলায়নে চেষ্টা করলে জনতা কর্মকর্তাদের তেলিয়াপাড়া অফিসে অবরুদ্ধ করে রাখে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালিন সংসদ সদস্য এড.আবু জাহের আর্শিবাদ পৃষ্ঠ ,নিশানের চেয়ারম্যান বেলাল ২০ বছর আগে প্রতিভা নামে একটি এনজিওর কর্মচারী ছিল। তার শ্যালক জালাল উদ্দিন সেনা বাহিনী থেকে বরখাস্ত ছিল। মাসুদ নামে এক কর্মচারী বেকার ছিল। তারা মিলে হবিগঞ্জের মাধবপুরের তেলিয়াপাড়ায় নিশান নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষকে প্রতি লাখে মাসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা মুনাফার প্রলোভন দিয়ে হবিগঞ্জ জেলা সহ মাধবপুর এলাকার শত শত ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে। বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনসহ ওই এমপির প্রভাব দেখিয়ে এসব অনিয়ম করে গেছে অবলিলায়। ব্যাংক বা ডাকঘরে আমানত জমা রাখলে প্রতি লাখে মাসে মুনাফা দেয় ভ্যাট বাদে ৭শ কি ৮ শ টাকা। কিন্তু নিশান এনজিওর অতি মুনাফার ফাঁদে পড়ে মাধবপুর এলাকার সব পেশার মানুষ কোটি কোটি টাকা জমা করেছে। কিন্তু আমানত রাখার নিশানের সরকারি কোন বৈধ অনুমোদন নেই। অনেক কালো টাকার মালিক সরকারকে ভ্যাট ট্যাক্স ফাঁকি দিতে গোপনে কোটি টাকা জমা করেছে। মাধবপুর সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা সোলায়মান মজুমদার বলেন,নিশান পরিবেশ, স্বাস্থ্য সমবায় সমিতির অনুমোদন নিয়ে গত ১৫ বছর গোপনে মাধবপুর, চুনারুঘাট ও শ্রীমঙ্গলে কর্ম এলাকার বাইরে গিয়ে এনজিওর আদলে ঋন বিতরন কার্যক্রম শুরু করেন। তখন নিশানের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এরপর নিশান গত কয়েক বছর ধরে অতি মুনাফ-ার লোভ দেখিয়ে এলাকার মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আমানত সংগ্রহ করতে পারে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু তারা শুরুতেই বেআইনি কাজ শুরু করে। বেশি মুনাফা দেখে শত শত লোক জমি বিক্রি,ব্যবসার টাকা সহ নিজের সহায় সম্বল বিক্রি করে নিশানে জমা করেছে। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা জানান,নিশানের চেয়ারম্যান বেলাল ২০ বছর আগে প্রতিভা নামে একটি এনজিওর কর্মচারী ছিল। তার শ্যালক জালাল উদ্দিন সেনা বাহিনী থেকে বরখাস্ত ছিল।মাসুদ নামে এক কর্মচারী বেকার ছিল।এখন বেলাল, জালাল, মাসুদ,আমেনা ও তাদের ছেলেদের নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে।যাদের বৈধ আয়ের কোন উৎস নেই। তাদের সবার রয়েছে নামিদামি গাড়ি। মাধবপুরে সবকটি ব্যাংক থেকে তারা কোটি কোটি টাকা লেনদেন করেছে। জনগনের টাকা তারা নিয়ে দেশে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছে।স্থানীয়দের দাবি বিগত ১৮ বছর হবিগঞ্জ শহরের প্রভাবশালী ওই এমপির ছত্রছায়ায় বেলাল জালালরা মানুষের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনে বেলাল নিশানের পক্ষ থেকে টাকা দিয়েছে। বেলালের মুল বাড়ি ওই এমপির আসনে চরহামুয়া গ্রামে। এখন আমানতকারিরা পড়েছে মহা চিন্তায়। টাকা ফেরত পেতে প্রতিদিন তেলিয়াপাড়া অফিসে লোকজন জড়ো হয়ে দেনদরবার করছে কিন্তু টাকা ফেরত দেয়না। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর নিশানের লোকজন বিদেশে পালিয়ে যেতে ষড়যন্ত্র করে। ইতিমধ্যে তাদের আশ্রয়দাতা বিদেশে পালিয়ে গেছে। জনতার তোপের মুখে পড়ে গত শনিবার রাতে নিশানের এমডি জালাল উদ্দিন বলেন,তারা মানুষের কাছ থেকে ১৫০ কোটি টাকা নিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যবসায় তারা টাকা বিনিয়োগ করেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারনে তারা টাকা পাচ্ছেনা। তাই তারা আমানতদারীদের টাকা ফেরত দিতে পারছেনা। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান- কয়েক বছর আগে সমবায় অফিস থেকে নিশান নিবন্ধন নেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমাদের অফিসে কোন যোগাযোগ করেনি।

তৈয়াবুরে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

কচুয়া, বাগেরহাট প্রতিনিধি : মাদকমুক্ত দেশ নির্মাণে,এসো মিলি তারুণ্যের উৎসবে স্লোগানকে সামনে রেখে শেখ তৈয়াবুর রহমান স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে ২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বীর শহীদের স্মরণে বাগেরহাটের কচুয়ায় শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার শেখ তৈয়াবুর রহমান স্মৃতি সংসদ এবং বিসমিল্লাহ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এর আয়োজনে মঘিয়া ইউনিয়ন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মোট ১৬ টি টিম অংশ নেয়। কচুয়া উপজেলা কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাঃ আরাফাত আল মেহেদীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শেখ তৈয়াবুর রহমান স্মৃতি সংসদের সদস্য সচিব মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রেদওয়ান শিকদারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত খেলায় সভাপতি হিসেবে ছিলেন মঘিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান লাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কচুয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার দাস,মঘিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মোঃ নিজামুল কবির,যুব নেতা সুজন শেখ, উপজেলা তাতী দলের সদস্য সচিব মোঃ তরিখ,ছাত্রদল নেতা মোঃ ইমরান হোসেন প্রমূখ। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

কয়রায় ইয়াবাসহ ২ মাদককারবারী আটক

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : কয়রা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ ২ জন মাদককারবারীকে আটক করেছে । এ সময় তাদের নিকট থেকে ৩৭ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। গত শনিবার রাত ১০ টার দিকে চাঁদআলী সেতুর উপর থেকে এ সকল ইয়াবাসহ তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, উপজেলার সজিদকুড় গ্রামের আবু সুফিয়ান (২৪) ও মহারাজপুর গ্রামের আবু হানিফ (৩০)।

নালিতাবাড়ীতে নকল স্বর্ণের বারসহ আটক ১

শেরপুর প্রতিনিধি : একটি নকল স্বর্ণের বারসহ বটু মিয়া (২৮) নামের এক প্রতারককে আটক করেছে নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ। গতকাল রোববার দুপুরে শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌরশহরের তারাগঞ্জ মধ্যবাজারের কামারপট্রি রোড থেকে তাকে আটক করা হয়। বটু মিয়া শেরপুর সদর উপজেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের সোনাবরকান্দা গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে। জানা গেছে, আটক বটু মিয়া নকল স্বর্ণের বার বিক্রি প্রতারক চক্রের একজন সদস্য। তিনি গতকাল রোববার দুপুরে নালিতাবাড়ী শহরের জনৈক মহিলার কাছে খাঁটি স্বর্ণের কথা বলে একটি নকল স্বর্ণের বার বিক্রি করেন। ক্রেতা ওই মহিলা স্বর্ণের বারটি আসল কিনা তা যাচাই করার জন্য শহরের মতি জুয়েলার্সের দোকানে যান। স্বর্ণকার ওই বারটি পরীক্ষা করার নকল বলে প্রমাণিত হলে উপস্থিত জনতা বটু মিয়াকে আটক করে থানা পুলিশের কাছে তুলে দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছানোয়ার হোসেন বলেন, আটক প্রতারক বটু মিয়ার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

পিরোজপুরের কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

পিরোজপুর প্রতিনিধি : "প্রাণের জাগরনে তুমি আলোর দিশারী, উর্ধ্বশিরে তুমি বরেণ্য, তুমি অজেয়, তুমি নব শতকের পাঞ্জেরী" এই পাঞ্জেরী হলেন পিরোজপুর জেলার একজন দানবীর মরহুম আব্দুস সোব্হান। তিনি কেবল দানবীরই ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী। তিনি জেলার সদর উপজেলার তেজদাসকাঠী গ্রামের বাসিন্দা। তেজদাসকাঠী গ্রাম এবং সন্নিহিত গ্রামের মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে তাঁর একক প্রচেষ্টায় ওই গ্রামে ৩০ বছর আগে তেজদাসকাঠী কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর গ্রামে তিনি কেবল একটি কলেজই নয়, প্রতিষ্ঠা করেছেন শিশু শিক্ষালয়, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা। মরহুম আব্দুস সোব্হান নিজের নাম প্রচার বিমুখ ছিলেন। তাই তিনি যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করেন তখন গ্রামের সব মানুষ প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম তার নামে করার প্রস্তাব করলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখান করেন। গত শুক্র ও শনিবার দু'দিন ব্যাপী জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেজদাসকাঠী কলেজের ৩০ বছর পূর্তি উৎসব শেষ হলো। এ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে কলেজের নতুন ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় ছিল মুখরিত। দু'দিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব পিরোজপুরের কৃতি সন্তান বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক, পিকেএসএফ এর চেয়ারম্যান সাবেক অর্থ সচিব জাকির আহমেদ খান ও সাবেক সিনিয়র সচিব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে এক আলোচনা সভায় জাকির আহমেদ খান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা বড়দের সম্মান করবে ও মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে যাতে মানুষের মত মানুষ হতে পারো। ভাল করে লেখাপড়া করো দেখবে তোমার চাকুরী খোঁজা লাগবেনা, চাকুরী তোমাকে খুঁজবে। কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পিরোজপুর এর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান এর সভাপতিত্বে মরহুম আব্দুস সোব্হানের যোগ্য উত্তরসুরী পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক তেজদাসকাঠী কলেজের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন এর সঞ্চালনায় ওই সভায় বক্তব্য রাখেন বরিশাল রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মো: নাজিমুল হক, পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ মো: মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খান।

তালতলীতে ইয়াবাসহ আটক ২

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে খাইরল মুন্সী(২১) নামের এক মুদি দোকানীকে ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাত ১১ টার দিকে উপজেলার ফকিরহাট বাজারের নিজ মুদি দোকান থেকে তাকে আটক করেন।

হিলিতে স্বল্প মূল্য টিসিবি পণ্য বিক্রয় শুরু

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হাকিমপুর হিলি পৌরসভা সহ উপজেলায় ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে স্বল্পমূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে টিসিবির পণ্য পেয়ে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষেরা। তবে এবারে তেল না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ এসব ফ্যামিলি কার্ডধারীরা। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় হাকিমপুর সরকারি কলেজ মাঠে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের সহকারী ইনিজিনিয়ার আজমীর শেখ। টিসিবির পণ্য নিতে আসা গৃহবধূ মিনারা বেগম বলেন,বাজারে সব জিনিসের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন সময়ে স্বল্প মূল্য এসব টিসিবির পণ্য পেয়ে আমরা খুবই খুশি। তবে এবারে তেল না পাওয়ায় আমরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। এসময় হাকিমপুর হিলি পৌরসভার টিসিবির পণ্য বিক্রেতা ডিলার আলম হোসেন ও বিক্রয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। হাকিমপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত রায় জানান, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক এ উপজেলায় ১০ হাজার ৫শ ৭১ জনকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এবার ২ কেজি মসুর ডাল ও ৫ কেজি চাল ২৭০ টাকা প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। ফ্যামিলি কার্ডধারীরা পৌরস-ভাসহ উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ১২টি পয়েন্ট থেকে পর্যায়ক্রমে এসব টিসিবি পণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন বলে জানান তিনি। ছবি দেয়া আছে মুন্সীগঞ্জে সাদপন্থী তাবলীগ অনুসারীদের কার্যক্রম নিষিদ্বসহ ৩ দফা দাবীতে স্মারক লিপি পেশ ,বিক্ষোভ মিছিল

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি- মুন্সীগঞ্জ জেলার সকল মসজিদে সাদপন্থীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ,তাবলীগের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টির অপচেষ্টা রোধ ,এলাকার সাদপন্থীদের সরকারী উদ্যোগে তালিকা করে আইনী ব্যবস্থা গ্রহনের দাবীতে স্মারক লিপি পেশ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বেলা ১১ টায় তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ (শূরায়ে নিজাম) মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আল্লামা আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুরের আহ্বান সাড়া দিয়ে কয়েক শত তাবলীগ অনুসারী মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবনের সামনে সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন মাওলানা হাসান নকিব,মুফতি নিসার আহমেদ মাওলানা হুসাইন আহমেদ ইছহাকি,মাওলানা আব্দুল গাফফার ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হাসান ,প্রফেসর আ: মান্নান,মুফতি ইনুস কাসেমী প্রমুখ। বক্তারা সাদপন্থী দের তাবলীগজামাত বিভক্তকারী,উগ্র সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,সাদপন্থীরা টঙ্গী এজতেমা মাঠে ঘুমন্ত ও নামাজরত তাবলীগী সাথীদের ওপর নৃশংস আক্রমন কওে ৪ জনকে শহীদ করেছে। জেলার সার্বিক আন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অবিলম্বে সাদপন্থীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার জোর দাবী জানান। পরে মিছিল সহকারে ওলামায়ে কেরাম ও তৌহিদী ছাত্র জনতার পক্ষে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারক লিপি পেশ করা হয়।

টাঙ্গাইলে গরীব অসহায়দের শীতবস্ত্র বিতরণ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : যুবদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষ থেকে টাঙ্গাইলের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে সদর উপজেলার কাকুয়া ইউনিয়নের শাহরিয়ার হাসান মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে টাঙ্গাইল জেলা মহিলাদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মমতাজ করিম এ শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় চার শতাধিক অসহায় শীতার্তদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, বিশিষ্ট শিল্পপতি আবুল কালাম আজাদ, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ পাহেলী, নজরুল ইসলাম ও যুবদল নেতা আব্দুল্লাহ হেল কাফী, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক তানভীর হাসান রুবেল, মোহাম্মদ আজাদ মিয়া প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ছাত্রদল নেতা নাইম। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বড়পুকুরিয়ায় পরিত্যক্ত লোহা বিক্রি

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর : দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভিতরে অকেজো ঘোষিত লোহা বিক্রির ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২শত টাকা। এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানেনা বড়পুকুরিয়ার কয়লা খনি থেকে লোহা বিক্রয়ের বিষয়টি। বড়পুকুরি কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন আগে অকেজো ঘোষিত লৌহ, রাবার, তামা, খুচরা যন্ত্রাংশ ও রাইট-অফকৃত স্ক্যাপ মালামাল নিলাম প্রদান করেন। সেই মালামালগুলি খনির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় যেখানে যে অবস্থায় পড়ে আছে নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেনা কল্যাণ সংস্থা এসকেএস টাওয়ার (১০ম তলা ঢাকা) ভিআইপি রোড, মহাখালী-১২০৬ পেয়ে থাকেন। উক্ত সংস্থা আয়কর ও ভ্যাট সহ সমুদয় অর্থ ২২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ২১০ টাকার মালামালের মূল্য ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২শত টাকা ও অন্যান্য সহ পে-অর্ডারের মাধ্যমে ১৫ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিঃ এর অনুকুলে সোনালী ব্যাংক, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করেন। এ বিষয়ে কোম্পানীর হিসাব খাতওয়ারী অন্তভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন উপ-মহাব্যবস্থাপক আবুল কালাম মুহম্মদ বদরুল আলম। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লি. ও মহা-ব্যবস্থাপক সারফেস অপারেশন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বিভাগ কে অবগত করেন। এ দিকে গতকাল রোববার সকাল থেকে কয়লা খনি এলাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খনির মালামাল বাহির হওয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেন। অপরদিকে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ সাইফুল ইসলা সরকারের সাথে এ বিষয় নিয়ে জানার জন্য একাধিকবার ফোন দিলেও ফোন গ্রহণ করেননি। বিষয়টি নিয়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক ও প্রশাসন এর মোঃ আলতাফ হোসেনের নিকট অভিযোগ করলে তিনি জানান, এ বিষয়ে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেন ফোন গ্রহণ করবেন না বিষয়টি আমি দেখছি। খনির মালামাল বিক্রয় বিষয়ে কথা বললে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উপ-মহা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম মোঃ বদরুল আলম জানান, সকালে আমরা খনির মালামাল বিক্রয়ের উদ্বোধন করি। খনির বাহিরে ব্যবসায়ীরা বৈঠক করছে এ বিষয়ে আমার জানা নেই। উচ্চ আদালতে মামলা থাকলেও অনেকে মামলা তুলে নেন। আবার অনেকে এখনও সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা তুলে নাই। ২৫ বছর পর খনির পরিত্যক্ত অকেজো মালামাল বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই মালামালগুলি অবশেষে সেনা কল্যাণ সংস্থা টেন্ডারের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। এ নিয়ে এলাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ইটভাটায় পুড়ছে ফসলি জমির প্রাণ

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনির্ধি : কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেল লাইনের ধারে ও জনবসতি এলাকায় গড়ে উঠেছে অবৈধ ইটভাটা। দীর্ঘদিন থেকে অবৈধ ভাবে ভাটাগুলো পরিচালিত হয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন অজ্ঞাত কারনে নিরব ভুমিকা পালন করায় জনমনে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্ন। অবলম্বন করা হচ্ছে কৌশল, সরকারী আইনকে দেখানো হচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গুল। আর ফসলি জমির প্রাণ পোড়ানো হচ্ছে ইট ভাটায়। নিয়ম নীতি না মেনেই জনবসতি ও ফসলি জমিতে অবৈধ ভাবে ইটভাটা নির্মান। পুড়ছে কৃষকের স্বপ্ন, উৎপাদনে রয়েছে ধস নামার আশঙ্কা। নজর নেই প্রশাসনের। মেসার্স এন.এস ব্রিকস, মেসার্স ওয়ারেছ ব্রিকস, ওসমান সাফফাত ব্রিকসসহ চারটির অনুমোদন নেই জানিয়ে চিলমারীতে একটির অনুমোদন আছে বলে জানান, পরিবেশ অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম। জানা গেছে, কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় সরকারী আনইকে তোয়াক্কা না করেই জনবসতি গ্রামের মাঝে এবং দুই ও তিন ফসলি জমিতে অবৈধ ইটাভাটা নির্মান এছাড়াও ইটভাটা আইন লজ্ঘন করে ফসলি জমির মাটি দিয়ে ইট তৈরি করা হচ্ছে। সাধারণ কৃষককে নগদ টাকার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ করছে আবাদি জমির উপুরি ভাগের (টপ সয়েল) মাটি। দালালদের খপ্পরে পরে কতিপয় জমির মালিক ইটভাটায় মাটি বিক্রি করছেন। এদিকে আইন থাকলেও প্রশাসন তা প্রয়োগ করছে না অজ্ঞাত কারনে। তাই অবাধে চলছে জমির উপরিভাগের মাটি বিক্রি।

দিঘলিয়ায় কার্পেটিং কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের চন্দনীমহল বাজার মোড় বকুলতলা পূজা মন্দীর থেকে মল্লিকপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত এলজিইডির রাস্তা নির্মাণে নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নিম্নমাণের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার ও বিটুমিন পরিমাণে কম দেওয়া হয়েছে। সিডিউল অনুযায়ী কোনো কাজ হচ্ছে না। রাস্তার কার্পেটিং কাজ শেষ না হতেই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে কার্পেটিং উঠে ও রাস্তা দেবে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন এলজিইডির কার্য সহকারি আসাদুজ্জামান ও উপসহকারী প্রকৌশলী এনামুল হক। এমনকি নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করায় উক্ত এলজিইডি কার্য সহকারী এলাবাসীর সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং হুমকি ধামকি দেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগে জানা যায়। এসব কারণে রাস্তা নিয়ে গ্রামের সুবিধাভোগী মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এমনকি তারা রাস্তার কাজ নিম্নমানের হওয়ার ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী ও দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামকে অবহিত করেছেন। উপজেলার সেনহাটি ইউনিয়নের চন্দনীমহল বাজার খেয়াঘাট থেকে মল্লিকপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত ১ হাজার ৫১৫ মিটার রাস্তার কাজের মূল্য ধরা হয়েছে ৭৫ লাখ ২৩ হাজার ৯৫৫ টাকা। রাস্তায় নিম্নমানের বিটুমিন দিয়ে কার্পেটিং কাজ করা হয়েছে এবং পরিমাণে কম ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া রাস্তায় পিচ ঢালার পূর্বে ভালোভাবে পরিস্কার করা হয়নি, মাটির উপরেই পিচ ঢেলে রুলার করা হয়েছে। রুলারও ঠিকমত করা হয় নি। সরে জমিনে পরিদর্শনে এমনটিই দেখা গেছে।জানা গেছে, সৈয়দ আবরার ও সৈয়দ আমীর রেজা নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজটি করছেন তেরোখাদা উপজেলার লক্ষরপুর গ্রামের মোঃ আলমগীর ফকির নামের এক ঠিকাদার। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কাঁদা-মাটি পড়ে রাস্তায় খোয়ার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপরেও গত কয়েকদিন পূর্ব থেকে রাস্তা ভাল ভাবে পরিস্কার না করে তার ওপর কার্পেটিং কাজ শুরু করা হয় ।এতে রাস্তার কার্পেটিং কাজে অনিয়মের অভিযোগ তোলে এলাকাবাসি। রাস্তাটি জায়গায় চওড়া জায়গায় চিকন করা হয়েছে। জায়গায় পুরু জায়গায় পাতলা কার্পেটিং ঢালায় দেওয়া হয়েছে। গাইড ওয়াল ভেঙ্গে ইট পাশের গর্তে পড়ে থাকলেও সেগুলো মেরামত করা হয়নি। গাইড ওয়ালের ইট নড়বড় করছে। এলাকাবাসী সরেজমিনে গোটারাস্তা ঘুরে সাংবাদিকদের দেখান।

বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ময়ূরের পালক বিক্রি করছেন এই ব্যক্তি। প্রতিটি পালক ২০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাহেববাজার, রাজশাহী,

অ্যাটলেটিকোর কাছে হারের তিক্ত স্বাদ পেলো বার্সা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আলেকজান্ডার সরলোথের শেষ মুহূর্তের গোলে নাটকীয় এক জয় পেলো অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। গত শনিবার লা লিগায় তারা ২-১ গোলে বার্সেলোনাকে হারিয়ে আবার উঠে গেছে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের যেন স্বপ্নের যাত্রা চলছে। এ নিয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১২ ম্যাচ জিতলো তারা। সেইসঙ্গে কাটলো বড় এক আক্ষেপ। বার্সেলোনার মাঠে ১৮ বছরের মধ্যে যে প্রথমবার জয় নিয়ে ফিরলো ডিয়েগো সিমিওনের দল। ১৮ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে এখন তালিকার শীর্ষে অ্যাটলেটিকো। এক ম্যাচ বেশি খেলে এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে বার্সা। টানা তিন ম্যাচ জয়শূন্য তারা। অথচ ঘরের মাঠে শুরুটা ভালোই ছিল বার্সার। ম্যাচের আধ ঘণ্টার মাথায় গাভির সঙ্গে ওয়ান টু পাসে বক্সে ঢুকে পড়েন পেদ্রি, নিচু শটে পরাস্ত করেন গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাককে। দাপট দেখিয়ে খেললেও ব্যবধান আর বাড়াতে পারছিল না স্বাগতিকরা। বিরতির পর রাফিনহার চিপ শট লেগে যায় ক্রসবারে, ফেরমিন লোপেজের কাছে থেকে নেওয়া শট আটকে দেন ওবলাক। ছয় গজ বক্সে বল পেয়েও দুর্বল শটে সুযোগ নষ্ট করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। মার্ক কাসাদো ভুলের সুযোগ নিয়ে ৬০তম মিনিটে এসে অ্যাটলেটিকোকে সমতায় ফেরান রদ্রিগো ডি পল। বক্সে আরেক আর্জেন্টাইন হুলিয়ান আলভারেজের পাস ব্যাক-হিল ফ্লিকে ক্লিয়ারের চেষ্টায় পারেননি কাসাদো। বল পেয়ে ডি পল বক্সের বাইরে থেকে শটে জালে পাঠান। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ম্যাচের নির্ধারিত সময় শেষ হয় সমতায়। ইনজুরি টাইমে ৯৬তম মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা সোরলথ। ডানদিক থেকে নাহুয়েল মলিনার পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন সোরলথ। এই গোলই ২০০৬ সালের পর বার্সার মাটিতে অ্যাটলেটিকোর প্রথম জয় নিশ্চিত করে দেয়।

‘এত বছর ক্রিকেট খেলার পর আমাদের একটা স্টেজে আসা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ শেষে করে আজ রোববার দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দলের প্রথম বহর। যেখানে ছিলেন চার ক্রিকেটারসহ কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। পরবর্তীতে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন এই কোচ। সালাহউদ্দিন বলেন, 'যদি টি-টোয়েন্টি জিতেও থাকি, তবু আমাদের দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের অনেক জায়গা আছে, যেগুলো তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে হবে। আমার মনে হয় না খুব বেশি সময় নেওয়া উচিত। কারণ, অপেক্ষা করতে করতে অনেক দিন পেরিয়ে যায়।' 'আমরা এত বছর ক্রিকেট খেলার পর আমাদের একটা স্টেজে আসা উচিত, যেখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেট খেলব। সেটার জন্য আমাদের যে জায়গাগুলো দেখা দরকার, সেগুলো তাড়াতাড়ি দেখব।'

ফাঁস হলো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়সূচি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পাকিস্তানের মাটিতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলের উপরেই সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে আইসিসি। তারপরও এই টুর্নামেন্ট নিয়ে সূচি ঘোষণা করতে পারছে না বিশ্ব ক্রিকেটে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। আনুষ্ঠানিকভাবে সূচি ঘোষণা না হলেও অবশ্য কিছুটা আভাস পাওয়া গেল কবে শুরু হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) একটি সূত্র দেশটির গণমাধ্যমে জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে, চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম ম্যাচ ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার হাইভোল্টেজ লড়াইটি মাঠে গড়াবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ভারতেরই বিপক্ষে, টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন ২০ ফেব্রুয়ারি। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে।

কোন ভাবেই জয়ের ধারায় ফিরতে পারছেনা ম্যানসিটি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যানচেস্টার সিটির দৈন্যদশা চলছেই। তাদের দুঃসময় যেন কাটছেই না। একের পর এক ম্যাচ হেরেই চলছে তারা। কোন ভাবেই ফিরতে পারছেনা জয়ের ধারায়। সবশেষ গত শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার কাছে তারা হেরে গেছে ২-১ ব্যবধানে। যা সব ধরনের প্রতিযোগিতায় স্কাই ব্লুজদের নবম হার। আর এই হারে বর্তম্যান চ্যাম্পিয়নরা পয়েন্ট টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে। ১৭ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ ২৭ পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে তাদের পয়েন্ট ব্যবধান এখন বেড়ে হয়েছে ৯! অন্যদিকে ম্যানসিটিকে পেছনে ফেলে অ্যাস্টন ভিলাও উঠে গেছে পঞ্চম স্থানে। সমান ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। ঘরের মাঠে এদিন ম্যাচের ১৬ মিনিটেই এগিয়ে যায় অ্যাস্টন ভিলা। এ সময় মর্গান রজার্সের বাড়ানো বল পেয়ে বাম পায়ের শটে জালে জড়ান জন ডুরান। বিরতির পর ৬৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ভিলা। এ সময় জন ম্যাকগিনের বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে গোল করেন মর্গান রজার্স। ম্যাচের যোগ করা সময়ে গিয়ে একটি গোল শোধ দেয় ম্যানসিটি। ৯০+৩ মিনিটের মাথায় ফিল ফোডেনের করা গোলটি কেবল ব্যবধান কমিয়েছে। হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের পর পেপ গার্দিওলা অবশ্য খেলোয়াড়দের ইনজুরির সমস্যার কথা বলেছেন, ‘এটার

সমাধান হলো ইনজুরি থেকে খেলোয়াড়দের ফিরে আসা। আমাদের এখন কেবল একজন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রয়েছে, যিনি পুরোপুরি ফিট। এভাবে খেলা তো কঠিন। পরবর্তী ম্যাচে আমরা ভালো কিছু করার চেষ্টা করবো। আরও একটি সুযোগ আমাদের জন্য। আশা করছি ভালো সময় বেশি দূরে নয়।’

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সামনে রেখে স্কোয়াড ঘোষণা দিলো ইংল্যান্ড

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ভারত সফরের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। ১৫ জনের স্কোয়াডে জায়গা হননি চোটে পড়া বেন স্টোকসের। আছেন জফরা আর্চার। এছাড়া দলে ফিরছেন জো রুট। যদিও এখনো অফিশিয়াল ভাবে প্রকাশ পায়নি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফিকশ্চার। ঘোষণা হয়নি টুর্নামেন্ট কবে শুরু হবে। তবে সেসবের আগেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। জানুয়ারি মাসে ভারত সফর করবে ইংলিশরা। সফরে থাকবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এসব কিছুরই স্কোয়াড একসাথে ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি - দুই দলেই ১৫ জন করে রেখেছে ইংল্যান্ড। তবে বাদ পড়েছেন বেন স্টোকস। নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। এতেই ছিটকে গেলেন ভারত সফর ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড থেকে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে মাত্র একটি পরিবর্তন আছে। তাছাড়া দুই স্কোয়াডের বাকি ১৪ জন একই ব্যক্তি। কেবল ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াডে আছেন জো রুট কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে তিনি নেই। আর ওয়ানডে স্কোয়াডে না থাকলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে আছেন রেহান আহমেদ। **ভারত সফর এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ইংল্যান্ড ওডিআই স্কোয়াড :** জস বাটলার (অধিনায়ক), জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট , সাকিব

মাহমুদ, ফিল সল্ট ও মার্ক উড। **ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড :** জস বাটলার (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট ও মার্ক উড।

প্যালেসের জালে আর্সেনালের গোল উৎসব

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে কারাবাও কাপের সেমিফাইনালে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। তিনদিনের মাথায় প্রিমিয়ার লিগে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জোড়া গোল করলেন গ্যাব্রিয়েল হেসুস। অর্থাৎ দুই ম্যাচে ৫ গোল হলো ব্রাজিলিয়ান তারকার। গত শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে গোল উৎসবে মেতেছিল আর্সেনাল। ম্যাচটি তারা জিতেছে ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে। এই জয়ে ১৭ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছে আর্সেনাল।

এক ম্যাচ কম খেলে ৩৪ পয়েন্ট চেলসির। ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে লিভারপুল। দাপট দেখিয়ে খেলা ম্যাচে ষষ্ঠ মিনিটে হেসুসের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। প্যালেস অবশ্য দ্রুতই লড়াইয়ে ফিরেছিল। ১১ মিনিটে সমতা ফেরান সার। তবে এর তিন মিনিট পরই হেসুস নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৩৮ মিনিটে ৩-১ করেন কাই হাভার্টজ। ৬০ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি আর ৮৪ মিনিটে ডেক্লান রাইসের গোলে ৫-১ ব্যবধানের বড় জয় নিশ্চিত করে আর্সেনাল।

লাইফস্টাইল

মুড়ি খেলে কি ওজন কমে?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জলখাবার হিসেবে মুড়ি খেতে সবাই পছন্দ করেন। বিশেষ করে ডায়াবেটিসের রোগীদের কাছে মুড়ি খুব জনপ্রিয়। সকাল-বিকালের নাশতায় সেহজ উপায় হিসেবে তারা মুড়িকেই বেছে নেন। তবে মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি মুড়িতে কতটা পুষ্টিগুণ রয়েছে, সে সম্পর্কে জানেন না অনেকেই। মুড়ি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. শিমু আক্তার। চলুন জেনে নেই- ওজন কমাতে: যারা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তাই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে। গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়াসহ গ্যাসের সমস্যা হয়। মুড়ি সেসব ক্ষেত্রে ভালো সমাধান হতে পারে। বিশেষ করে মুড়ি পানিতে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাদের জন্য মুড়ি খুব

উপকারী। হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ ‘ভিটামিন ডি’ বিদ্যমান, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়। ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়। যাদের সতর্ক হতে হবে ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে নাশতা হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে বেশ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় এবং ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি নাশতা হিসেবে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো। কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যারা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তারাও মুড়ি খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, মুড়িতে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

মোজা পরে ঘুমানো কি স্বাস্থ্যকর?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : এবার বেশ খানিকটা আগেভাগেই চলে এসেছে শীত, ভালোই জেঁকে বসেছে। ভারি কাপড় পরে বাইরে বের হতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে অনেকেই উষ্ণ থাকতে বাসার ভেতরে মোজা পরছেন, রাতে ঘুমাচ্ছেনও মোজা পরে। তবে অনেকেই জানেন না, মোজা পরে শোয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর। চিকিৎসকরা বলছেন, মানুষের হাত ও পা অতিমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়াকে রায়নাউড সিনড্রোম বলা হয়, যার ফলে পায়ে ভালোভাবে রক্ত পৌঁছাতে পারে না। এতে করে হাত ও পায়ে অসাড়তা তৈরি হয়। শীতের রাতে পায়ে মোজা পরলে এই সিনড্রোমের উপসর্গ কমে। মোজা পরে ঘুমালে পা উষ্ণ থাকে, ফলে রক্ত সঞ্চালন ভালোভাবে হয়। এর ফলে শরীরে রক্ত প্রবাহ এবং অক্সিজেন প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট থাকে এবং হার্ট, ফুসফুস এবং পেশী তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতাকে কাজ লাগাতে পারে। নারীদের মেনোপজের সময় রাতে হট ফ্ল্যাশ দেখা দিলে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, শরীর গরম এবং ঘাম অনুভব হয়। মোজা পরলে পায়ের অংশ উষ্ণ থাকে যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে পা একটি। যখন পা ঠান্ডা থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাতে অসুবিধা হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ছয়জন পুরুষ নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোজা পরিহিত পুরুষরা ৩২ মিনিট বেশি এবং মোজা ছাড়া ব্যক্তিদের তুলনায় সাড়ে ৭ মিনিট পূর্বেই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শীতে গরম পানি ব্যবহারের উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতকালে ঠাণ্ডা পানি জমের মতো ভয় পান অনেকে, বিশেষ করে ঠাণ্ডাজনিত রোগ যাদের পিছু ছাড়ে না। বর্তমানে শীতের ঠাণ্ডা আবহাওয়া চারিদিকে। গোসলের জন্য তাই কুসুম গরম পানি তাদের চাই-ই চাই। তবে গরম পানি যে আপনাকে কেবল ঠাণ্ডা হাত থেকেই রেহাই দেবে তা কিন্তু নয়, রয়েছে বেশকিছু উপকারিতা। গরম পানি শরীরের রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে, ক্লান্তি দূর করে এবং পেশিগুলোকে আরাম দেয়। স্ট্রেস কমাতে, বাতের ব্যথা এবং দ্রুত ঘুম আনতেও সাহায্য করে। তবে শীতের দিনে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। শীতে গরম পানির নানা রকম উপকারিতা নিয়ে লিখেছেন প্রিয়াঞ্জলি রুহি।

১. শীতকালে কুসুম গরম পানি শরীরের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস কুসুম গরম পানি হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

২. কুসুম গরম পানি মেটাবলিজম বাড়িয়ে ওজন কমাতেও সাহায্য করে। ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৩. ঠাণ্ডা লাগার ঝুঁকি কমাতে গরম পানি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৪. আপনার দৈনন্দিন কাজেও বাড়তি সুরক্ষা দেয় কুসুম গরম পানি। শীতকালে থালাবাসন বা কাপড় ধোয়ার জন্য ঠাণ্ডা পানি ঘাঁটাঘাঁটি করলে সর্দি-কাশির ঝুঁকি বাড়ে, এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন গরম পানি। তাছাড়া নিত্যব্যবহারের জিনিসপত্র জীবাণুমুক্ত করতেও সহায়তা করে এটি।

৫. ত্বক সুস্থ রাখতেও গরম পানি দিয়ে গোসল করা উচিত। এর ফলে ত্বক থেকে মরা কোষ বেরিয়ে যায়। পানি গরম করার জন্য বাজারে পাওয়া যায় গিজার, ইলেকট্রিক কেটলির মতো আধুনিক হোম অ্যাপ্লায়েন্স। যা দিয়ে সহজেই করতে পারেন গরম পানি। তবে গোসলের জন্য গরম পানি করতে গিজার হতে পারে আপনার আদর্শ সঙ্গী। চায়ের জন্য ইলেকট্রিক কেটলি। এসব ইলেকট্রিক পণ্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, ব্যবহারও বেশ সহজ।

শীতে ড্রাই আই’র সমস্যা কমাতে করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতকালে চোখের সমস্যা খুব কমন। বাতাসে আর্দ্রতা কমলে চোখেও শুষ্কভাব বাড়ে। ড্রাই আইসের সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে শুধু যে সর্দি-কাশিই সবচেয়ে বিরক্তিকর সমস্যা, তা নয়। চোখে জ্বালাভাব, চুলকানি, চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়াড় শীতকাল এলেই বাড়ে এই সব সমস্যাও। এমন কী ঠান্ডা হাওয়া, রোদ, ধুলো-বালি সব কিছুই চোখের উপর প্রভাব ফেলে। তাই এই শীতে চোখকে ভালো রাখতে কী-কী করবেন, চলুন জেনে নিই- ১) শীতকালে ড্রাই আইসের সমস্যা খুব কমন। ড্রাই আইস হলে চোখে জ্বালা ভাব বাড়ে, রোদে চোখ খোলা যায় না, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ে। এই সমস্যা এড়াতে চোখে লুব্রিকেটিং আই ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া রোদে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। স্ক্রিন টাইম কমিয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২) শীতে রোদের তেজ কম থাকলেও ইউভি রশ্মি কিন্তু সারা বছরের মতোই ক্ষতিকর। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি চোখের রেটিনা ও কর্নিয়ার ক্ষতি করে। ল্যাপটপ, মোবাইলের স্ক্রিন চোখ রাখলে যতটা ক্ষতি হয়, একই ক্ষতি হয় সূর্যের আলোতেও। তাই রোদে বেরোলে সানগ্লাস মাস্ট। ৩) শীতকালে যে কোনও সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ভাইরাল কনজেক্টিভাইটিস হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে চোখে। এই সমস্যা এড়াতে ঘন ঘন চোখে হাত দেবেন না। চশমা পরলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করুন। লেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকুন।

৪) ধুলো-বালির কারণে চোখে অ্যালার্জি হতে পারে। চোখে চুলকানি, লালচে ভাব, চোখ দিয়ে পানি পড়ার সমস্যা বাড়ে। তাই চেষ্টা করুন বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখার। রাস্তায় বেরোলে সানগ্লাস বা চশমা ব্যবহার করুন। চুলকানি হলে নোংরা হাতে চোখ রগড়াবেন না। এ ছাড়া অ্যান্টি-অ্যালার্জি আই ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন। ৫) চোখকে ভালো রাখতে গেলে স্ক্রিন টাইম কমাতে হবে। পাশাপাশি ২০-২০-২০ রুল মানতে পারেন। অর্থাৎ প্রতি ২০ মিনিট অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য ২০ ফিট দূরে তাকান। চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপ্টা দিতে পারেন। এ ছাড়া ভিটামিন এ, সি, ই, জিঙ্ক ও লুটেইন সমৃদ্ধ খাবার খান। এই ধরনের পুষ্টি চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

নিজেকে সুস্থ রাখার সহজ উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সারারাত বিশ্রামের পর সকালে উঠে লেগে পড়তে হয় কাজে। আর সকালে ঘুম থেকে ওঠে কাজের আমেজ তৈরি করা খুব জরুরি। দিনের শুরুটা সুন্দর হলে সারাদিনই ভালো কাটে। বিশেষ করে শরীরের সব কার্যপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখা খুবই জরুরি। এ জন্য যা যা করতে পারেন, তা জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ আশ্লেষা জোশী। খুব সকালে উঠুন। ৯টার আগে ঘুম থেকে উঠে কয়েক মিনিট রোদের আলোতে বসুন। প্রাকৃতিক রশ্মি সার্কাডিয়ান ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা মনমেজাজ ভালো রাখতে পারে। এ ছাড়া সকালের রোদ ভিটামিন ‘ডি’ একটি ভালো উৎস। ভিটামিন ‘ডি’ যকৃত ভালো রাখে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এর পর সকালটা শুরু করুন পানিশূন্যতা দূর করার পদক্ষেপ নিয়ে। যেহেতু ঘুমানোর কারণে দীর্ঘ সময় পানি পান করা হয় না। তাই সকালে উঠে পানি পান করলে শরীরের উপকার হয়। এক গ্লাস উষ্ণ গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। লেবু ভিটামিন ‘সি’। যকৃতের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া পানি খেয়ে দিন শুরু করলে সারারাতের জমে থাকা টক্সিন বের হতে সহায়তা করে। এবার ৫ থেকে ১০ মিনিট গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মাধ্যমে ধ্যান করুন।

শীতে যেভাবে চুল ঝলমলে রাখবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতকাল এলেই অনেকেরই সমস্যা শুরু হয়, বিশেষ করে ত্বক ও চুলের ক্ষেত্রে। শীতের শুষ্কতা, ঠাণ্ডা বাতাস এবং পুষ্টির অভাব চুলের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ফলে অনেকেই এই সময় চুল রুক্ষ বা পড়ার সমস্যা অনুভব করেন। তবে কিছু সহজ যত্ন এবং সতর্কতার মাধ্যমে শীতকালেও চুলকে রাখা সম্ভব ঝলমলে এবং সুস্থ। প্রথমেই শীতের কারণে চুলের যত্নের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার। শীতকালে বেশিরভাগ সময়ই বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে থাকার ফলে চুল দ্রুত শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং ভেঙে যেতে শুরু করে। এজন্য শীতকালীন শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত, যা চুলকে আর্দ্র এবং কোমল রাখে। শীতকালে চুলে

তেলের ব্যবহারও বৃদ্ধি করা উচিত। সপ্তাহে অন্তত একদিন তেল ম্যাসাজ করতে পারেন। তেল চুলের শিকড়ে পুষ্টি প্রদান করে, যা চুলের মজবুত করে এবং শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। এছাড়া শীতকালে হালকা গরম পানি দিয়ে চুল ধোয়া উচিত, যাতে চুলের প্রাকৃতিক তেল অক্ষুণ্ণ থাকে। খুব গরম পানি ব্যবহার করলে চুলের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে গিয়ে চুল আরও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। কন্ডিশনার ব্যবহারের পর চুলে প্রাকৃতিক তেলের জন্য ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত, যেমন আলোভেরা বা নারকেল তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়াও চুলের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পুষ্টির খেয়াল রাখতে হবে। শীতকালে খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন E, Omega-৩ এবং প্রোটিন যুক্ত খাবার যেমন বাদাম, মাছ, ডিম, এবং শাকসবজি রাখা উচিত।